পাক্ষিক আহ্‌মদী

২০০৬

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ❑ ৫ম সংখ্যা

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

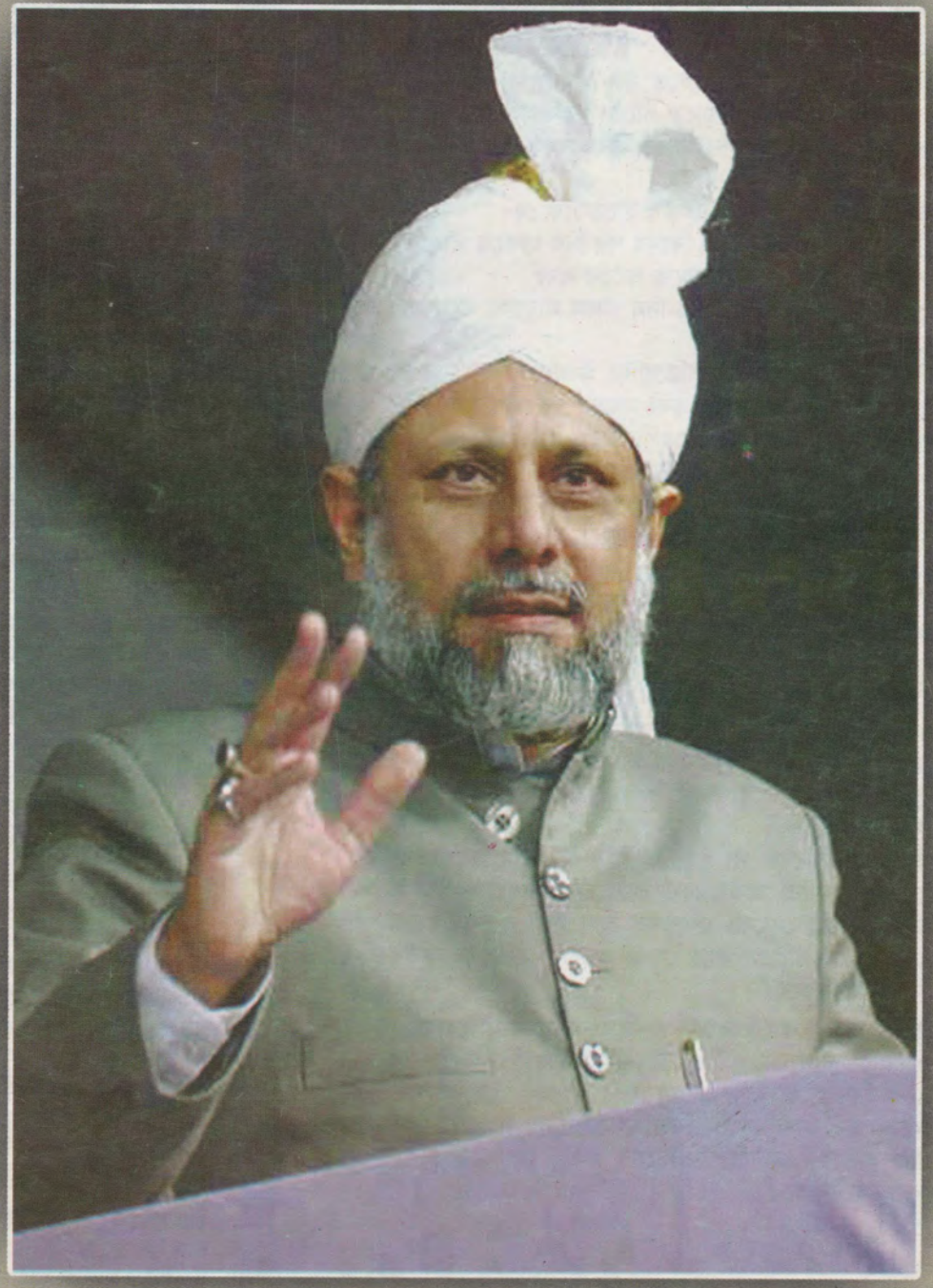

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ,
খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এইরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এইরূপ সত্য কথা যে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমন কি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তেকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তেকাফ যে–
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারীগণ পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাগণের মধ্যে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোঝা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের ঊর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড়-পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এইরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগৎ বলবে ভুল– আর আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাঁড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি এই কথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, কিন্তু খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি ইহা বিশ্বাস করেন যে, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয় নি, সে আদৌ পরিশ্রম করে নি।

আপনি যদি এইরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মোবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে উহা পুনরায় সজীব হবে।

এখন সময়ের চাহিদা হলো তা'লীম-তরবিয়ত

কোন জাতির উন্নতি যেমন তৃণমূল পর্যায় থেকে শুরু হয় তেমনি এর ধ্বংসের বীজও তৃণমূল পর্যায়ে রোপিত হয়ে থাকে। তাই জাতির কান্ডকে মজবুত করতে হলে আর এ মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবার জন্যে চাই তৃণমূল থেকে সময়োপযোগী শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতিকে গড়ে তোলা।

জামাতে তা'লীম ও তরবিয়তপ্রাপ্ত প্রাচীন লোকেরা আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছেন। তাদের শূন্য স্থান দখল করছেন নবীনরা। নবীন প্রজন্মকে বাইরের দূষিত পরিবেশের সাথে সংঘাতে টিকে থাকার জন্যে চাই উপযুক্ত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা। এ ব্যবস্থা জামাতের অবকাঠামোর মাঝে রয়েছে। তাদের শিখাবার জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক দল শিক্ষকের। এর প্রতি লক্ষ্য রেখে মোয়াল্লেম রিফ্রেসার্স কোর্সের প্রবর্তন করা হয়েছে। এবারও কয়েকদিনের মধ্যে মোয়াল্লেম রিফ্রেসার্স কোর্স শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা আশা করি মোয়াল্লেম সাহেবান শুধু মাত্র রুটিন মাফিক দায়-সারাভাবে এ কোর্সে উপস্থিত হবেন না। তারা যেন আন্তরিকতার সাথে ক্লাসগুলোতে অংশ নেন এবং সময় পেলেই দোয়া দ্বারা জামাতের সঠিক তরবিয়ত ও কল্যাণের পদক্ষেপকে সামনে বাড়ানোর সাহায্য ও সহায়তা করেন।

মু'মিনদের বিজয় আসলে তখন তাদেরকে কোন প্রকার শিরক না করে যেমন একদিকে কেবল আল্লাহ্‌রই প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তেমনি মু'মিন সমাজ যাতে কলুষিত না হয় সেজন্যেও প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে তওবা, ইস্তিগফার ও ক্ষমা প্রার্থনার উপদেশ দেয়া হয়েছে একথা বলা বাহুল্য যে, নবাগতরা বংশ-পরম্পরায় প্রাপ্ত নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধিরূপ বিজাতীয় ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রবেশ করে থাকে। তাদেরকে নির্মল ও পরিশুদ্ধ করার প্রক্রিয়া হিসেবে একদিকে এটা যেমন একটি ব্যবস্থা-পত্র তেমনি পুরাতনরা যাতে নবাগত কর্তৃক বাহিত পূর্ববর্তী দূষিত ধ্যান-ধারণা ও আকিদা-বিশ্বাস দ্বারা আক্রান্ত না হ'তে পারে সেজন্যে ও এটা একটি প্রতিষেধকতুল্য ব্যবস্থা-পত্র। এ ব্যবস্থা-পত্র যেমন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে প্রযোজ্য ছিলো তেমনি আজও এ ব্যবস্থাপত্রকে খাটো করে দেখার কোন অবকাশ নেই। সূরা আসর-এ এ শিক্ষাই দেয়া হয়েছে।

আমাদের জামাতের তা'লীম ও তরবিয়তের মানকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে আমাদেরকে উপরোক্ত কুরআনী ব্যবস্থা-পত্র প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং বাংলাদেশের সমস্ত আহমদীকে একদিকে যেমন তসবীহ্-তাহলীল ও ইস্তিগফার-এর দিকে মনোযোগী হতে হবে, অন্যদিকে নবগতদেরসহ নিজেদের তা'লীম ও তরবিয়তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তা'লীম ও তরবিয়তের মানকে সমুন্নত রাখার জোর প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

মোবাশ্‌শের উর রহমান
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৬৬ বর্ষ ॥ ৫ম সংখ্যা

৩১ ভাদ্র ১৪১০ বঙ্গাব্দ ১৭ রজব ১৪২৪ হিঃ কাঃ
১৫ তাবুক ১৩৮২ হিঃ শাঃ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ টাঃ ১৫০ ♦ ভারত টাঃ ২০০ ♦ অন্যান্য দেশে L 50/ $ 100

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ

নির্বাহী সম্পাদক
মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলীল

প্রচার সম্পাদক
মাহবুবুর রহমান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
সালাহউদ্দীন আহমদ

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ. কে. রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মোহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
মইন উদ্দীন সিরাজী	-	ক্যালিফর্নিয়া
ন, ন, মোহাম্মদ সালেক	-	কানাডা
আজিজ আহমদ চৌধুরী	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম আহমদ	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ্	-	জাপান
ইঞ্জিনিয়ার শরীফ আহমদ	-	নিউজিল্যান্ড
ডাঃ মাহবুবুল ইসলাম	-	অষ্ট্রেলিয়া
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রেজা শাকিল	-	ফ্রান্স

তত্ত্বাবধানে ঃ সেক্রেটারী পাবলিকেশনস্

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৭৩০০৮০৮, ৭৩০০৮৪৯, ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭৩০০৯২৫
E-mail : amgb@bol-online.com

সম্পাদকীয়

ইতায়াত বা আনুগত্যের স্বরূপ

একটি ঢিল আকাশে ছুঁড়ে দিলে তা এক সময় মাটিতে পড়বেই। কেননা, যিনি ঢিলটি ছুঁড়লেন এর ওপরে তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না, ফলত ঢিলটিও সেই ব্যক্তির আনুগত্য করে না। কিন্তু আমরা যদি মহাকাশের দিকে দৃষ্টি দেই তাহলে দেখতে পাই মহাকাশীয় সত্তাগুলো অজানা এক দীর্ঘকাল থেকে একই শৃঙ্খলার সাথে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে। এক বিন্দু পরিমাণও ব্যতিক্রম নেই। এর কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌তাআলা এগুলোকে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হন নি বরং এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করছেন আর এগুলোও সঠিকভাবে স্রষ্টার বিধান মেনে চলছে। মঙ্গল গ্রহের কথাই ধরুন না কেন, ৬০ হাজার বছর পর আবার পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছে অর্থাৎ ২৭শে আগষ্ট, ২০০৩ তারিখ পৃথিবী থেকে এর সবচেয়ে কম দূরত্ব ছিলো অর্থাৎ ৩ কোটি ৪১ লাখ ৪৬ হাজার ৪১৮ মাইল (বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৫১ মিনিট)। পুনরায় এটি যথাসময়ে এ রকম অবস্থানে চলে আসবে। হ্যালির ধুমকেতু ৭২ বছর পর পর পৃথিবীর দৃষ্টিগোচরে চলে আসে। এসব সত্তা যদি একটি নিয়মের অধীনে না থাকতো তবে কবেই এ বিশ্বজগৎ ধ্বংস হয়ে যেতো।

আল্লাহ্‌তাআলার নির্জীব সৃষ্টি যদি এভাবে তাঁর আনুগত্য করে সেখানে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের করণীয় কি কিছুই নেই? মানুষও এক নির্দিষ্ট মাত্রায় আল্লাহ্‌তাআলার প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের ডোরে বাঁধা। সে কোন ভাবেই তা উপেক্ষা করতে পারে না। যেমন ক্ষুধা পেলে খেতেই হয়। ঘুম পেলে ঘুমুতেই হয়। পেশাব পায়খানার বেগ কোনভাবেই সে চেপে রাখতে পারে না। এ মানুষকে যেহেতু স্বাধীন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে কোন কোন ব্যাপারে সে আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে অতি সাহসীও হ'তে পারে। কিন্তু তার ভেবে দেখা দরকার এ অতি সাহসী হওয়া কি তার জন্যে মঙ্গল না এক নির্দিষ্ট সীমার মাঝে তার স্বাধীন ইচ্ছাকে প্রয়োগ করা মঙ্গল। নিয়ন্ত্রণের কাঠামোর মাঝে মানবীয় শক্তির সঠিক প্রয়োগই মানবের সুকুমার বৃত্তিগুলোর সঠিক বিকাশ সম্ভব। এই যে নিয়ন্ত্রণ, এই যে আনুগত্যের শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় নিজ অবাধ্য আত্মার গলায় পরানোর নামই ইতায়াত। এর মাঝেই তার জীবনের সফলতা ও মঙ্গল নিহিত। তাই আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন- **আত্বীউল্লাহ্ ওয়া আত্বীউর রসূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম** অর্থাৎ তোমরা ইতায়াত বা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র আর এ রসূল (সঃ)-এর এবং তোমাদের মাঝে যারা আদেশ দেয়ার অধিকারী (সূরা নিসা ঃ ৬০)। আল্লাহ্‌তাআলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাই তিনি সবচাইতে ভাল জানেন কিসের মাঝে আমাদের মঙ্গল নিহিত। তাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ মত আমাদের ইতায়াত করা আবশ্যক।

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলে ও আনুগত্য করলেই মানুষ অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারবে না। যদি তা হ'ত তাহলে ইবলীসের লা'নতের লাঞ্ছনা কুড়োতে হ'ত না। ইবলীস আল্লাহ্‌কে অমান্য করে নি। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তাকে আদম (আঃ)-এর আনুগত্য করতে বল্লেন, তখন সে বড়াই ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করলো; ফলে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হলো। তাই কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস আনলেই চলবে না আল্লাহ্‌র আদেশানুযায়ী তাঁর রসূল এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রসূলের শিক্ষানুযায়ী যারা আদেশ দেয়ার অধিকারী যেমন পিতা-মাতা, খিলাফতের ব্যবস্থাপনা, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রভৃতিরও ইতায়াত বা আনুগত্য করতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও হাদীসে যথেষ্ট নির্দেশাদি রয়েছে সেসব উল্লেখ করার অবকাশ এখানে নেই। এতটুকু বলাই বাঞ্ছনীয়, স্রষ্টার মাহাত্ম্যপূর্ণ বিধি-বিধানের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্যই মানুষকে দিতে পারে স্বাধীন জীবনের মহা অঙ্গীকার, মহা কল্যাণের প্রতিশ্রুতি।

(অবশিষ্টাংশ সূচীর নীচে দেখুন)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কুরআন মাজীদ ঃ সূরা আল্ আনফাল - ৮	ঃ 'কুরআন মাজীদ' থেকে	৩
হাদীস শরীফ ঃ অবিচল নিষ্ঠা	ঃ অনুবাদ - মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী ঃ চশমায়ে মসীহী ঃ হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ)	ঃ অনুবাদ - জনাব মোঃ আজিম উদ্দীন	৪
জুমুআর খুতবা ঃ আল্লাহ্তাআলার সামী'উন 'আলীম সিফতের ব্যাখ্যা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	৫-৯
জুমুআর খুতবা ঃ দাস-দাসী, প্রতিবেশী-নারী ও এতীমদের প্রতি আঁ হযরত (সঃ)-এর আচরণ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী	১০-১৪
মসীহ্ (আঃ) হিন্দুস্তান মেঁঃ মূল ঃ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ	১৫
ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য মূল ঃ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)	ঃ সংক্ষিপ্ত অনুবাদ - অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন	১৬-১৭
ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য মূল ঃ মোকাররম মাশহুদ আহমদ তূর সাহেব	ঃ অনুবাদ- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	১৮-১৯
মোনাজাতে রসূল (সঃ) ঃ মূল ঃ হাফেয মুজাফ্ফর আহমদ	ঃ অনুবাদ - জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২০
মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'	ঃ জনাব শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	২১-২২
ছোটদের পাতা ঃ এসো কুরআন শিখি	ঃ পরিচালক- জনাব মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান	২৩
কবিতা ঃ ● পুণ্য-গাঁথা ● কাউসার ● দোয়া করা না করা	ঃ ● জনাব মির্যা আলী আকন্দ ● জনাব আবুল হাসান ● শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ	২৪
নতুনদের পাতা ঃ		
● নসীহত	ঃ মৌঃ মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম	২৫-২৭
● আমার জীবন ঃ আমার সংগ্রাম	ঃ মাওলানা বশীর আহমদ	২৮-৩০
সংবাদ	ঃ	৩১-৩২

প্রচ্ছদ ঃ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)

(সম্পাদকীয়-এর বাকী অংশ)

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ) এবারের জার্মানীর জলসার উদ্বোধনী দিনে ইতায়াতে নেযাম বা খিলাফতের ধারাবাহিক শৃঙ্খলের প্রতি আনুগত্যের দিক-নির্দেশ করে মূল্যবান খুতবা দিয়েছেন। নেযাম সম্বন্ধে আমরা আহমদীরা কম-বেশী সকলেই বুঝি। কিন্তু কার্যতঃ অনেক সময় আমরা এর ওপরে সঠিকভাবে আমল করতে বঞ্চিত থাকি। এর পেছনে একটি অহং বা আমিত্ব কাজ করে থাকে। ঈমানের মকাম ইতায়াতের মকাম একটাই। কেউ যদি ইতায়াতের মকাম থেকে পদস্খলিত হয় তাহলে সে আর ঈমানের মকামে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আমরা ইবলীসের ঘটনা উল্লেখ করে তা বুঝাবার চেষ্টা করেছি। ইতায়াত হতে হবে নিঃশর্ত। ঈমান যিনি আনেন তিনি তার গলায় বাধ্য-বাধকতার একটি শিকল লাগিয়ে নেন। বাঁধা গরু যেভাবে যথেচ্ছাচার করতে পারে না তেমনই একজন সত্যিকারের ঈমানদারকে বাধ্য-বাধ্যকতার সীমার মাঝে বিচরণ করতে হয়। ইতায়াতের লাগাম যার হাতেই দেয়া হোক না কেন তারই আনুগত্য করা ঈমানের চাহিদা। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বুঝাতে চাচ্ছি। একটি বিরাটকায় উট চলছে। এর নাকের দু'টো রশি মাটি দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। গর্ত থেকে একটি ইঁদুর বের হয়ে রশিটা টেনে নিয়ে চল্লো বিপরীত দিকে। উট বিরাটকায় হয়েও ইঁদুরের পিছু পিছু চলছে। এ হলো ইতায়াতের একটি প্রতীকী চিত্র। মু'মিন যিনি তাকে সর্বদা এ রকম মন-মানসিকতা নিয়ে চলার পথে এগুতে হবে তবেই তার জীবন হবে সুন্দর, মাধুরীমাখা ও সুষমামন্ডিত। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সকলকে এভাবে ইতায়াত করার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

- নির্বাহী সম্পাদক

পঞ্চম খিলাফতের প্রথম কল্যাণমন্ডিত আর্থিক তাহরীক 'তাহের ফাউন্ডেশন ফান্ড

মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর সরাসরি সম্প্রচারের মাধ্যমে বন্ধুগণ অবহিত হয়ে থাকবেন যে, সৈয়্যদনা ও ইমামানা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) যুক্তরাজ্যের ৩৭তম সালানা জলসার ৩য় অধিবেশনে সাইয়্যেদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (রাহেঃ)-এর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন খুতবা ও বক্তৃতাসমূহ, তত্ত্বপূর্ণ মজলিসে ইরফান, অতি মূল্যবান লেখাগুলো ও নির্দেশাদি বিভিন্ন ভাষায় উত্তম পদ্ধতিতে সংকলন ও প্রচার, চতুর্থ খিলাফতকালীন প্রবর্তিত সর্বপ্রকার কল্যাণপূর্ণ তাহরীকের নবজীবন ও পৃথিবীর কোণে কোণে ছড়ানো, হুযূর (রাহেঃ)-এর মহান সুস্পষ্ট কর্মকান্ডকে সদা জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে এক খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক পরিকল্পনার ঘোষণা করেন। আর এ মহান পরিকল্পনার পূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে **তাহের ফাউন্ডেশন ফান্ড** নামে নিজ কল্যাণমন্ডিত খিলাফতের প্রথম আর্থিক তাহ্রীক ঘোষণা করেন। এটা নিঃসন্দেহে হুযূর রাহেমাহুল্লাহুতাআলার সত্তার প্রতি অশেষ ভালবাসা ও আস্থা পোষণ করার দরুন জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির আন্তরিক ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের বহির্প্রকাশ। হুযূর (আইঃ)-এর পবিত্র মুখে এ কল্যাণমন্ডিত ঘোষণা শুনার পর পরই উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে এর ওপর কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া আরম্ভ হয়। আর এজন্যে বাংলাদেশ দপ্তরে **তাহের ফাউন্ডেশন ফান্ড** নামে যথারীতি একটি আমানত ফান্ড্ খোলা হয়েছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশ পঞ্চম খেলাফতের এ প্রথম কল্যাণমন্ডিত তাহরীকে বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানীয় জামাতের নিষ্ঠাবান ও সামর্থ্যবান বন্ধু ও বোনদের দৃষ্টান্তমূলক অংশ গ্রহণের আশা করছে। আল্লাহ্তাআলা নিজ রহমতে জামাতের প্রত্যেককে এ কল্যাণমন্ডিত আর্থিক তাহরীকে বেশি বেশি অংশ গ্রহণের সৌভাগ্য দান করুন। আর এর ফলে তাঁর অশেষ আশিস, করুণা ও কল্যাণের অংশীদার করুন, আমীন।

- মোবাশ্শেরুর রহমান
ন্যাশনাল আমীর

কুরআন মাজীদ

সূরা আল্ আনফাল - ৮

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَٰئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ
آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا
فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٣﴾

১৩। (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রভু-প্রতিপালক ফিরিশ্‌তাদের প্রতি ওহী করে বলছিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথে আছি; অতএব যারা ঈমান এনেছে তোমরা তাদেরকে দৃঢ়তা দাও; যারা অস্বীকার করেছে অবশ্যই আমি তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার করবো। সুতরাং তোমরা তাদের ঘাড়ে[১১০৪] আঘাত কর আর আঘাত হানো তাদের গিরায় গিরায়।'

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٤﴾

১৪। এর কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ঘোর বিরোধিতা করেছে, আর যে-ই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে সেক্ষেত্রে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি প্রদানে কঠোর।

ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٥﴾

১৫। এমনটিই হয়ে থাকে, অতএব এর স্বাদ ভোগ কর; আর (জেনে রাখ) নিশ্চয় অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে আগুনের শাস্তি।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا
فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٦﴾

১৬। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা যখন এক বাহিনীরূপে কাফিরদের মুখোমুখি হও, তখন তোমরা কখনও তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালিও না।[১১০৫]

وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ
مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ
جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٧﴾

১৭। কেবল রণ-কৌশলের অংশ হিসেবে স্থান পরিবর্তন বা (নিজেদেরই) কোন এক দলের[১১০৬] সাথে একত্র হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া যে-ই সেদিন তাদেরকে পিঠ দেখিয়ে পালাবে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্রোধগ্রস্ত হবে আর তার ঠাঁই হবে জাহান্নামে এবং তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল!

১১০৪। ঘাড়ের উদ্ধাংশ, যা মাথার নিম্নাংশের সংলগ্ন, এ অংশকে তরবারির আঘাতের জন্য অতি সহজভেদ্য মনে করা হয়।

১১০৫। মুসলমানদেরকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। তারা জয়লাভ করবে অথবা মৃত্যু বরণ করবে, তাদের জন্য তৃতীয় কোনও পথ খোলা নেই।

১১০৬। এ আয়াত নির্ধারণ করেছে এবং বর্ণনা করেছে, কী কী পরিস্থিতিতে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকদের জন্য আপাতঃ পশ্চাদপসরণ বা প্রত্যাহার করার অনুমতি রয়েছে ঃ (ক) রণ-কৌশলগত কারণে, যখন যুদ্ধলিপ্ত সৈন্য বাহিনী শত্রুর মনোযোগ অন্যদিকে আকর্ষণ করতে চায় অথবা অধিকতর সুবিধাপূর্ণ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে চায়, (খ) বাহিনীর কোন অংশ পশ্চাতে হটে গিয়ে যুদ্ধের সুবিধার্থে মূলবাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য অথবা এমন অন্য আর এক মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগ দেয়ার জন্য যারা তখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয় নি।

হাদীস শরীফ

অবিচল নিষ্ঠা

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ
عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا
بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

কুরআন ঃ

অর্থাৎ নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, এর পর তারা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকে তাদের ওপর ফিরিশ্‌তারা অবতীর্ণ হয় (আর বলে), 'তোমরা ভয় করো না, এবং দুঃখিতও হয়ো না। আর সেই জান্নাতের জন্য তোমরা আনন্দিত হও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হচ্ছে' (হামীম সিজদা ঃ ৩১)

হাদীস ঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা (ধর্মের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং এর উপর মজবুতভাবে কায়েম থাক। আর জেনে রাখো তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনিও কী? তিনি (সঃ) বললেন, আমিও পাব না, তবে যদি আল্লাহ্ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহে নিয়ে নেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ

অবিচল নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা সফলতার চাবিকাঠি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলছেন, তিনি সেসব ব্যক্তিদের উপর ফিরিশ্‌তাদের নাযেল করেন যারা ঈমান আনার পর বিরোধিতার মুখে অবিচল থাকে। প্রত্যেক নবীর জীবন এ ব্যাপারে আমাদের সামনে এক উন্মুক্ত ইতিহাস।

মানুষ ধৈর্য ও দৃঢ়তা না দেখাতে পারলে সে কখনো সাফল্যের মুখ দেখবো না এ পৃথিবীতে ধর্মীয় জীবনের জন্য মানুষকে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়, এমনকি জীবনও দিতে হয়। কিন্তু এর প্রতিদানের কথা আল্লাহ্ জানিয়েছেন। এরপরও কথা হয় যে, আমরা তো পরীক্ষা দিলাম ফল পেলাম না। ফল তো অবশ্যই আছে কিন্তু খোদার রহমতের সাথে তা সম্পৃক্ত। আর খোদার রহমতের জন্য ইয়াকীন বা দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন যা ধৈর্য ও দৃঢ়তা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। হুযূর (সঃ) জানাচ্ছেন, তোমাদের কাজ হলো, দৃঢ়তা দেখাও, অবিচল থাকো। খোদার রহমত পাবার এটাই পথ। এটাই আমাদের কাজ। তিনি (সঃ) নিজের উদাহরণ দিয়ে বলছেন, আমার মুক্তিও খোদার রহমতের উপর নির্ভরশীল। হুযূর (সঃ)-ই যদি এ কথা বলেন, তবে আমাদের অবস্থা কী হবে? তাই আমাদের সকলের উচিত। যে সত্যকে আমরা মেনেছি এর উপর আমরা যেন অবিচল থাকি ও খোদার রহমতের যাচ্‌ঞা করি। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংশোধনী

অনবধানবশতঃ ১৫ই আগষ্ট ২০০৩-এর সংখ্যায় 'হাদীস শরীফ' অংশের কুরআনে সূরা আয্ যোহার আরবী ১১-১২ আয়াতের পরিবর্তে ৮-৯ আয়াত এবং অর্থেও বেলায় আয়াত নং ১১-১২ এর স্থলে ১০-১১ আয়াতের অনুবাদ দেয়া হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের সংশোধন করে নিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এ অসুবিধার জন্য আমরা দুঃখিত।

-নির্বাহী সম্পাদক

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

চশমায়ে মসীহী

(১৬তম কিস্তি)

আর কেবল কুরআনেই যে ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ পাওয়া যায় এমন নয়। তওরাত কিতাবেও এর খন্ডন বিদ্যমান। যে তওরাত মূসা (আঃ) নবীর নিকট নাযিল হয়েছিল তাতে ত্রিত্ববাদের কোন উল্লেখ নেই, এমন কি এর নাম গন্ধও নেই। একত্ববাদ স্মরণ রাখার নিমিত্তে ইহুদীগণকে বিশেষভাবে আদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদের প্রতি হুকুম ছিল, প্রত্যেক ইহুদী কলেমা তৌহীদ (একত্ববাদ মন্ত্র) মুখস্থ করবে, আপন আপন গৃহের চৌকাঠে লিখে রাখবে, পুত্র - কন্যাগণকে শিক্ষা দিবে। আবার একত্ববাদই স্মরণ করাতে ও এরই প্রচলন বজায় রাখতে পয়গম্বরগণ ইহুদী সমাজে ক্রমাগত একাদিক্রমে জন্মেছিলেন। এত সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এবং ক্রমান্বয়ে এত পয়গম্বরের আগমনেও ইহুদীগণ একত্ববাদ ভুলে ভুলক্রমে ত্রিত্ববাদে পৌছেছিল আর এটা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছিল, সন্তানগণকে শিক্ষা দিয়েছিল, আর কেবল শত শত নবী এ তৌহীদই প্রচলিত ও সজীব রেখেছিলেন- এমন ধারণা বুদ্ধি ও কল্পনার একবারে সম্পূর্ণ বিপরীত ও একবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি কোন কোন ইহুদীকে এ সম্বন্ধে হলফ দিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, 'বলুন তো আপনাদের তওরাত কিতাবে কি কখনও কোন জায়গায় ত্রিত্ববাদ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল?' একথার উত্তরে তাঁরা লিখেছেন, তওরাত কিতাবে ত্রিত্ববাদের নাম গন্ধ নেই। খোদাতাআলা সম্বন্ধে কুরআন ও তওরাতের শিক্ষা অভিন্ন। অতএব যে ত্রিত্ববাদ কুরআনেও নেই, তওরাতেও নেই, তাতে যে জাতির দৃঢ়বিশ্বাস, তাদের জন্য কত পরিতাপ! বস্তুত ইঞ্জিলে (বাইবেলও) যে ত্রিত্ববাদ নেই এটা সম্পূর্ণ সত্য। ইঞ্জিলে যেসব জায়গায় খোদাতাআলার উল্লেখ আছে, সেসব জায়গায় ত্রিত্ববাদের কোন ইঙ্গিতই নেই, শুধু এক-অদ্বিতীয় অংশবিহীন ওয়াহেদ লা শরীক খোদারই উল্লেখ পাওয়া যায়। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) যে ত্রিত্ববাদ নেই বড় বড় বিরুদ্ধবাদী পাদরীগণ তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। তবে এখন প্রশ্ন হ'তে পারে, খ্রীষ্টান ধর্মে ত্রিত্ববাদ কোথা হ'তে আসল। খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী মহাপন্ডিতগণ এর উত্তরে বলেছেন, এ ত্রিত্ববাদ গ্রীক জাতির ধর্মবিশ্বাস হতে ধার করে নেয়া হয়েছে। যেমন হিন্দরা ত্রিমূর্তি বিশ্বাস করে, তেমন গ্রীকরাও ত্রিদেবতা বিশ্বাস করত। খ্রীষ্টান হয়ে সেন্ট পল ভাবলেন, যেরূপেই পারি স্বজাতি গ্রীকগণকে খ্রীষ্টান করব। তাই তিনি খ্রীষ্টান ধর্মে তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য, তাদের ত্রিদেবতার স্থলে 'আকনুম' প্রবেশ করালেন। নতুবা 'আকনুম' কাকে বলে যিশুখ্রীষ্ট নিজেও তা মোটেই জানতেন না। হযরত ঈসা অন্যান্য নবীর ন্যায় সরল একত্ববাদ শিখাবেন। তাঁদের মত তিনিও বলতেন, খোদা এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক বা অংশীদার নেই। বস্তুত অধুনা যে ধর্ম জগতে খ্রীষ্টান ধর্ম নামে পরিচিত যে ধর্ম হযরত ঈসা বা যিশু খ্রীষ্টের ধর্ম নয়, বরং সেন্টপল কল্পিত পৌলসী ধর্ম। যতদিন ঈসা নবী বেঁচে ছিলেন, ততদিন তিনি এক-অদ্বিতীয় অংশীবিহীন ওয়াহেদ লা-শরীক খোদাতাআলার উপাসনা শিখেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর সহোদর ভ্রাতা মহাপুরুষ ইয়াকুব প্রথম খলীফা বা উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনিও একত্ববাদ শিখাতেন। কিন্তু পল তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁর বিশুদ্ধ ও সত্য বিশ্বাসসমূহের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে নিজ শিক্ষা প্রদান করতে আরম্ভ করলেন ও আপন মনগড়ার মত ও কথাগুলো বাড়াতে বাড়াতে এক নয়া ধর্ম গড়ে বসলেন। তিনি নিজে এক পৃথক দল গঠন করতঃ তওরাত অনুবর্তন হ'তে এ দলকে ফিরিয়ে আনলেন এবং এরূপ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন যে, যিশুর কাফ্‌ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের পর হতে তাদের নিমিত্তে আর কোন স্বর্গীয় আইন কানুন শরা -শরীয়ত পালন করার আবশ্যকতা নেই। যিশুর রক্তেই যাবতীয় পাপ দূরীভূত হবে। তওরাত গ্রন্থও মেনে চলবার প্রয়োজন নেই। তিনি আরও এক নব অপবিত্রতা খ্রীষ্টধর্মে দাখিল করে শূকর খাওয়া হালাল ও বিধিসম্মত করলেন। হযরত ঈসা ইঞ্জিলে শূকরকে নাপাক ও অপবিত্র নির্দিষ্ট করেছেন। বাইবেলে লিখিত আছে, 'মুক্তাগুলো শূকরের সামনে ছড়িয়ো না।' তিনি পবিত্র শিক্ষাকে মুক্তা বলেছেন। সুতরাং অপবিত্রতাকেই যে শূকর বলেছেন তা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন আজকাল ইউরোপীয় জাতিগণ শূকর খায় তেমন সেকালে গ্রীকগণও শূকর খেত। এ গ্রীকগণকে সন্তুষ্ট করবার নিমিত্তেই তিনি আপন দলকে শূকর খেতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তওরাতে লিখিত আছে, শূকর সর্বদাই হারাম, একেতো স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ। এ ধর্মের সকল কদাচার সেন্ট পল হতেই উৎপন্ন হয়েছে। নতুবা মসীহ্ (খোদাই দাবী দূরের কথা) এত নিঃস্বার্থ মহাপুরুষ ছিলেন যে, কেউ তাকে সাধু বলবে এমনও তিনি চাইতেন না। কিন্তু পল তাঁকে স্বয়ং পরমেশ্বরের পদে উন্নীত করেছেন। ইঞ্জিলে লিখিত আছে, কেউ তাকে সাধু অধ্যাপক বলে আহ্বান করাতে তিনি বলেছিলেন, 'কেন আমাকে সাধু বলছো?' তাঁকে গুলিবিদ্ধ করার কালে তিনি যে কথা বলেছিলেন, তাতেও খোদাতাআলার একত্ববাদই প্রকাশিত হয়। তখন তিনি অতি কাতরতাসহ বলেছিলেন, 'ইলি, ইলি, লিমা, সাবাক্তানী' হে আমার খোদা, হে আমার খোদা, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?' যিনি এত বিনয় ও নম্রতাসহ খোদাকে ডাকেন ও প্রকাশ করেন যে, খোদাই তাঁর সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা পালনকর্তা, প্রভু, তিনিই আবার নিজের খোদাই দাবী করে বেড়াতেন কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি এমন কথা কল্পনা করতে সক্ষম হয়? (চলবে)

অনুবাদ - মোঃ আজিমউদ্দীন
চলিতকরণ ও সম্পাদনা - মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

আল্লাহ্‌তাআলার সামী'উন 'আলীম সিফতের ব্যাখ্যা

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ) কর্তৃক ৬ জুন, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা বাকারা ১২৮ আয়াত পাঠ করে খুতবা দিয়েছেন।

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرٰھٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمٰعِیْلُ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

অনুবাদ ঃ এবং (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল এ গৃহের ভিত্তি উঠাচ্ছিলেন (এবং দোয়া করছিলেন) হে আমাদের প্রভু - প্রতিপালক! আমাদের কাছ থেকে (আমাদের সেবা) গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (সূরা বাকারা ঃ ১২৮)।

আল্লামা রাগেব আল্লাহ্‌র সিফত সামী'উন সম্পর্কে লিখেছেন যে, আল্লাহ্ সম্পর্কে যখন বলা হয় যে, তিনি সামী'উন তখন এর অর্থ হয় এই যে, আল্লাহ্‌তাআলাকে যে সমস্ত জিনিসের কথা বলা হয়; তিনি সে সমস্ত জিনিসগুলো সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তাঁর কাছে যা চাওয়া হয় তা তাকে দেয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবেন। এ সংজ্ঞা থেকে বুঝা গেল যে, অনেকে ভুল বুঝে অভিযোগ করেন যে, 'আমরা অনেক দোয়া করলাম কিন্তু কোন ফল পেলাম না।' অথচ আমাদের দোয়ার পূর্বেই কিন্তু আল্লাহ্ জানেন যে, আমাদের কখন কী প্রয়োজন। অথবা আমরা যে জিনিস চেয়ে দোয়া করছি এর প্রয়োজন কতটুকু আছে আমাদের। প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দা হই; আল্লাহ্ করুন যেন আমরা তাঁর প্রিয় বান্দা হই; তাহলে তিনি খুব ভাল জানেন যে, আমরা আজ যা চাচ্ছি এর প্রয়োজন আমাদের আছে কি না। সুতরাং দোয়ার সময় আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, তিনি সামী'উন 'আলীম আমাদের কাজ তাঁর কাছে চাওয়া, তিনি তো অবশ্যই শুনছেন যে, আমি কী চাচ্ছি। যদি তিনি আমাদের কোন কোন দোয়া কবুল না-ও করেন তবুও নিরাশ হবার কোন কারণ নেই।

একটি বড় প্রসিদ্ধ ঘটনা বিভিন্ন সময় বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে, একজন বুযুর্গ ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করে যাচ্ছিলেন। প্রতিদিন তাকে বলা হচ্ছিল যে,'তোমার দোয়া কবুল হয় নি।' তার এক ভক্ত মাত্র তিন দিন

তার সাথে থেকে এ অবস্থা দেখে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। বুযুর্গ তাকে অধৈর্য হয়ে পড়তে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'আমি সেই সুদীর্ঘকাল থেকে দোয়া করে আসছি, আমাকে এরূপ জবাব বরাবরই দেয়া হচ্ছে। আমার কাজ তো দোয়া করতে থাকা, সুতরাং আমি তো দোয়া করতেই থাকব।'

একথার পরই তার উপর কবুলিয়তের অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গেল, সেই ভক্ত মুরীদও সেই অবস্থা অবলোকন করতে লাগল। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জবাব আসল, 'তুমি এত কাল ধরে যেসব দোয়া করেছ, সব দোয়া কবুল হয়ে গেছে।"

সুতরাং দোয়ার জন্য বড়ই জরুরী শর্ত হলো ধৈর্য ধারণ। একথা বিশ্বাস করতে হবে যে, আমার কিসে মঙ্গল হবে আল্লাহ্ ভাল জানেন। এ সম্পর্কে একটি হাদীস আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের পুনঃ নির্মাণের সময় হযরত ইসমাঈলকে বললেন, হে ইসমাঈল! 'আল্লাহ্ আমাকে একটি নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত ইসমাঈল বললেন, 'আল্লাহ্ আপনাকে যে আদেশ দিয়েছেন আপনি তা পালন করুন।' পিতা জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি আমার সাথে সহযোগিতা করবে?' পুত্র বললেন, 'অবশ্যই।' হযরত ইব্রাহীম বললেন, 'আল্লাহ্ আমাকে আদেশ দিয়েছেন, একটি টিলার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এখানে আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণ করতে হবে।'

রাবি বর্ণনা করেছেন, তারপর তারা কা'বা গৃহের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। হযরত ইসমাঈল পাথর বয়ে আনতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দেয়াল বানাতেন। যখন দেয়াল উঁচু হয়ে গেল তখন হজরে আসওয়াদ আনলেন এবং এর ওপর দাঁড়িয়ে হযরত ইব্রাহীম দেয়াল উঠাতে থাকলেন। হযরত ইসমাঈল, হযরত ইব্রাহীমের হাতে পাথর ধরিয়ে দিতেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তা দেয়ালে গেঁথে দিতেন। উভয়ে দোয়া করতে থাকতেন, 'হে আমাদের মালিক! আমাদের এ চেষ্টাকে কবুল কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ' (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) বলেছেন,

"... এটা তো আম্বিয়ায়ে কেরামেরই চরিত্র যে, তারা কাজও করেন দোয়াও করেন। মানুষ তো সামান্য কাজ করেই গর্ব করতে থাকে যে, আমরা বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করেছি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে দেখুন, তিনি তো নিজের একমাত্র পুত্র-সন্তানকে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সে ছেলে যখন বড় হলো তো তাকে জঙ্গলে রেখে চলে গেলেন। সেখানে কোন খাবার ছিল না পানীয়ও কিছু ছিল না। তারপর কা'বাগৃহ নির্মাণ করে তাদের মৃত্যুর স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন। স্থায়ী মৃত্যুর ব্যবস্থা এ জন্য বললাম যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর চলে যাবার পর হযরত ইসমাঈলের কোন দিকে চলে যাবার পথ খোলা থাকল না কা'বা গৃহের কারণে। কা'বা গৃহের নির্মাণের ফলে এখন এ গৃহের সাথে ইসমাঈল (আঃ)-এর অবস্থান অনিবার্য হয়ে গেল। অর্থাৎ এভাবে বলা যায় যে, কা'বা গৃহের ইটগুলো বলছিল, "এবার এখানে এই জঙ্গলেই তোমাকে চিরদিন থাকতে হবে।" দেখুন, কত বড় কুরবানী হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) করেছিলেন। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র দরবারে মাথা ঝুঁকিয়ে ঝুকিয়ে কী বলছিলেন? বলছিলেন, হে আল্লাহ্! আমরা একটি সামান্য

উপহার তোমার দরবারে এনেছি, তুমি দয়া করে নিজ অনুগ্রহে আমাদের দুর্বলতাকে ঢেকে রেখ, আমাদের দুর্বলতাগুলোর প্রতি নজর না দিয়ে আমাদের এ সামান্য উপহার কবুল কর। কত বিনয়ের সাথে উপহার পেশ করে কবুল করার আবেদন করেছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রাঃ) আরো বলেছেন,

রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না এখানে **তাকাব্বাল** তুমি কবুল কর। তাকাব্বাল এর অর্থের মাঝে এ কথাও রয়েছে যে, হে আল্লাহ্ তুমি নিজ থেকে দয়াবশত এ দোয়া কবুল কর। অথচ কুরবানী কত বড় ছিল! পিতা পুত্রকে পুত্র পিতাকে কুরবানী করছিলেন এবং কা'বা শরীফের প্রতিটি ইট এদেরকে সারা জীবনের জন্য জনমানবশূন্য, পানি ও খাদ্যশূন্য মরুভূমির এ জঙ্গলে জীবন যাপনের জন্য বাধ্য করছিল। স্বয়ং হযরত ইব্রাহীম (আঃ) নিজ হৃদয়ের আবেগকে এসব ইটের মাঝে প্রোথিত করছিলেন। দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমার এসব তোমার দরবারে পেশ করার মত নয়। কিন্তু তারপরও তুমি আমার এসব কবুল কর। এটি কত বড় ধরনের বিনয়! নিজেকে ছোট করার কতবড় চেষ্টা!! হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তা-ই অবলম্বন করছিলেন এবং এটাই মানব হৃদয়ের সেই আবেগ সেই অনুভূতি মানুষকে উন্নতি যা দান করে। নতুবা ইট বসিয়ে দেয়াল বানানো তো যে কেউ করতে পারে। কিন্তু ইব্রাহীমী হৃদয় থাকলেই তো ইব্রাহীমকে আল্লাহ্তাআলা যা দান করেছিলেন, তা সম্ভব।

অতএব মানুষের **তাকাব্বাল মিন্না** বলা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ তা না বলে বলে যে, "আমাদের খেদমতের কোন মূল্য দেয়া হলো না।' অথচ তারা যা করে তা তো অন্যদের নকল করে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যা করেছেন, তিনি কারো নকল করেন নি। একদিকে আল্লাহ্ আদেশ দিয়েছেন, অপর দিকে তিনি কুরবানী দিতে প্রস্তুত হয়ে গেছেন। এরাই এমন মানুষ যারা বিশ্ব - মানবতার জন্য স্তম্ভস্বরূপ। এবং এদের অস্তিত্ব এদের অবস্থান অন্যদের জন্য বিপদের সময় রক্ষা কবজস্বরূপ। এরা কুরাবানী করেন আর বলেন, 'আমার এগুলো তো গ্রহণীয় হবারই নয়। হে আল্লাহ্! তুমি তো অতি উচ্চ, অতি মহান, আমরা আশা করি তুমি তোমার সাত্তারী গুণে (ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখ) আমাদের এসব কুরবানী কবুল করে নিও। তুমি তো সামী'উন 'আলীম। তুমিই আমাদের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে পার। আমাদের এ সমস্ত কুরবানী গ্রহণযোগ্য তো নয়। কিন্তু তুমি জান যে, আমাদের কাছে আর এমন কিছু নেই যা তোমার দরবারে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে। একদিকে তুমি সামী'উন যা তোমার করুণাকে চায়, অপর দিকে তোমার 'আলীম সিফত তোমার জ্ঞানকে প্রমাণ করে যে, তুমি সব জান; তুমি জান যে, আমরা কি কুরবানী করেছি! এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈলের রূহ্ আকুতি করেছিল। তারা উভয়ে কা'বা শরীফ নির্মাণ করে যাচ্ছিলেন, দোয়া করে যাচ্ছিলেন, 'হে আল্লাহ্! আমরা তোমার খাঁটি তৌহীদ ও মহব্বতের কারণে আমরা এ গৃহ নির্মাণ করেছি। তুমি আমাদের এ কাজকে কবুল কর এবং এ গৃহকে চিরকালের জন্য তোমার যিক্র ও বরকতের কেন্দ্র বানিয়ে দাও। তুমি আমাদের হৃদয়বিদারক মর্মস্পর্শী দোয়াকে কবুল করতে পার, তুমি আমাদের অবস্থা জান। যদি তুমি সিদ্ধান্ত দিয়ে দাও যে, এ গৃহ চিরকাল তোমার যিক্র-এর জন্য নির্দিষ্ট থাকবে, তাহলে আর কে আছে, যে এ সিদ্ধান্ত বদলাতে পারে?"

[তফসীরে কবীর; ২য় খন্ড; পৃঃ ১৭৭-১৮০]

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (আঃ) আরো বলেছেন,

"এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কা'বা শরীফ নির্মাণের দু'টি অংশ আছে।

এক অংশের সম্পর্ক মানুষের সাথে, অপর অংশের সম্পর্ক আল্লাহ্তাআলার সাথে। যে ঘরকে আমরা 'বায়তুল্লাহ্' বলি, সে ঘর তো ইট ও সিমেন্ট দিয়ে গেঁথে বানানো হয়। এ কাজ আল্লাহ্ করেন না বরং তাঁর বান্দারা করেন। মানুষের বানানো কোন ঘর কি খোদাতাআলার ঘর হতে পারে? মানুষতো কেবল কঙ্কাল মাত্র! এর মাঝে রূহ তো আল্লাহ্ প্রবিষ্ট করেন। সুতরাং এ সত্যকে সামনে রেখে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ্! আমরা তো কেবল অবকাঠামো বা ফ্রেম বানিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমাদের এ নির্মাণ কোন মূল্য রাখে না। কত মসজিদ এমন জনশূন্য হয়ে পড়ে আছে যা বাদশাহ্ বা শাহযাদারা বানিয়ে রেখে গেছেন। কারণ সেগুলো মানুষের হাতে নির্মিত, কিন্তু খোদার দরবারে অনুমোদন পায় নি। হযরত ইব্রাহীম ও ইসমাঈল বলছেন, 'হে আল্লাহ্! আমরা তো নির্মাণ করেছি- তুমি তা কবুল কর একে নিজের গৃহ হিসাবে অনুমোদন কর এবং বাস্তবিক অর্থে তুমি এর মাঝে অবস্থান গ্রহণ কর! যখন খোদা কোন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেন তখন সেস্থান অনাবাদ পড়ে থাকতে পারে না। গ্রামসমূহ জনশূন্য হয়ে যেতে পারে। শহরগুলো জনশূন্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই স্থান কখনও নির্জন হয়ে পড়তে পারে না যেখানে খোদাতাআলা অবস্থান করেন"(তফসীরে কবীর; ২য় খন্ড; পৃঃ ১৮১)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) বলেছেন, (উক্ত আয়াতের অনুবাদে) আমি দোয়াসমূহকে শ্রবণ করি অন্তরের গভীরে কী আছে তা-ও জানি, প্রয়োজনীয়তা কতটুকু তা-ও জানি আন্তরিকতা কতখানি তা-ও জানি।" (হাকায়েকুল ফুরকান, ১ম খন্ড; পৃঃ ২২৮)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো লিখেছেন ঃ

"এটি একটি দোয়া যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রব্বুল ইয্যতের, রব্বুল আলামীনের দরবারে আরয করেছিলেন। এ দোয়া থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ দোয়া ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও এর ফলাফলের প্রথম কারণ হয়েছিল। এর অর্থ এই যে, হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের প্রতিপালক, আমাদের মুরব্বী আমাদের উপর বড় অনুগ্রহ বর্ষণকারী। তোমার তরবিয়ত যেমন আমাদের শরীরের গঠন ও শক্তি প্রদান করে তেমনই তোমার তরবিয়তের ফলে মানুষ উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন করে। (তেমনই আমাদের রূহ্কেও লালন-পালন কর, বলিষ্ঠ কর, আমাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে চরম উন্নতি দান কর। হে আল্লাহ্! তুমি তোমার রবুবিয়তের (রব্ব্ সিফতের প্রকাশ আকারে) মহিমা দিয়ে একজন মহান রসূল আবির্ভূত কর যিনি তাদের মাঝ থেকেই হবেন। তাঁর কাজ হবে এই যে, তিনি তোমার বাণী পড়ে শোনাবেন, নিজের কথা নয়। পড়াবেন, শিখাবেন, তারপর বুঝিয়ে দিবেন। এখানেই শেষ নয়। তার চেয়েও বড় এই যে, হে আল্লাহ্! তুমি তাঁকে এমন রূহানী ক্ষমতা দিও, তাঁর মাঝে এমন আকর্ষণ ক্ষমতা দিও যদ্বারা তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ যেন রূহানী

পবিত্রতা ও স্বচ্ছতা লাভ করতে পারে। তোমার নামেই তাঁর ইয্যাত হবে, কারণ তুমি আযীয। তোমার বাণী সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ হয়।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া দেখেছেন আপনারা কীভাবে কবুল তা হয়েছে। সেই দোয়ারই ফল যে, আমরা আজ এতে উপকার পাচ্ছি (আল্ হাকাম, ২৪ জানুয়ারী ১৯০৪ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো লিখেছেন ঃ কুরআন শরীফে এ সমস্ত দোয়া কবুল হওয়ার উল্লেখ আছে। যেমন (১) মায়েদা ঃ ৯৮ কা'বা শরীফকে আল্লাহ্ সম্মানিত করেছেন। (২) নিশ্চয় আমরা ইহকাল ও পরকালে তাকে সালেহ্ অর্থাৎ (সার্থক) করেছি। (বাকারা ঃ ১৩১) (৩) আমার এ গৃহকে সমাগত মানুষের জন্য পরিষ্কার রাখ। এবং এটি মানুষের হেদায়াতের স্থান (বাকারা ঃ ১২৬)। (৪) সূরা কুরায়েশ আপনারা ভেবে দেখুন, মক্কা এমন একটি স্থান যেখানে কোন ফসল হয় না। অথচ সেই দোয়ার কল্যাণে সেখানে সে যুগে এবং আজও বাণিজ্যিক উপায়ে সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য ছিল ও আছে।

আল্লাহ্তাআলা কা'বা গৃহকে সকল দিক থেকে দলে দলে মানুষের আগমনের স্থান বানিয়েছেন। দেখুন, হজ্জের সময় লক্ষ লক্ষ মানুষ সেখানে একত্র হয়। তাছাড়া সারা বছরই মানুষ উমরাহ্ করতে যেতেই থাকে। (৬) (সূরা জুমআ ঃ আল্লাহ্ মক্কার মানুষের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন। (৭) (সূরা আলে এমরান ঃ ৯৮) যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল বলেছেন, "হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সাতটি দোয়া করেছিলেন। সাতটি দোয়াই কবুল হয়েছে" [নূরুদ্দীন ঃ পৃঃ ২৪৯, ২৫০]।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওওয়াল (রাঃ) আরো বলেছেন, "দোয়া করতে গিয়ে অস্থির হওয়া উচিত নয়। অনেক সময় বহুকাল পরে দোয়া কবুল হয়। কিন্তু মু'মিন কখনও ক্লান্ত হয় না। কুরআন শরীফে দোয়া কবুলের নিদর্শন রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়াগুলোকে বিবেচনা করে দেখ। তাঁর দোয়ার মাঝে যে আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে তা আধ্যাত্মিক এবং আল্লাহ্র সাথে তার নিকট-সম্পর্কের প্রমাণ এবং মানব জাতির মঙ্গলের জন্য দোয়া করেছেন। তিনি দোয়া করতে পারতেন যে, আমার সন্তানদেরকে পৃথিবীতে বাদশাহ্ বানাও। কিন্তু তিনি দোয়া করেছেন, 'হে আল্লাহ্! আমার সন্তানদের মাঝে একজন রসূল আবির্ভূত কর; এমন রসূল যিনি তোমার আয়াত পড়ে শোনাবেন এবং তার রূহানী ক্ষমতা এতটা হবে যে, মানুষকে তিনি পাক - পবিত্র করবেন। তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব শিখাবেন, হিকমত শিখাবেন। শরীয়তের গভীর তত্ব-জ্ঞান শিখাবেন।

সুতরাং এ দোয়া এত উচ্চ মার্গের দোয়া, এর চেয়ে বড় আর কোন দোয়া হয় না। আদিকাল থেকে যত বড় বড় মানুষের জীবনী আমরা জেনেছি তার মাঝে অন্য কাউকে এমন পাওয়া যায় নি যার দোয়া এত গুরুত্ব বহন করেছে। এর থেকে হযরত ইব্রাহীমের উচ্চ আকাঙ্ক্ষারও পরিচয় পাওয়া যায়। তারপর দেখুন সেই দোয়ার ফলাফল কী হয়েছিল? করে তা প্রকাশ পেয়েছিল। দীর্ঘকাল পরে সেই দোয়ার ফলে হযরত রসূলে মকবুল (সঃ) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন রসূল যিনি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য হেদায়াতদাতা, সংশোধনকারী। এমন রসূল যার সময় কিয়ামত কাল পর্যন্ত দীর্ঘ এবং কুরআনের মত কিতাব তিনি পেয়েছেন। এর চেয়ে বেশি নূর ও হেদায়াতের কিতাব হ'তে পারে না (আল্ হাকাম; ১০ মার্চ, ১৯০৪ইং)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অত্যন্ত সত্যবাদী এবং আল্লাহ্র সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষাকারী ছিলেন। তাই প্রত্যেক বিপদের সময় আল্লাহ্ তাকে সাহায্য করেছেন। তাকে আগুনে ফেলে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহ্ আগুনকে ঠান্ডা করে দিয়েছিলেন ...। তারপর আল্লাহ্র আদেশ হয়েছিল, 'তোমার ছেলেকে পাহাড়ের জঙ্গলে ফেলে আস।' যেখানে পানি ছিল না, খাদ্য ব্যবস্থা ছিল না। আল্লাহ্ অলৌকিকভাবে সেখানে পানি ও খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন" (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন; ২২ খন্ড; পৃঃ ৫২)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্তাআলা অনেক অনেক বেশি বরকত দিয়েছেন। সব সময় তাকে শত্রুর আক্রমণ রক্ষা করেছেন। অতএব আমার নাম ইব্রাহীম রেখে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আমাকেও (এ ইব্রাহীমকে) অনেক বরকত দেয়া হবে এবং শত্রুরা আমার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ... ইব্রাহীমের সাথে আল্লাহ্র সম্পর্ক এতই স্বচ্ছ ছিল, মহব্বতের সম্পর্ক ছিল যে, তিনি তার নিরাপত্তার জন্য বড় বড় কাজ করেছেন। দুঃখের সময় স্বয়ং নিজে সান্ত্বনা দিয়েছেন" (বারাহীনে আহমদীয়া ৫ম খন্ড, রূহানী খাযায়েন, ২১ খন্ড; পৃঃ ১১৪, ১১৫)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আরো লিখেছেন, "যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বা শরীফের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তেমনই আমাদের মহানবী (সঃ) সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে কা'বার দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে পড়ার ভিত্তি রেখেছিলেন তেমনই আমাদের নবীয়ে করীম (সঃ) এ বিষয়টিকে পূর্ণতা দিয়েছেন। আঁ হযরত (সঃ) আল্লাহ্তাআলার উপর এমন ভরসা করেছেন যে, সকলের উচিত আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছ থেকে যেন তারা ভরসা করতে শিখে, (আল্লাহ্র উপর ভরসা করা)। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এমন জাতির মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেখানে তৌহীদের নাম গন্ধও ছিল না। আর না কোন কিতাব তারা দেখেছিল। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সঃ) এমন জাতির মাঝে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যারা জাহেলীয়তের (মূর্খতার) মাঝে নিমজ্জিত ছিল। কোন ঐশী কিতাব তারা পায় নি। আঁ হযরত (সঃ) ও হযরত ইব্রাহীমের মাঝে মিল আছে এই যে, আল্লাহ্তাআলা ইব্রাহীম (আঃ)-এর হৃদয়কে খুব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করেছিলেন। ফলে ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্র খাতিরে নিজ আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও বিরাগভাজন হয়ে গিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে আল্লাহ্ ব্যতীত তার আর কেউ ছিল না। এমনই বরং এর চেয়ে বেশি আঁ হযরত (সঃ)-এর সাথে ঘটনা ঘটেছে। মক্কায় কোন গৃহ ছিল না যেখানে আঁ হযরত (সঃ)-এর নিকট আত্মীয় ছিল না- কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্র দিকে আহ্বান করার ফলে তারা সবাই আঁ হযরত (সঃ)-এর শত্রু হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর আর কেউ ছিল না। ইব্রাহীম (আঃ) একা ছিলেন আল্লাহ্ তাকে অসংখ্য সন্তানাদি প্রদান করেছিলেন, আকাশের তারার মত অগণিত ছিল তার সন্তানরা। অনুরূপভাবে আঁ হযরত (সঃ)-কেও একা পেয়ে আল্লাহ্তাআলা অগণিত নেয়ামত প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাঁর (সঃ)

জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম যেমন আকাশের তারার মত অগণিত ছিলেন তেমনই তাদের (রাঃ) হৃদয় তৌহীদের আলোয় উজ্জ্বল হয়েছিল" (তিরিয়াকুল কুলুব; রূহানী খাযায়েন; ১৫ খন্ড, পৃঃ ৪৭৬-৪৭৭)।

আল্লাহ্‌তাআলার সিফত সামী'উন সম্পর্কে আরো কয়েকটি হাদীস এবং কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

হযরত আবূ মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, একবার আমরা এক উপত্যকায় পৌঁছে **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবর** উচ্চস্বরে বলতে শুরু করেছিলাম। আঁ হযরত (সঃ) আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আস্তে আস্তে যিক্‌র কর। কারণ তোমরা যাকে উদ্দেশ্য করে যিক্‌র করছ তিনি দূরেও নন, বধিরও নন। বরং তিনি তো তোমাদের সাথেই আছেন এবং তিনি সবকিছু শোনেন এবং তিনি খুবই কাছে থাকেন। [বুখারী, কিতাবুল্ জিহাদ ওয়াস্ সায়ের]

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) রাতে যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তকবীর বলতেন; আরো বলতেন, হে আল্লাহ্! তুমি ও তোমার প্রশংসাসমূহ পবিত্র, তোমার নাম বরকত-ওয়ালা, তোমার মহিমা ও মর্যাদা অতি উচ্চ, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই। তারপর আঁ হযরত (সঃ) তিন বার **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্** বলতেন, তিনবার **আল্লাহু আকবর কাবিরান** বলতেন। তারপর দোয়া করতেন, আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা এবং সন্দেহ সৃষ্টিকারীর আক্রমণ থেকে সামী'উন 'আলীম খোদাতাআলার আশ্রয় প্রার্থনা করছি" [আবু দাউদ, কিতাবুস্ সালাত]।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার মা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললেন, 'আমার ছেলে আনাস আপনার খাদেম, হুযূর তার জন্য দোয়া করবেন।' আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ্! তুমি এর সম্পদ ও সন্তানদের ছড়িয়ে দাও এবং যা কিছু তুমি তাকে দিয়েছ, তাতে বরকত দাও।' [বুখারী, কিতাবুদ্ দাওয়াত]

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করে হযরত ইবনে হাজর (রহঃ) সহী মুসলিম থেকে হযরত আনাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! আজ আমার কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে, আমার সন্তান ও সন্তানদের সন্তানের সংখ্যা শতাধিক হয়ে গেছে' (ফতহুল বারি; ১১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ঃ ১৪৫)।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রাঃ)-এর জন্য আঁ হযরত (সঃ) দোয়া করেছিলেন। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা ঋণগ্রস্ত ছিলেন, এবং ধনী অবস্থায় ইন্‌তিকাল করেছিলেন। আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, 'আমার পিতার ঋণ আমাকে শোধ করতে হবে। আমার কাছে এ ঋণ শোধের জন্য যে খেজুর আছে বা এর থেকে যা আর হয় এ দিয়ে ঋণ শোধ করতে কয়েক বছর লেগে যাবে। হুযূর, আপনি আমার সাথে চলুন যেন ঋণ দাতারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার না করে। আঁ হযরত (সঃ) আমার সাথে আসলেন এবং খেজুরের স্তূপ এর চারপাশে দোয়া করতে করতে চক্কর দিলেন। তারপর দ্বিতীয় স্তূপের চারপাশে চক্কর দিয়ে দোয়া করলেন এবং তারপর হুযূর (সঃ) সেই স্তূপের উপর বসে গেলেন। বললেন, মেপে মেপে পাওনাদাতাদের দিতে থাক।

আমি পাওনাদারদের সকলকে যার যতটা পাওনা ছিল দিয়ে দিলাম। তারপর যতটা খেজুর হুযূর (সঃ) দিয়েছিলেন [আঁ হযরতের (সঃ) দোয়ার বরকতে] ততটা খেজুর আরো আমার হাতে থেকে গেল [বুখারী, কিতাবুল মানাকেব; বাব আমালাতুন নবুওয়াহ্ ফিল ইসলাম]।

আর একটি রেওয়ায়াতে তায়েফের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত আছে। ইবনে শিহাব রেওয়ায়াত করেছেন। আমাকে উরউয়াহ্ (রাঃ) বলেছেন, তাঁকে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন। 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওহুদের দিন যতবড় কঠিন সময় আপনার উপর এসেছিল-এর চেয়ে কঠিন সময় কি আর কখনও এসেছিল? আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, 'তোমার জাতির লোকেরা আমাকে খুব কষ্ট দিয়েছে! বড় বড় কষ্টের দিনগুলোর মধ্যে আকাবা-র দিনও খুব কঠিন ছিল। (তায়েফের ঘটনার কথা) আমি যখন নিজের দাবীসহ আব্‌দে ইয়ালিল বিন আবদে বেলালের সামনে পেশ করেছিলাম সে আমার কথার জবাব দেয় নি, যা আমি আশা করেছিলাম। আমি ভারাক্রান্ত মনে ফেরত আসছিলাম। আমি কারনেস সালাব-এর চূড়ায় পৌঁছেছি। আমি মাথা উঁচু করে দেখলাম, এক খন্ড মেঘ আমার উপর ছায়া করছে।

আমি দেখলাম, সেই মেঘের মাঝে হযরত জিব্রাইলও ছিলেন। জিব্রাইল আমাকে উদ্দেশ্য করে ডেকে বললেন, 'আল্লাহ্‌তাআলা আপনার সম্পর্কে আপনার জাতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন। তিনি পর্বতের ফিরিশ্‌তাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন, আপনি যেন তাদেরকে আদেশ করেন। আপনি আপনার জাতি সম্পর্কে কী চান। (আঁ হযরত বলেছেন,) আমাকে পাহাড়ের ফিরিশ্‌তারা ডেকে প্রথমে সালাম জানালেন। তারপর বললেন, 'হে মুহাম্মদ! (সঃ) আপনার হাতে সিদ্ধান্ত। আপনি যদি বলেন, আমরা উভয় পাহাড়কে উঠিয়ে এদের উপর ফেলে দেব। আমি বললাম, 'আমার আকাঙ্ক্ষা এই যে, আল্লাহ্ এদের সন্তানদেরকে এমন করবেন যে, তারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদতগুযার হবে, তারা শরীক করবে না" [বুখারী; বাব, ইয কালা আহাদুকুম; আমীন]

পরবর্তীতে আঁ হযরত (সঃ) সেই দোয়ার কল্যাণে বনুসাকীফ বা তায়েফবাসীরা ইসলাম কবুল করেছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া কবুলের কতিপয় নিদর্শন। হযরত আকদস (আঃ) লিখেছেন ঃ "এই যে, মালীর কোটলার জমিদার সরদার নবাব মুহাম্মদ আলী খানের ছেলে আবদুর রহমী খান এক ভয়ানক তীব্র জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার জীবন রক্ষার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। যেন সে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল। সে সময় আমি তার জন্য দোয়া করলাম। এতে আমি বুঝতে পারলাম তকদীর অলংঘনীয়। তখন আমি খোদার দরবারে নিবেদন করলাম, হে খোদা! আমি এর জন্য সুপারিশ করছি। এর উত্তরে খোদাতাআলা বলেন, কার স্পর্ধা আছে খোদার অনুমতি ছাড়া কারও জন্য সুপারিশ করতে পারে? তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। এর পর সাথে সাথে ইলহাম, 'তোমাকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হ'ল, তখন আমি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কেঁদে-কেটে দোয়া করতে আরম্ভ করলাম। খোদাতাআলা আমার দোয়া গ্রহণ করলেন এবং ছেলেটি যেন কবর হতে বের হয়ে আসল। তার স্বাস্থ্যের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কিন্তু সে এতখানি দুর্বল হয়ে পড়ছিল যে, দীর্ঘদিন পর সে নিজের

আসল চেহারায় ফিরিয়ে আসল। সে সুস্থ হয়ে গেল এবং এখনো জীবিত আছে" (রূহানী খাযায়েন, ১২ খন্ড; পৃষ্ঠা ঃ ২৩৩)।

তারপর হযরত (আঃ) লিখেছেন ঃ "শেখ মেহের আলী হুশিয়ারপুরী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তার বাড়ীতে আগুন লেগেছে। আমি সেই আগুন নিভিয়েছি। এর মাঝে ইঙ্গিত ছিল এই যে, অবশেষে আমার দোয়ার ফলে তার মুক্তি হবে। এ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী লিখে আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। আমার এ ভবিষ্যদ্বাণীর পরে তার জেল হয়ে যায়. তাকে কয়েদী হয়ে কঠিন সময় কাটাতে হয়।

তার জেল খানায় বন্দী থাকার পর আমার ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বিতীয় অংশ পূর্ণ হয়। অর্থাৎ শেখ মেহের আলী সাহেব জেল থেকে মুক্তি পান।

তারপর আর একটি ঘটনা লিখেছেন ঃ

রাওয়ালপিন্ডির হাকিম শাহ্ নেওয়াজ খানের ভাই সরদার খান আমাকে লেখে যে, একটি মোকদ্দমায় আদালতে একটি বিরোধী পক্ষসহ তার ভাই শাহ্ নেওয়াজ খানের নিকট হ'তে জামানত দেয়া হয়েছিল। এতে হযরত সাহেবের দ্বারা অর্থাৎ আমার দ্বারা আপিলের পর দোয়া করানো হয়েছিল, এবং উভয় পক্ষই আপিল করেছিল। বস্তুত দোয়ার বরকতে শাহ্ নেওয়াজের আপিল মঞ্জুর হ'ল এবং বিপক্ষের আপিল খারিজ হয়ে গেল। আইন বিশারদগণ বলেছিলেন যে, আপিল করা নিরর্থক। কেননা উভয় পক্ষেরই জামানত আছে। এটা দোয়ার ফল ছিল যে, দুশমনের জামানত বহাল রইল এবং শাহ্ নেওয়াজকে জামানত হতে মুক্ত করা হ'ল। (হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খন্ড; পৃঃ ৩৩৭)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজ পুত্রের রোগ মুক্তি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

আমার ছেলে বশীর আহমদ চোখের পীড়ায় এরূপ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল যে, কোন ঔষধই কাজ করছিল না এবং দৃষ্টিশক্তি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। যখন রোগের কাঠিন্য চরম পর্যায়ে পৌছে গেল তখন আমি দোয়া করলাম। এ সময় ইলহাম হ'ল, অর্থাৎ আমার ছেলে বশীর দেখতে লাগল। তখন সে দিনই বা পরের দিন সে সুস্থ হয়ে গেল। এ ঘটনাও প্রায় একশ' মানুষ জেনে গেল (ঐ, রূহানী খাযায়েন; ২২তম খন্ড; পৃঃ ২৪০)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইলহাম ঃ ১৮৮৩ইং "তোমার উপর সালাম। তোমাকে বরকতময় করা হয়েছে। খোদা দোয়া শুনেছেন, তিনি দোয়াসমূহ শুনে থাকেন" [তায্কিরাহ্; পৃঃ ৯৬]।

আল্লাহ্ আমাকে সম্বোধন করে বারবার বলেছেন, 'তুমি যখন দোয়া কর, আমি তোমার দোয়া কবুল করব" [তাযকিরাহ্; পৃঃ ৫১৫]।

ইলহাম ঃ "আল্লাহ্ তোমার দোয়া শুনেছেন, তোমার দোয়া কবুল করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাদের সাথে যারা তাকওয়াহ্ অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।"

আল্লাহ্ আমাদেরকেও মকবুল (গ্রহণীয়) দোয়া করার তৌফীক দান করুন। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারি। সবচেয়ে বেশি দোয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য করা প্রয়োজন। আল্লাহ্তাআলা শীঘ্রই হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর বিজয় পতাকা উড্ডীন করুন।

খুতবার শেষে একটি কথা বলতে চাই। এডিশনাল ওয়াকিলুল মাল সাহেব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, আর্থিক বছরের শেষ মাস চলছে। চাঁদা আম ও চাঁদা জলসা সালানা আদায়ের শেষ মাস। সার্বিকভাবে জামাতের যে অবস্থা তাতে চিন্তার কোন কারণ নেই।

আল্লাহ্তাআলা যেমন সকল যুগে ফযল করে আসলেন, তেমন আগামীতেও করবেন ইনশা-আল্লাহ্। তিনিই আমাদের দায়িত্ব নিবেন। তিনিই আমাদের সকল অভাব পূরণ করবেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কোন কোন সময় কোন কোন ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। এ সম্পর্কে আমি বলতে চাচ্ছি যে, এর তিনটি দিক আছে। কিছু লোক আছে যারা সঠিক আয় লেখাতে চান না। কিন্তু কেন? তারাই ভাল জানেন। কারো সম্পর্কে কুধারণা করব না। এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের কাছে আবেদন করব যে, তারা যেন সঠিক আয় লেখান। এ বছরের এই শেষ মাসেও তারা যেন সঠিক আয় অনুসারে চাঁদা আদায় করেন এবং আগামীতে সে রকম বাজেট বানান।

আর এক শ্রেণী আছে যারা ঠিক ঠিক আয় লিখিয়ে বাজেট বানিয়েছেন। কিন্তু কোন অসাধারণ ঘটনার কারণে পুরো চাঁদা আদায় করতে পারছেন না। আন্তরিকতা, সততা, সদিচ্ছা এবং বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তারা পুরো চাঁদা আদায় করতে পারছেন না। এমন ভাইয়ের কাছে আবেদন এই যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)ও বলেছিলেন যে, আপনারা নেযামে জামাতকে, তথা খলীফাতুল মসীহ্'র কাছে আবেদন করবেন- তারা যে শর্ত (নির্ধারিত) হারে চাঁদা দিতে পারবেন, তাদেরকে সেই হারেই চাঁদা আদায়ের অনুমতি দেয়া হবে। তারা যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন, ক্ষমা করে দেয়া হবে। কিন্তু **কুলূ কওলান সাদীদা** (তোমরা সহজ সরল সত্য কথা বল) -এর উপর আমল হওয়া চাই। আজও বলে দিচ্ছি যে, যে রকম আবেদন আসবে সে রকমই তাদের চাহিদা মত, তাদের অবস্থানুসারে তাদের সাথে ব্যবহার করা হবে।

তৃতীয় অবস্থা এ রকম যে, আরম্ভে যথাযথ ঠিকমত বাজেট বানানো হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বে নির্ধারিত বাজেট অনুসারে চাঁদা আদায় যেন না করা হয়। বরং আল্লাহ্ যেরকম বাড়তি ফযল করেছেন তেমনই বেশি করে আদায় করা উচিত। তাহলে আল্লাহ্র সাথে আমাদের লেন-দেন সঠিক হবে, পরিষ্কার হবে। তিনি তো সামী'উন 'আলীম আমাদের অবস্থা সম্পর্কে খুব অবগত আছেন। তিনি আমাদের সদিচ্ছা, সৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করবেন এবং আমাদের দোয়া বেশি কবুল করবেন। আমাদের সবচেয়ে বেশি কোন্ জিনিষটির প্রয়োজন? বর্তমান সময়ে, বর্তমান যুগে, নিজের জন্যও তো আল্লাহ্র ফযল ও রহমত চাই, তাঁর দরবারে বিনীত দোয়াসমূহ ও যেন কবুল হয়ে যায়। আমার আবেদন এই যে, আমাদের দোয়াসমূহ কবুল হওয়ার জন্যও তো এটি বড় জরুরী যে, আমাদের সকল প্রকার লেন-দেন আল্লাহ্র সাথে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ হওয়া চাই।"

(দৈনিক আল্ ফযল, ১৯শে আগষ্ট, ২০০৩ রাবওয়াহ্ থেকে সংগ্রহ)।

অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সংশোধনী

পাক্ষিক আহমদীর বিগত সংখ্যায় জুমুআর খুতবার (৫ পৃঃ) তৃতীয় কলামে কুরআনের অনুবাদ 'আল্লাহ্' শব্দটি বাদ দিয়ে পাঠ করতে হবে। অনবধানবশতঃ এ ত্রুটির জন্যে আমরা দুঃখিত।

-নির্বাহী সম্পাদক

দাস, দাসী, প্রতিবেশী, নারী ও এতীমদের সাথে আঁ হযরত (সঃ)-এর উত্তম আচরণের বিবরণ

[সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ) কর্তৃক ৩১ জানুয়ারী, ২০০৩ইং তারিখে মসজিদ ফযল লন্ডনে প্রদত্ত]

তাশাহ্হুদ তা'আয়ুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সূরা তওবার ১২৮নং আয়াত তেলাওয়াত করে হুযূর (রাহেঃ) খুতবা দিয়েছেন।

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢٩﴾

অনুবাদ ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য হ'তে এক মহান রসূল তোমাদের নিকট এসেছে তোমাদের কষ্টে পতিত হওয়া তার জন্য দুঃসহ সে অতিশয় শুভাকাঙ্খী, মু'মিনদের প্রতি সে বড় মমতাশীল; পরম দয়ালু।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"আকর্ষণ এবং প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা একজন মানুষকে তখন দেয়া হয় যখন সে আল্লাহ্‌র চাদরের নিচে এসে যায় এবং আল্লাহ্‌র ছায়া (যিল্লুল্লাহ্) হয়ে যায়। তখন সে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য উত্তেজনা অনুভব করে নিজের মাঝে। এদিক থেকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) সকল নবীর চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। ফলে তিনি (সঃ) মানুষের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। যেমন দেখ, আল্লাহ্ বলেছেন তাঁর (সঃ) সম্পর্কে **আযীযুন আলায়হে মা আনিত্তুম** অর্থ ঃ রসূল (সঃ) তোমাদের কষ্ট দেখতে পারেন না, এটি তার জন্য অসহনীয় এবং তিনি (সঃ) সারাক্ষণ চেষ্টারত থাকেন, অস্থির থাকেন যে, কীভাবে তোমরা বড় লাভজনক জিনিস পেতে পার।" (আল্ হাকাম, ২য় খন্ড; সংখ্যা ২২, পৃঃ৬; ২৪ জুলাই, ১৯০২ইং)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন,

"তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার উপদেশ এই যে, তোমরা দু'টি কথা স্মরণ রাখ। প্রথম, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। দ্বিতীয়, তোমরা তোমাদের ভাইদের প্রতি এমন সদয় হও যেমন তোমরা নিজ প্রাণের প্রতি হও। যদি কেউ কোন ভুল-ত্রুটি করে ফেলে তবে তাকে ক্ষমা করা উচিত। এমন যেন না হয় যে, তার উপরে চাপ সৃষ্টি কর এবং সে বিদ্বেষী হয়ে উঠে" (মলফূযাত; ৫ম খন্ড, পৃঃ ৬১)।

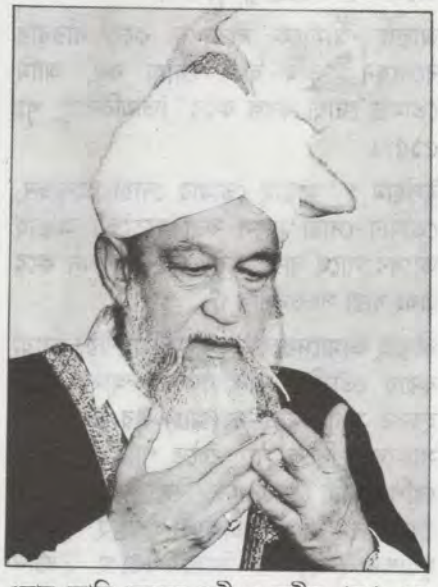

এবার আমি হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর দাসদের প্রতি নম্র আচরণের কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি ঃ

এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে জিজ্ঞেস করলেন যে, দাসকে কতবার ক্ষমা করতে হবে? আঁ হযরত (সঃ) একটু সময় চুপ করে রইলেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করা হলে আঁ হযরত (সঃ) বললেন, প্রতিদিন সত্তর (৭০) বার" (তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্‌র)। এখানে সত্তর বার অর্থ গুণে গুণে সত্তর বার নয়, বরং এর অর্থ অনেক বেশি বেশি ক্ষমা করা উচিত।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন, আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "দাসদের সাথে যারা দুর্ব্যবহার করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি না বলেছেন, এ উম্মতে অন্য উম্মতের তুলনায় বেশি দাস ও এতীম হবে।' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'হ্যাঁ, অতএব তোমরা তাদের সাথে নিজ সন্তানদের ন্যায় সম্মানজনক আচরণ কর। তোমরা নিজেরা যা খাও তার থেকে তাদের খাওয়াবে।' সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'তাহলে এ জগতে আমরা কী সুবিধা পেলাম?' আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'যেমন তোমরা ঘোড়া রাখ - তাতে (সোয়ারী) আরোহণ করে বেড়াও, জেহাদ কর, (এভাবে তোমরা লাভবান হও) তোমাদের দাস আছে, এটাই যথেষ্ট। যদি তারা নামায পড়ে তবে তারা তোমার ভাই" (সুনান ঃ ইবনে মাজাহ্; কিতাবুল আদব)

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের (আদর্শ) মানুষ ছিলেন। একবার হুযূর (সঃ) আমাকে কোন কাজে পাঠালেন, আমি বললাম, আমি এখন যাব না।' আমার অন্তরে ছিল আমি অবশ্যই যাব। কারণ হুযূর (সঃ) আদেশ করেছেন। আমি বাজারের পথে বেরিয়ে গেলাম। রাস্তায় দেখি ছেলে-পিলেরা খেলা করছে। আমিও খেলা দেখতে দাঁড়িয়ে গেলাম। কতক্ষণ পরে দেখি আঁ হযরত (সঃ) আমার ঘাড়ে ধরেছেন আমি ফিরে তাঁর (সঃ) দিকে দেখলাম, দেখলাম, হুযূর হাসছেন, বললেন, 'হে উনায়েস! তোমাকে যে কাজে পাঠিয়েছি সেখানে গিয়েছিলে?' আমি বললাম, 'জ্বী হুযূর, আল্লাহ্‌র রসূল, আমি এখনই যাচ্ছি।'

হযরত আনাস (রাঃ) বলেছেন, 'আমি আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলছি, আমি প্রায় ৯ বছর হুযূরের (সঃ) খেদমতে নিয়োজিত ছিলেম- আমার মনে পড়ে না যে, হুযূর, কখনও আমাকে বলেছেন, 'তুমি এ কাজ কেন করেছ, অথবা যে কাজ করি নি সে ব্যাপারে হুযূর বলেছেন, কেন কর নি? আর না তিনি (সঃ) আমার কোন দুর্বলতার কথা কখনও বলেছেন।" (মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, যায়েদ বিন হারেসা মদীনায় যেদিন এসেছিলেন, হুযূর (সঃ) আমার গৃহে ছিলেন। হযরত যায়েদ (রাঃ) হুযূর (সঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসলেন, দরজায় কড়া নাড়লেন। আঁ হুযূর (সঃ) খুব তাড়াতাড়ি খালি পায়ে মাথার কাপড় মাথায় পরতে পরতে বেরিয়ে গেলেন। হযরত আয়েশা বলেছেন, এমন ব্যস্ত হয়ে দ্রুত বেরুতে হুযূরকে আমি কখনও দেখি নি। পূর্বে ও না সেদিনের পরও না। হুযূর (সঃ) হযরত যায়েদকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন, কপালে চুমা খেলেন।" (সুনান তিরমিযী; কিতাবুল ইস্তিযান ওয়াল আদব)

উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "একবার উসামা বিন যায়েদ একবার দরজার চৌকাঠের সাথে ধাক্কা খেয়েছিল। ফলে

তার কপালে যখম হয়েছিল। আঁ হযরত (সঃ) আমাকে বললেন, 'এর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে এর কষ্ট দূর কর। সুতরাং আমি তার ঘা পরিষ্কার করলাম।' আঁ হযরত (সঃ) উসামাকে খুশী করার জন্য বলতে থাকলেন, 'উসামা যদি কন্যা সন্তান হোত তবে আমি তাকে ভাল ভাল কাপড় কিনে পরাতাম, গহনা পরাতাম অনেক খরচ করতাম তার জন্য।' (মুসনাদ আহমদ)

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি (তাঁর খেলাফতের যুগে) হযরত উসামা বিন যায়েদের জন্য সাড়ে তিন হাজার দেরহাম সম্মানী ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু নিজ সন্তান হযরত ইবনে উমরের জন্য তিন হাজার দেরহাম করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) নিজ পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন উসামাকে বেশি দেয়া হয়েছে?" অথচ আল্লাহ্‌র কসম সে তো আমার চেয়ে বেশি আঁ হযরতের (সঃ) দরবারে উপস্থিত হয় নি। হযরত উমর (রাঃ) জবাব দিলেন "তার বাপ [যায়েদ বিন হারসা (রাঃ)] তোমার বাপের চেয়ে বেশি আঁ হরত (সঃ)-এর প্রিয় ছিলেন। তারপর উসামা তার চেয়ে বেশি আঁ হযরতের (সঃ) স্নেহভাজন ছিল। আমি হযরত নবীয়ে করীম (সঃ)-এর ভালবাসার চেয়ে আমার ভালবাসাকে বেশি প্রাধান্য দিতে পারি না।" (সুনান তিরমিযী, কিতাবুল মনাকেব)

হযরত আবূ সালমা আব্দুর রহমান বর্ণনা করেছেন, "হযরত আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) বলেছেন, 'আঁ হযরত (সঃ) নামাযে দাঁড়ালেন, আমরাও হুযূর (সঃ)-এর সাথে দাঁড়ালাম নামাযের মাঝে এক বেদুঈন দোয়া করছিল, 'হে আল্লাহ্! আমার উপর দয়া কর এবং মুহাম্মদ (সঃ)-এর উপর দয়া কর। আমাদের অন্য কারো উপর দয়া করো না। আঁ হযরত (সঃ) নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন। তারপর সেই বেদুঈনকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্‌র বিশাল রহমতকে সীমিত করে দিয়েছ" (আবু দাউদ; কিতাবুস সলাত)।

একবার এক সাহাবী রোযা রেখে বড় এক ভুল করে ফেলেছিলেন। তিনি তার সঙ্গীদেরকে বললেন, নবী (সঃ)-এর কাছে আমাকে নিয়ে চলো। কিছু সঙ্গীরা তার সাথে যেতে অস্বীকার করল। তখন তিনি একাই হুযূর (সঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন।

আঁ হযরত (সঃ) তাকে বললেন, 'তুমি একজন দাসকে মুক্ত করে দাও। সে বলল, আমি তো আমার নিজের ঘাড়ের উপরে ছাড়া অন্য কারো ঘাড়ের উপর কোন কর্তৃত্ব রাখি না। আমি কোথা থেকে দাসকে মুক্ত করব? আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তবে তুমি দু'মাস পর্যন্ত অনবরত রোযা রাখ। বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! রোযা রাখতে গিয়েই তো সেই ভুল করে ফেলেছি। এমতাবস্থায় দু'মাস পর্যন্ত রোযা কি করে রাখব, তাহলে ৬০ জন গরীবকে / মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। সে বলল, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনাকে যিনি রসূল করে পাঠিয়েছেন সেই খোদার কসম! আমরা তো গতরাতও অভুক্ত কাটিয়েছি (এত গরীব আমরা)।' (একথা শুনে) আঁ হযরত (সঃ) বললেন, 'অমুক মুহাস্‌সেলের কাছে গিয়ে এতটা খেজুর নিয়ে নাও; এবং সেখান থেকে ৬০ জনকে খেজুর দাও বাকী খেজুর তুমি নিজের জন্য রাখ। সেই ব্যক্তি বড় আনন্দের সাথে নিজ গোত্রের মধ্যে গিয়ে ঘটনা বর্ণনা করে বলল, 'আমি তোমাদের কাছে, অভাব এবং ভুল পরামর্শ ছাড়া কিছু দেখি নি। অথচ আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে তো করুণা, দয়া, হৃদ্যতা এবং প্রাচুর্য রয়েছে" (আবূ দাউদ, বাবফীল জেহার)।

ইয়াহইয়া বিন সাঈদ বর্ণনা করেছেন, হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, "এক বেদুঈন একদিন মসজিদের এক পাশে পেশাব করে দিল। দেখে সবাই তো চিৎকার করে উঠল। কিন্তু আঁ হযরত (সাঃ) বললেন, 'তোমরা তাকে কিছু বলো না, তাকে পেশাব করতে দাও।' তার পেশাব করা শেষ হলে হুযূর (সঃ) বললেন, 'এবার বালতিতে করে পানি নিয়ে আস।' পানি আনা হলে স্বয়ং আঁ হযরত (সঃ) সেই পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে ধুয়ে দিলেন (মুসলিম; কিতাবুত তাহারাত, বাব ওযূবে গোসলেল বওল)।

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমাদের কেউ যদি অসুস্থ হয় অথবা তার কোন ভাই অসুস্থ হয় তবে সে যেন দোয়া করে "হে আমাদের প্রভু! যিনি আকাশে আছেন, তোমার নাম বড় পবিত্র, পৃথিবী ও আকাশে কেবল তোমারই আদেশ কার্যকর হয়, তোমার রহমত যেমন আকাশে আছে পৃথিবীতেও তেমন রহমত বন্টন কর। আমাদের পাপ, আমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা কর। তুমি সকল পুণ্যবানের প্রভু! তুমি নিজ রহমত হতে কিছু রহমত, নিজ শাফা (রোগ মুক্তি) তার কষ্টের উপর নাযেল কর যেন সে আরোগ্য লাভ করে।' মোয়াবিয়া বিন হাকাম সালমা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি যখন ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলাম, তিনি (সঃ) আমাকে ইসলামের অনেক কথা শিখিয়েছিলেন। যেসব কথা আমাকে শিখিয়েছিলেন, তার মধ্যেকার একটি কথা ছিল এই যে, আমাকে হুযূর (সঃ) বলেছেন, "যখন হাঁচি আসে তখন বলবে, আলহামদুলিল্লা। অন্য কেউ যদি হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, তুমি বল, ইয়ারহামু কাল্লাহ্ (মোয়াবিয়া বলছেন, একদিন হুযূর (সঃ)-এর পেছনে আমরা নামাযে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং আলহামদুলিল্লাহ্ বলল। আমি ইয়ারহামু-কুমুল্লাহ্ বললাম এবং উচ্চস্বরে বললাম। অন্যরা আমার সব শুনে আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল যেমন তাদের দৃষ্টি আমার উপর তীরের মতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। আমার খুব খারাপ লাগছিল। আমি নামাযের মাঝে বলে উঠলাম, তোমাদের কী হয়েছে? আমাকে কেন এভাবে দেখছ? আমার কথা শুনতেই সবাই সুবহানাল্লাহ্! সুবহানাল্লাহ্! বলতে আরম্ভ করলেন এবং আমাকে চুপ করাতে চেষ্টা করতে থাকলেন। আমি চুপ করলাম। আঁ হযরত (সঃ) নামায শেষ করে জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলেছে? (আমার প্রতি সবাই ইঙ্গিত করে) এ বেদুঈন! হযরত (সঃ) আমাকে কাছে ডাকলেন। আমার মা-বাবা হযরত (সঃ)-এর জন্য কুরবান হোক, হযরত (সঃ) আমাকে বকাবকী করলেন না, ধমক দিলেন না, কোন কঠিন কথাও বললেন না। বড় মহব্বতের সাথে বুঝিয়ে বললেন, নামায শেষ কালে কথা বলতে হয় না। মোয়াবিয়া বলেছেন, 'আমি আঁ হযরত (সঃ)-এর চেয়ে বেশি নম্রতার সাথে কাউকে জ্ঞান শিক্ষা দিতে দেখি নি।" (সুনান আবূ দাউদ; কিতাবুস্ সালাত)

আঁ হযরত (সঃ) পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্যও দয়ার সাগর ছিলেন। হযরত আবূ যার গাফ্‌ফারী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন, 'হে আবূ যার! তুমি যখন তরকারী পাক কর সেখানে ঝোলের জন্য পানি কিছু বেশি ঢেলে দিও; তারপর পাকের পরে প্রতিবেশিকে স্মরণ রাখিও" (সহী মুসলিম; কিতাবুল বের্‌র ও সিলাহ্)

আজ এখানে ইংল্যান্ডে বৃটেনে তো এমন করা সম্ভব না যে, তরকারী কোন প্রতিবেশিকে পাঠাবেন। সবাই সাচ্ছন্দ্যে আছেন এখানে। কিন্তু আমাদের জামাতের মাঝে এমন সুব্যবস্থা আছে, এ্যামনেষ্টি অথবা অন্য মাধ্যমে অন্য দেশে টাকা পাঠানো হয় এবং সেখানে বিতরণ হয়।

হযরত আবূ যার (রাঃ) রেওয়াত করেছেন। 'হযরত নবীয়ে করীম (সঃ) বলেছেন, "হে মুসলমান মহিলারা! তোমরা তোমাদের প্রতিবেশী মহিলাকে হেয় বা তুচ্ছ মনে করবে না। যদি সম্ভব হয়, বেশি না হলেও; ছাগলের পা-পাক করা ঝোল হলেও তা প্রতিবেশীর বাড়ীতে পাঠাবে যদি পার।" (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব, লা তাহ্কেরানা জারাতান লেজাবাতিহা)

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "সে মু'মিন নয়, যে নিজে তো পেট ভরে খেয়ে ঘুমায় আর তার প্রতিবেশী না খেয়েই থেকে যায়" (মিশকাত)।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ) একবার আমার কাছে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় আমাদের ঘরে প্রতিবেশীর বকরী (ছাগল) এসে ঢুকে পড়ল এবং আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর জন্য যে রুটি পাকিয়ে রেখেছিলাম তা নিয়ে যাচ্ছিল। আমি বকরীর পিছে দৌড়ালাম। হুযূর (সঃ) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ বকরীর দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিও না, বকরী যা নিয়ে গেছে তাকে যেতে দাও" (অর্থাৎ বকরীকে আঘাত কর না)। (আল আদাবুল মুফরাদ ইমাম বুখারী (রহঃ) বাব; লা ইউযি শাহু)

হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন, রেওয়ায়াত করেছেন হযরত আবুযার গাফযারী (রাঃ)। "তুমি যদি ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে সাক্ষাৎ কর, তবে সেটাও তোমার পক্ষ থেকে সদকা (পুণ্যকর্ম) হবে" (কত বড় প্রশস্ত শিক্ষা) কোন দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তিকে রাস্তা দেখানও সাদকা। রাস্তার উপর থেকে পাথর কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলাও সদকা। অন্য ভাইয়ের পানির পাত্রে পানি ঢেলে দেয়াও সদকা।' (তিরমিযী, বাব ফী সানায়েয়েল মা'রুফ)

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) একবার একটি ছাগল জবাই করলেন। তার প্রতিবেশী একজন ইহুদীও ছিল। হযরত ইবনে ওমর নিজ গৃহে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা ইহুদী প্রতিবেশীকে গোশ্ত পাঠিয়েছ কিনা? কারণ আমি আঁ হযরত (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি (সঃ) বলেছেন, "হযরত জীব্রাইল (আঃ) আমাকে প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য এত বেশি জোরালো নসীহত বার বার করেছেন যে, "আমি ভেবেছিলাম, হযরত প্রতিবেশীকে 'ওয়ারীশ' (উত্তরাধিকারী) করে দেয়া হবে।" (আবু দাউদ; কিতাবুল আদব)

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কন্যা সন্তানদের জন্যও রহমত ও দয়ার সাগর ছিলেন।

এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা বর্বর ছিলাম; প্রতিমা পূজা করতাম; নিজ সন্তানদের হত্যা করে ফেলতাম; আমার এক কন্যা সন্তান যখন কিছুটা বড় হোল, আমি ডাকলে খুব খুশী হয়ে দৌড়ে আসত। একদিন আমি তাকে আমার সাথে আসতে বললাম। সে খুশী খুশী আমার পিছনে হাঁটতে থাকল। আমি বাইরের দিকে যেতে যেতে আমাদের নিজ জমিতে একটি কুয়ার কাছে আসলাম। আমার বাড়ী থেকে বেশি দূরে ছিল না। আমি আমার মেয়েকে ধরে তুলে নিয়ে কুয়ায় ফেলে দিলাম। আমি মেয়ের চিৎকার শুনলাম, ও আমার আব্বা! ও আম্মা!"

আঁ হযরত কেঁদে ফেললেন সেই জাহেল বর্বরের বর্ণনা শুনে। হযরতের (সঃ) চোখের পানি ঝরতে থাকল। মজলিসের একজন সেই ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি তো আমাদের প্রিয় নবী (সঃ)-কে দুঃখ দিলে! আঁ হযরত (সঃ) সেই ব্যক্তিকে বললেন, 'তুমি চুপ থাক। সেই ব্যক্তি সে তো আমাকে এমন এক প্রশ্ন করেছে যা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তারপর হযরত আকদস (সাঃ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, তোমার ঘটনা আবার বল। সে ব্যক্তি পুনরায় বর্ণনা করল এঘটনা। আঁ হযরত (সঃ)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরত ঝরতে তাঁর দাড়ী মোবারকও ভিজে যাচ্ছিল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "আল্লাহ্তাআলা জাহেলীয়তের (ইসলাম পূর্ব) কর্মসমূহকে ক্ষমা করেছেন, এখন থেকে তুমি পুণ্য কর্ম করে যাও" (দারমী - আল্মুকাদ্দামা)

এক ব্যক্তি কিছু দিনের জন্য অন্য অঞ্চলে গিয়েছিল। ইত্যবসরে তার কন্যা সন্তান জন্ম লাভ করে। সে ফিরে আসলে তার স্ত্রী তাকে বলে নি যে, এ কন্যা সন্তান তার। বলেছে, আমার বোনের কন্যা সন্তান হয়েছে। মা ভয় পাচ্ছিলেন যে, বাপকে কন্যা সন্তানের কথা বললে সে হয়ত একে জীবিত কবর দিবে। কিছু কাল পরে যখন মেয়ে কিছুটা বড় হয়ে গেল তখন মা দেখল যে, মেয়ের বাবা মেয়েকে খুব আদর করে তখন ভাবল, এখন তো মমতা জন্মে গেছে এখন জানলেও সে তার কন্যাকে মারবে না। তখন মা বলে দিল যে, 'এ তো তোমারই মেয়ে।' বাবা বলল, 'ঠিক আছে।' এক ফাঁকে সে নিজ কন্যাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে কবর খুঁড়ে কবর দিয়ে দিল। যখন বাবা মেয়ের উপরে দ্রুত মাটি ফেলে চাপা দিচ্ছিল মেয়ের কান্নার শব্দ আসছিল, 'আব্বা তুমি কি করছ?' 'আব্বা তুমি কি করছ?" 'আস্তে আস্তে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আঁ হযরত (সঃ) কখনও কঠোরতা প্রদর্শন করতেন না। হুযূর (সঃ) বললেন, "মান লা ইয়ারহাম, লা ইউরহাম" যে নিজে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।"

একবার আঁ হযরত (সঃ) বললেন, "যে ব্যক্তির কন্যা সন্তান হয় এবং সে তাকে জীবিত রেখে লালন-পালন করে এবং তার প্রতি অবহেলা করে না এবং পুত্র সন্তানের চেয়ে কম মর্যাদা করে না- তাকে জান্নাতে স্থান দেয়া হবে" (আবু দাউদ; কিতাবুল আদব)।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, কোন পিতার কন্যা সন্তান যদি কোন সংকটে পড়ে যায় এবং পিতা সে কন্যার প্রতি মমতাশীল ও দয়ালু হয় তবে সে (পিতাকে) জাহান্নাম হতে রক্ষা করবে। সে নিজ পিতা ও জাহান্নামের মাঝখানে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে" (বুখারী; কিতাবুল আদব)।

হযরত সাহল (সঃ) বর্ণনা করেছেন, "আঁ হযরত (সঃ)-এর দরবারে এক এতীম বালক একটি খেজুর বাগানের মালিকানার মামলা পেশ করেছিল। এতীম বালকের দাবী ছিল, এ বাগান আমার কিন্তু আমার থেকে জোরপূর্বক কেটে নেয়া হয়েছে। সাক্ষী সাবুদ পেশ হলে আঁ হযরত (সঃ) সাক্ষীদের বক্তব্য শুনে রায় ঐ এতীম বালকের বিপক্ষে দিলেন। এ রায় শোনার পরে এক সাহাবীর অন্তরে দয়ার উদ্রেগ হোল তিনি বাগানের মালিককে বললেন, বাগানের দাম কত? মালিক দাম বললে তিনি এ মর্মে বাগান কিনে ঐ এতীমকে তা দিয়ে দিলেন।' (ইস্তিয়ার ইবনে আব্দুল বির্র, তাযকেরা আবূ দাহদাহ্ (রাঃ)।

হযরত মুহাম্মদ (সঃ) ওমরাহ্ পালন করে মক্কা হতে মদীনা ফেরত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এমন সময় হযরত হামজা (রাঃ)-এর কন্যা এতীম উমামা, মক্কায় ছিলেন। চাচা! চাচা! বলে চিৎকার করতে করতে দৌড়ে আসল আঁ হযরত (সঃ)-এর কাছে। হযরত আলী (রাঃ) তাকে দু' হাতে তুলে নিলেন এবং হযরত ফাতেমাকে দিলেন এবং বললেন, 'এই নাও তোমার চাচাত বোন। হযরত জা'ফর তাইয়ার (রাঃ) দাবী করলেন যে, এ কন্যা আমার পাওয়া উচিত। কারণ সে তো আমার চাচার মেয়ে এবং তার খালা আমার গৃহিণী। হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেন, এ কন্যা আমার হাতে পাওয়া উচিত। কারণ এর পিতা হামযা (রাঃ) আমার ধর্মীয় ভাই ছিলেন। হযরত আলীর দাবী ছিল এ তো আমার বোন এবং

আমার কোলেই সে এসেছিল। আঁ হযরত (সঃ) পরস্পর ভালবাসার এ দাবীসমূহ খুব সানন্দে উপভোগ করছিলেন এবং হাঁসছিলেন। তারপর হুযূর (সঃ) এ কন্যাকে তার খালার কাছে দিলেন যে, খালা মায়ের সমানই হন। (সহী বুখারী, বাব ওমরাতুল কাযা)।

এবার হযরত রসূল (সঃ)-এর একটি চমৎকার রেওয়ায়াত বর্ণনা করব। এ রেওয়ায়াত কোথায় আছে তা আপাতত খুঁজে পাওয়া যায় নি। কিন্তু এ রেওয়ায়াত আমার মুখস্থ আছে এবং আমার খুবই পসন্দ।

একবার একজন মহিলা আঁ হযরত (সঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। এ মহিলা যখন মক্কার দিকে আসছিলেন তখন তাকে অনেকেই ভয় দেখিয়েছিল যে, তুমি মক্কা যাচ্ছ, খুব সাবধান, মনে রেখ সেখানে একজন জাদুকর থাকেন যার নাম মুহাম্মদ। এর থেকে সতর্ক থেকো। বড় শক্ত জাদুকর। যে রাস্তায় সে চলাফেরা করে সে রাস্তা দিয়েও তুমি হাঁটবে না। মহিলা বললেন, ঠিক আছে। আল্লাহ্তাআলা তাকে বুঝালেন যে, আঁ হযরত (সঃ) কেমন শক্ত জাদুকর। মক্কায় প্রবেশ করেই প্রথম যে ব্যক্তির সাথে তার দেখা তিনি হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। মহিলা আঁ হযরত (সঃ)-কে বললেন, দেখ, শুনেছি এখানে বড় জাদুকর একজন আছেন যার নাম মুহাম্মদ! জান সে কে? কোন রাস্তা দিয়ে সে চলাফেরা করে? বৃদ্ধা মহিলার হাতে ভারী একটা বোঝা (গাঠরী বা থলে) ছিল। আঁ হযরত (সঃ) বললেন, তোমার এ বোঝাটা ভারী আছে,আমি তুলে নিচ্ছি, তোমার কষ্ট হচ্ছে এটা নিয়ে হাঁটতে। তোমাকে আমি এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমার প্রশ্নের উত্তর পরে দিচ্ছি। তারা উভয়ে রওয়ানা হলেন। অবশেষে সেই বৃদ্ধা নিজ গন্তব্য স্থলে পৌছলেন।

আঁ হযরত (সঃ) তার বোঝা নামিয়ে রাখলেন। এবং বললেন, 'সেই জাদুকর তো আমিই।' বৃদ্ধা বললেন, আরে তবে তো বাবা তার জাদু কার্যকর হয়েছে- আমি তোর ধর্ম অবলম্বন করলাম, তখন হুযূর (সঃ) তাকে কলেমা পড়ালেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্। সে তখনই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল।

এবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) মহানুভবতা ও মমতাশীলতার কয়েকটি ঘটনা বলছিঃ

ফজ্জা নামক এক এতীম বালক হযরত (আঃ) এর খেদমত করত। একবার গরম পানি তার উপর পড়ে গিয়ে সে পুড়ে গিয়েছিল। সে অনেকটা দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আকদস তাকে খুব সেবা-যত্ন, চিকিৎসা দিয়ে ভাল করেছিলেন। এবং হযরতের (আঃ) কথা ঠিক হয়েছিল যে, সেই বালক বড় হয়ে নেক বান্দা হবে।

একবার এক কোরায়েশী সাহেব হযরত হেকীম নূরুদ্দীন (রাঃ)-এর কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। সে বার বার হযরত সাহেবের কাছে দোয়ার জন্য পয়গাম দিত। হযরত সাহেব ওয়াদা করলেন যে, দোয়া করবেন। একবার সেই ব্যক্তি পয়গাম দিলেন যে, হযরত সাহেব দেখা করতে চায়। কিন্তু তার পা ফুলে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে থাকায় আসতে পারছে না। হযরত আকদাস (আঃ) পরে যখন হাঁটতে বের হলেন তখন তাকেও দেখতে পেলেন। তাকে দেখলে অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

হযরত পীর শিরাজুল হক সাহেব নোমানী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, 'লোকে বলে, "দাঁতের ব্যথার প্রতিকার এই যে, দাঁত তুলে ফেলে দাও।" একথা ঠিক নয়। একবার আমার দাঁতে ভীষণ ব্যথা আরম্ভ হয়ে ছিল। আমি হযরত (আঃ)-এর খেদমতে হাজির হলাম। হযরত (আঃ) আমার কষ্ট দেখে খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তিনি নিজ ঔষধ বক্স (Box) খুলে একটা বড়ি নিজ হাতে আমাকে খাওয়ালেন। পানিও নিজ হাতে খাওয়ালেন আমাকে। দু'মিনিটেই আমার দাঁতের ব্যথা দূর হয়ে গেল। হযরত সাহেব আমাকে কুইনাইন খাইয়েছিলেন। আসলে তো কুইনাইন দাঁতের ঔষধ না কিন্তু হযরত (আঃ)-এর অস্থিরতা ও দোয়ার ফলে আমার ব্যথা আল্লাহ্ দূর করেছিলেন। নতুবা আপনারা যত পারেন কুইনাইন খেয়ে দেখতে পারেন দাঁতের ব্যথা ভাল হবে না।

হযরত মৌলভী মুহাম্মদ দীন সাহেবের একবার 'নাসুর' (ঘা) হয়েছিল। আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কাদিয়ান এসেছিলেন। একবার তাঁর উপর প্লেগের আক্রমণ হয়েছিল। হযরত (আঃ) একটি উন্মুক্ত স্থানে তাঁবু খাটিয়ে দিলেন তাকে। হযরত শেখ আব্দুর রহীম সাহেবকে তার সেবার দায়িত্ব দিলেন। হযরত শেখ আব্দুর রহমান সাহেব বড়ই হৃদ্যতা ও আন্তরিকতা দিয়ে তার খুব সেবা-যত্ন করলেন। এরকম সেবা বড় আন্তরিকতা ও ভালবাসা ছাড়া সম্ভব হয় না। হযরত সাহেব প্রতিদিন তিনবার করে খোঁজ খবর নিতেন, রোগীর কি অবস্থা। নিজ হাতে ঔষধ বানিয়ে দিতেন তার জন্য। আল্লাহ্তাআলা আরোগ্য দান করলেন। তারপর হযরত মৌলভী সাহেব কাদিয়ানের অধিবাসী হয়ে গেলেন চিরদিনের জন্য।

প্লেগ আহমদীদেরও কারো কারো হয়েছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজকে প্লেগ রুগী থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। হযরত আকদসের দোয়ায় আল্লাহ্র ফযলে প্লেগ নিরাময় হয়েছে। একবার মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেব প্লেগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। হযরত সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছিল, মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের অবস্থা আশঙ্কাজনক। সম্ভবতঃ শেষ সময়। হযরত সাহেব এসে একবার দেখে যান। হযরত (আঃ) দেখতে গেলেন। মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবকে দেখে বললেন, আল্লাহ্র পবিত্র ইলহাম আছে যে, 'তোমার গৃহে যারা আছেন তারা প্লেগে মারা যাবে না।' সুতরাং হয় আমি মিথ্যা নয় আপনার প্লেগ মিথ্যা।' এই বলে হযরত সাহেব মৌলভী সাহেবের জ্বর পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তার কপালে হাত রাখলেন। বললেন, 'কেমন জ্বর? কই জ্বর কই? জ্বরের কোন চিহ্নই তো নেই! মৌলভী সাহেব তখনই উঠে বসলেন! হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এক অপূর্ব নিদর্শন সাহবারা সবাই নিজদের চোখে দেখলেন।

একবার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী (রাঃ) হযরত আকদস (আঃ)-এর সাথে সফরে ছিলেন। রাতে হঠাৎ পেট খারাপ হয়ে গেল। ইরফানী সাহেব হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রাঃ) পাশে এসে শুলেন যেন মৌলভীকে আস্তে আস্তে বলেন যে, পেটে কষ্ট হচ্ছে ঔষধ দিন। ইত্যবসরে ইরফানী সাহেবের মুখ থেকে উহ্ শব্দ বেরিয়ে গেল। সাথে সাথে হযরত (আঃ) পাশের কামরা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, মিঁয়া ইয়াকুব আলীর কি হয়েছে? অন্যরাও জেগে উঠলেন। সকালে যখন কাফেলা কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা আরম্ভ করতে যাচ্ছিল, ইরফানী সাহেব (রাঃ) হযরত আকদস (আঃ)-এর খেদমতে আরয করলেন, 'আমাকে সাথে করে কাদিয়ান নিয়ে চলুন অথবা লাহোরে পৌছে দিন।' হযরত সাহেব তাকে বার বার সান্ত্বনা দিলেন তোমার ব্যবস্থা অবশ্যই ভাল করে যাব এবং কষ্ট দূর হয়ে যাবে।' অথবা তুমি যদি বল, আমরাও আজ যাত্রা করব না। ... শেষে দু'জনকে ইরফানী সাহেবের সেবার জন্য রেখে গেলেন এবং যথেষ্ট টাকা-পয়সা দিয়ে গেলেন। বলে

গেলেন, ইয়াকুব আলী সাহেবের অবস্থার উন্নতি হলে এরা তিনজন কাদিয়ান যাবেন।

এবার হযরত মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব (রাঃ) সম্পর্কে ঘটনা। একবার হযরত আম্মাজান হযরত মীর মেহ্‌দী হোসেন সাহেবকে কাঁচের একটি (বড় বৈয়াম) শহর থেকে আরক (নির্জাস) আনবার জন্য দিলেন। হযরত মুন্সী মাহবুব আলম সাহেব সাথে গেলেন। পথে সেই বৈয়াম তার হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। কাঁচের বৈয়াম হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি খুব লজ্জাবোধ করলেন। ফেরত এসে হযরত (আঃ)-এর খেদমতে আবেদন করলেন যে, আদেশ পেলে লাহোর থেকে বৈয়াম কিনে এনে দিবেন। হযরত (আঃ) বললেন-এর বদলা দিতে হবে না। তবে তুমি যদি এমনিতে নিজ থেকে উপহার দাও তবে তা হতে পারে। কিন্তু এর বদলা বা ক্ষতিপূরণ শরীয়তে জায়েয নয়।'

একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর গৃহের কাজের মেয়ে গরীব মহিলা কিছু চাউল লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। মহিলা চাউল চুরির দায়ে ধরা পড়ল। বাড়ীর ভেতরে হট্টগোল হচ্ছিল। হযরত সাহেব শুনে বেরিয়ে আসলেন। ঘটনা শুনে বললেন, কেন মেয়েটিকে হয়রানী করছ। এটা কোন বিষয়ই নয়। তাকে আরো কিছু চাউল দিয়ে দাও। গরীব বেচারীর দরকার হয়েছে। অতএব আরো চাউল তাকে দিয়ে দেয়া হোল। (সিরাতে তাইয়্যেবা, হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ) এম, এ, পৃঃ ৭১)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী বর্ণনা করেছেন, মুন্সী গোলাম মোহাম্মদ অমৃতসরী খুব ভাল কাতেব (লেখক) ছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত উপায়ে বিভিন্ন অযুহাত দেখিয়ে বেতনের চেয়ে বেশী টাকা আদায় করতেন। হযরত (আঃ) বুঝতেন; কিন্তু হেসে দিতেন।

একবার হযরত (আঃ) নামায যুহরের পরে মসজিদেই বসে গেলেন। সাধারণতঃ হুযূর ফরজ নামাযের পরে ভেতরে চলে যেতেন। কিন্তু কখন কখনও এমন বসে যেতেন। সেদিন হযরত বসে খুব হাসলেন। খুব হেসে হেসে বললেন, বড় মজার ঘটনা ঘটেছে। তার পর বললেন, মুন্সী গোলাম মোহাম্মদের ছেলে কাঁদতে কাদতে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করতে করতে ভেতরে এসে ঢুকে পড়েছিল। তার পেছনে পেছনে মুন্সী গোলাম মোহাম্মদ জুতা হাতে চিৎকার করতে দৌড়ে আসল। বলতে থাকল ছেলেকে, তুই বেরিয়ে আয়। তোকে মেরেই ফেলব। আমি বললাম, মুন্সী সাহেব কি এমন ঘটেছে এত রাগ কেন? মুন্সী সাহেব বললেন, 'এই খবিসকে নতুন জুতা কিনে দিয়েছিলাম, সে হারিয়ে ফেলেছে। আমি আজ তাকে মেরেই ফেলব।" হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) ভেতরে গিয়ে কিছু পয়সা এনে মুন্সী গোলাম মোহাম্মদের হাতে দিলেন, ছেলেকে নতুন জুতা কিনে দেবার জন্য।'

হযরত সাহেব উপরোক্ত ঘটনাকে বর্ণনা করছিলেন এবং খুব হাসছিলেন। বলছিলেন, 'দেখ, একে আমি নির্ধারিত বেতন ছাড়া ও তাকে খোরাকিও দেই। যেখানে থাকে তাকে শীতের জন্য লেপ তোষকও দেই। গরম কোট ও দেই।"

কিন্তু হযরত সাহেব তার উপর কখনও রাগ করতেন না। তার বিবিধ অভিযোগ-অনুযোগও শুনতেন, তার মন যোগাতেন। এর কারণ এটা ছিল না যে, তাকে বরখাস্ত করে দিলে আর কাতেব পাওয়া যেত না। বরং হযরতের চরিত্র এ রকম ছিল যে, সেবকদের সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করতেন। জামাতের অন্যদের তরবিয়ত করতেন।"

অনেক সময় গ্রামের গরীব অসহায় মহিলারা শিশুদের জন্য ঔষধ নিতে আসত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কাছে। ঘন্টার পর ঘন্টা হযরত সাহেবের ব্যয় হোত। অনেক রুগীর রোগ এমন (ছোঁয়াছে) হোত যে সংক্রামক হোত। কিন্তু হযরত সাহেব (আঃ) কখনই নিজকে দূরে রাখার চিন্তা করতেন না। তাদের সময় দিতেন। নিজে ঔষধ প্রস্তুত করে দিতেন। ওদের জন্য এত সময় না ব্যয় করতে অনেকে পরামর্শ দিয়েছেন। হযরত (আঃ) তাদের বলেছেন, "এরা গরীব, এখানে কোন হাসপাতাল ও নেই, এরা কোথায় যাবে? আমি তো এদের জন্য ইংরেজী এবং ইউনানী ঔষধ শহর থেকে আনিয়ে রাখি। সময় মত কাজ হয়ে যায়। এ তো বড় পুণ্যের কাজ। মু'মিনকে এসব কাজে অবহেলা বা অলসতা পদর্শন করা উচিত না।"

এবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর অনুসরণে আমিও এ ধরনের সেবাদানের সুযোগ পেয়েছি। আমি নিজ গৃহে হোমিও ডিসপেনসারী বানিয়ে রেখেছিলাম। মহিলারা শিশুদের নিয়ে আসত আমার ওখানে। তাদের অনেক শিশুরই সংক্রামক রোগ থাকত। আমি সাক্ষী আছি- তাদের রোগ আল্লাহ্‌র ফযলে কখনই আমার ছেলে-মেয়েদের মাঝে সংক্রমিত হয় নি। হামেশা আল্লাহ্ রক্ষা করেছেন।

আঁ হযরত (সঃ) বলেছেন, "কোন কেমন সময় নামাযের মাঝে শিশুর কান্নার শব্দ শুনে আমি নামায সংক্ষিপ্ত করি, যেন তার মা কষ্ট না পায়"। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "আমার অবস্থা এই যে, যদি কেউ যন্ত্রণায় ভোগে, আর আমি নামাযে দাঁড়িয়ে থাকি, মন চায় যে, নামায ভেঙ্গেও যদি তার কষ্ট দূর করতে পারি তবে করতে চাই। যতদূর সম্ভব তার কষ্ট দূর করে তাকে সাহায্য করি। এটা সৎ চরিত্রের গুণাবলীর বিপরীত যে, আরো কষ্টের সময় তার সাহায্য না করা, সঙ্গ না দেয়া। যদি তুমি কিছুও করতে না পার তবে কমপক্ষে দোয়া তো কর তোমার ভাইয়ের জন্য। নিজেদের কথা তো আছেই। আমি তো বলছি অন্যান্যদের কথা, হিন্দু বা অন্যদের সাথেও উত্তম আচরণ করবে এবং তাদের সাথে সহমর্মিতা দেখাবে। বেপরোয়া বা অবহেলার সভাব কখনই হওয়া উচিত নয়।"

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) একবার হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। একজন আব্দুল করিম পাটওয়ারী হযরত সাহেবের সাথে সাথে যাচ্ছিলেন। পাটওয়ারী সাহেব কিছু এগিয়ে ছিলেন, হযরত সাহেব পিছনে ছিলেন। এক বৃদ্ধা ৭০/৭৫ বছর বয়সী বৃদ্ধা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাটওয়ারী সাহেবকে দেখে বৃদ্ধা একখানা কাগজ (পত্র) বের করে পড়তে অনুরোধ করলেন। পাটওয়ারী সাহেব সেই বৃদ্ধাকে ধমক দিয়ে পত্র না পড়ে এগিয়ে চলে গেলেন। ইতোমধ্যে হযরত সাহেব সেই পর্যন্ত পৌছে গেলেন। বৃদ্ধা হযরত সাহেবকে সেই পত্র পড়তে দিলেন। হযরত সাহেব বড় সম্মান প্রদর্শন করলেন বৃদ্ধাকে এবং বিনয়ের সাথে তার পত্রখানা পড়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, কি চিঠি, কার চিঠি। পাটওয়ারী সাহেব পেছনে চেয়ে দেখেন হযরত সাহেব সেই বৃদ্ধার পত্র পড়ে দিচ্ছেন। দেখে পাটওয়ারী একতো দাঁড়িয়ে থাকলেন- হযরত সাহেবের কারণে। আবার লজ্জাও পেলেন যে, বৃদ্ধার প্রতি সম্মান করে হযরত সাহেব পুণ্যকর্ম করলেন, আর পাটওয়ারী সাহেব বঞ্চিত হলেন। এখন পাটওয়ারী সাহেবের কিছুই করার ছিল না। (মলফূযাত ; ১ম খন্ড; পৃঃ ৩০৫)।

(আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল; লন্ডন; ৭ই মার্চ ২০০৩ইং)

অনুবাদ ঃ **মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

মসীহ্ হিন্দুস্তান মেঁ

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহ্দী (আঃ)

(৯ম কিস্তি)

ইঞ্জিলের সাক্ষ্য-প্রমাণগুলোর মাঝে আরেকটি হলো পীলাতের সেই উক্তি, যা মার্কের ইঞ্জিলে লিখা আছে ঃ 'পরে সন্ধ্যা হ'লে সেই দিন আয়োজন দিন অর্থাৎ বিশ্রামবারের (তথা সাবাতের) পূর্বদিন বিধায়, আরিমাথিয়ার যোসেফ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মন্ত্রী আসলেন, তিনি নিজেও খোদার রাজ্যের অপেক্ষা করতেন; তিনি সাহসপূর্বক পীলাতের নিকটে গিয়ে যীশুর দেহ যাচ্ঞা করলেন। কিন্তু যীশু (মসীহ্) যে এত শীঘ্র মারা গিয়েছেন পীলাত এতে বিস্মিত হয়ে সন্দেহ করলেন" (মার্ক ১৫ঃ৪২-৪৪)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে থাকার সময়টিতেই যীশুর মারা যাওয়া সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হয়, সন্দেহও এরূপ ব্যক্তি পোষণ করেন ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা যেতে কতটুকু সময় নেয় যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন।

ইঞ্জিল থেকে আমরা যেসব সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখতে পাই সেগুলোর একটি হ'ল এর এ বাক্যসমষ্টি যা নিম্নে দেয়া হলো ঃ 'সেই দিন আয়োজন দিন, অতএব বিশ্রামবারে (অর্থাৎ সাবাতের দিনে) সেই দেহগুলো যেন ক্রুশের উপরে না থাকে- কেননা সেই বিশ্রামবার ছিল মহাদিন- এ নিমিত্ত ইহুদীগণ পীলাতের কাছে নিবেদন করলো, যেন তাদের পা ভেঙ্গে তাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব সেনারা এসে সেই প্রথম ব্যক্তির এবং তার সঙ্গে ক্রুশে বিদ্ধ অন্য ব্যক্তির পা ভাংলো, কিন্তু তারা যখন যীশুর নিকটে এসে দেখলো তিনি মারা গেছেন, তখন তাঁর পা ভাংলো না। কিন্তু একজন সেনা বড়শা দিয়ে তাঁর কুক্ষিদেশ বিদ্ধ করলো, তাতে অমনি রক্ত ও জল বের হলো" (যোহন ১৯ঃ৩১-৩৪)। ইঞ্জিলের এসব আয়াত থেকে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয়, সে যুগে ক্রুশবিদ্ধ কোন ব্যক্তির জীবনাবসানের জন্য তাকে কয়েক দিন যাবৎ ক্রুশের উপরে রাখার পর, তার হাড়গোড় ভাঙ্গার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু হযরত মসীহ্র হাড় ইচ্ছাকৃতভাবেই ভাঙ্গা হয় নি এবং নিশ্চয় তাঁকে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয়। তেমনি সে দুই চোরও তখন জীবিত ছিল। সে কারণেই বর্শা তাঁর পার্শ্বদেশ ছেদ করলে (তাজা) রক্তও বেরিয়ে আসে। অথচ মৃত মানুষের রক্ত জমে যায়। এখানে স্পষ্টতঃ এ-ও প্রতীয়মান হয়, এ সবই কোন গোপন পরিকল্পনায় বা সুকৌশলে সাজানো ব্যাপার ছিল। পীলাত একজন খোদাভীরু ও সদ্চেতা ব্যক্তি ছিল। সিজারের ভয়ে সে প্রকাশ্যভাবে হযরত মসীহ্র সাহায্য করতে অপারগ ছিল। কেননা ইহুদীরা মসীহ্কে রাষ্ট্রদ্রোহী ঘোষণা করেছিল। কিন্তু সে মসীহ্ (আঃ)-কে চাক্ষুষভাবে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। পক্ষান্তরে সিজার এ সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত ছিল। কাজেই পীলাত কেবল দেখেই নি বরং মসীহ্র পক্ষ সমর্থনে অনেক সৌজন্যও প্রদর্শন করে। সে কখনও চায় নি, মসীহ্ ক্রুশবিদ্ধ হোক। সুতরাং ইঞ্জিলগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে পরিষ্কার জানা যায়, পীলাত মসীহ্কে ছেড়ে দিতে কয়েকবারই সংকল্প নেয়। কিন্তু ইহুদীরা বলে ওঠে, তুমি যদি এ ব্যক্তিকে ছেড়ে দাও তাহলে সাব্যস্ত হবে, তুমি সিজারের প্রতি বিশ্বস্ত নও।' তারা আরও বলে, 'এ ব্যক্তি (মসীহ্) একজন বিদ্রোহী এবং সে নিজে রাজা হতে চায়' (দেখুন, যোহন ১৯ঃ১২)। কোনও উপায়ে মসীহ্কে যেন ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া থেকে রক্ষা করা যায় সে লক্ষ্যে পীলাতের স্ত্রীর স্বপ্ন আরও কাজ করে। নইলে তাদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু ইহুদীরা যেহেতু এক দুষ্ট প্রকৃতির দুস্কৃতপরায়ণ জাতি ছিল এবং পীলাতের বিরুদ্ধে সিজারের নিকট গোপনে সংবাদ পৌঁছাতেও প্রস্তুত ছিল, সেহেতু পীলাত মসীহ্কে ছাড়াবার লক্ষ্যে কৌশল খাটিয়ে কাজ করে। প্রথমতঃ মসীহ্কে ক্রুশে দেয়ার ব্যাপারটি শুক্রবার নিয়ে যায় যখন সূর্যাস্তের মাত্র কয়েক ঘন্টাই বাকী ছিল এবং এরপরে পরেই (ইহুদীদের) মহা সাবাতের রাত নেমে আসছিল। পীলাত ভালভাবেই জানতো, ইহুদীরা তাদের ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী মসীহ্কে কেবল সন্ধ্যা পর্যন্তই ক্রুশে রাখতে পারবে, এরপরে কাউকে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় রাখা বেআইনী হবে। সুতরাং সবকিছু ঠিকঠিক সেভাবেই ঘটে। হযরত মসীহ্কে সন্ধ্যা নেমে আসার আগেই ক্রুশ থেকে নামানো হয়। আর তখন মসীহ্র সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ চোর দু'টি তো জীবিত থাকলো, কিন্তু মসীহ্ কেবল দু'ঘন্টার মাঝেই মারা গেলেন- এ সম্পূর্ণ অচিন্তনীয় ব্যাপার। এ হতেই পারে না। বরং কেবল মসীহ্কে হাড়গোড় ভাঙ্গার প্রক্রিয়া থেকে (অব্যাহতি দিয়ে) রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই এসব অজুহাত তৈরী করা হয়েছিল। চোর দু'টোকে যে জীবিতাবস্থায় ক্রুশ থেকে নামানো হয়েছিল এক্ষেত্রে একজন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য এটাই যথেষ্ট প্রমাণ। তদুপরি ক্রুশের উপর থেকে অভিযুক্ত মানুষকে জীবিতাবস্থায় নামানোই প্রচলিত নিয়ম ছিল। এরপর কেবল হাড়গোড় ভাঙ্গা হলেই তারা মারা যেতো, অথবা ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর অবস্থায় কয়েক দিন ক্রুশে বিদ্ধ থাকার পর তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তো। কিন্তু মসীহ্কে এগুলোর কোন একটিও ভোগ করতে হয় নি। তাঁকে কয়েক দিন ক্রুশের উপরে অভুক্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় রাখাও হয় নি, আর তাঁর হাড়গোড় চূর্ণবিচূর্ণ করা হয় নি। তাঁকে মৃত বলে দেখিয়ে ইহুদীদেরকে তাঁর সম্বন্ধে উদাসীন করে দেয়া হয়। কিন্তু উভয় চোরের হাড়গোড় বিচূর্ণ করে তৎক্ষণাৎ-ই তাদের মৃত্যু ঘটানো হয়। তাদের একজন সম্পর্কেও যদি বলা হতো, সে যেহেতু মারা গেছে, তার হাড়গোড় ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই, তবে না কথা ছিল! আর পীলাতের সম্মানিত বন্ধু ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি যিনি এতদঞ্চলের রইস এবং হযরত মসীহ্ (আঃ)-এর গোপন শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি যথাসময়ে দৃশ্যপটে এসে উপস্থিত। আমার মনে হয়, তাকেও পীলাতের ইঙ্গিতেই ডাকা হয়েছিল। মসীহ্কে মৃত বলে ঘোষণা দিয়ে শবদেহ হিসেবে তার নিকট সমর্পণ করে দেয়া হয়। সে যেহেতু একজন বড় মাপের ব্যক্তিত্ব ছিল, ইহুদীরা তার সাথে কোন ঝগড়া বাঁধাতে পারে নি। দৃশ্যপটে উপস্থিত হয়ে সে মসীহ্কে এক মৃতদেহ হিসেবে নিয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে তখন যিশু সঙ্গাহীন অবস্থায় ছিলেন। সেখানে কাছেই এক প্রশস্ত ঘর ছিল যা সে যুগের রীতি অনুযায়ী কবরের মত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে জানালাও ছিল এবং এ এমন এক জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, ইহুদীদের সাথে এর কোন সংশ্রব ছিল না। সেই জায়গাটিতেই মসীহ্কে পীলাতের ইঙ্গিতে রাখা হয়। (চলবে)

অনুবাদ - মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

ঐশীবাণী, যুক্তিবাদিতা, জ্ঞান এবং সত্য

মূল ঃ হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহেঃ)

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পর্ব ৩ ঃ অধ্যায় ঃ ১

ধর্ম-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর অনুন্ধান

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে যেভাবে ধর্ম ও খোদার প্রতি বিশ্বাসের জন্ম হয়েছে সেদিকে এবার দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে। বিশ্বজগতে মানুষের আবির্ভাব ও ধর্মের ক্রমবিকাশের বিষয়টিকে তারা মূলতঃ সামাজিক মনস্তত্ত্বের (social psychology) উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষ ও তার সাধারণ আচরণ প্রবণতা লক্ষ্য করে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ভয় বা পুরস্কারের কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত শ্রদ্ধাশীল থাকে। এ দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তারা সামাজিক শৃঙ্খলার (social order) বিষয়টি উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন, যার মাঝে 'দাও এবং নাও' (give and take) নীতির আলোকে তারা ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, ভয় ও লোভের চেতনা থেকেই ধর্মবোধের সৃষ্টি হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন।

এ কথা ঠিক যে, সৃষ্টির উষালগ্নে মানুষের চিন্তা ও মনন-শক্তি অনেকটা সীমিত ছিল। বিশেষ করে সেই আদিম অবস্থায় যখন কাছাকাছি শ্রেণীর বানর-সদৃশ প্রাণী (humanoid) থেকে আলাদা এক প্রজাতি বা মনুষ্য-জাতীয় প্রাণীর (human beings) বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে থাকে। সমাজ তাত্ত্বিকদের মতে এ সময় মানুষের অস্তিত্ব অনেক সময় বিপন্ন হয়েছে। নানা বিষয়ে, বিশেষ করে প্রাকৃতিক কর্মকান্ডের কার্য-কারণ বুঝতে না পারার অক্ষমতা তাদেরকে বিভিন্ন ধাঁধার মাঝে ফেলেছে, ভয় ও হতাশায় নিমজ্জিত করেছে। কিন্তু মানুষের যাত্রা সেজন্য থেমে থাকে নি। সে মাথা খাটিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছে। এটা করা সত্ত্বেও যেসব প্রশ্নের সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি, সেসব ক্ষেত্রে অতি-প্রাকৃতিক এক

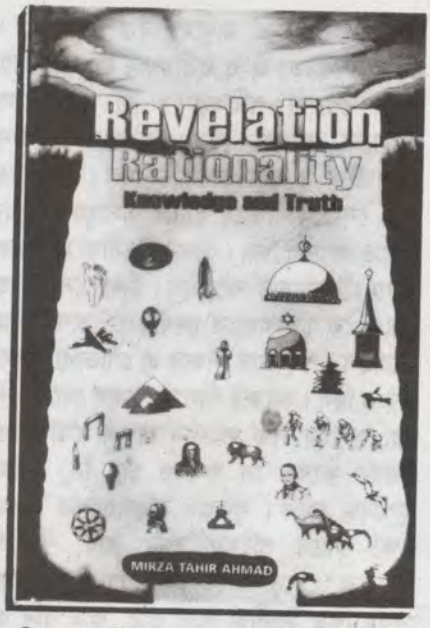

শক্তির অস্তিত্বকে সে মেনে নিয়েছে। (presumed natural phenomena to be manifestations of superpowers)। এ অতি প্রাকৃতিক শক্তির বহু বিচিত্র ক্রিয়া তার নিকট বোধগম্য হয় নি, কিন্তু তার জীবনে সেই শক্তির প্রভাব সে অনুভব করে চলেছে। পরবর্তীতে এ শক্তিকেই দেবত্ব বা ঈশ্বরত্বের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (consequently, he assigned to such forces the status of deities)।

বলা হয়ে থাকে যে, ঝড় ও সাইক্লোনের রুদ্র রূপ দেখে ভয়ে সে তাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেছে, যাতে সে তার কবল থেকে বেঁচে যায়। আবার, দিনের আলোয় সে সূর্যের কল্যাণধর্মী রূপ দেখে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছে। (প্রকৃতির এ শক্তিনিচয় তাই প্রধানতঃ দু'ভাবে মানুষের নিকট উন্মোচিত হয়ে ধীরে ধীরে এই পরিস্থিতিতে বনের সব ভয়ঙ্কর জীব-জন্তুও একদিন মানুষের ঈশ্বরের শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়ে, আর তাদেরকে মন্দ শক্তির ঈশ্বর (gods with evil) হিসাবে মেনে নেয়া হয়। অনুকূল প্রাকৃতিক শক্তি যেমন, মৃদু-মন্দ বায়ু, বৃষ্টি ও জল-কণা বাহিতবাতাসকে ও অনুরূপভাবে মঙ্গলময় বা ভদ্র ঈশ্বরের (benign gentle deities) স্থান দেয়া হয়। মানুষের এসব কল্পিত ঈশ্বরের কোনটিকেই তারা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করতে পারে নি, এই ভয়ে যে, কখন আবার কার কোপে তারা নিপতিত হয়। মহাবিশ্বের গ্রহ-নক্ষত্র, বিশেষ করে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি এভাবেই মানুষের ঈশ্বরমন্ডলীর সম্মানিত সদস্য হয়ে উঠে। এভাবেই তাদের আরাধ্য ঈশ্বর সংখ্যারও বিস্তৃতি ঘটে, এবং আরোহী বা অবরোহী পদ্ধতিতে তাদেরকে গন্ডীভুক্ত বা শ্রেণীবিন্যাস করা হয়। (gods were classified and arranged in ascending or descending order)।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর এ ব্যাখ্যাকে আজকের যুগের মানুষ হয়ত অতিমাত্রার সহজ বিশ্বাস হিসাবে সমালোচনা করতে পারে। কিন্তু, সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে তখনকার মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যেহেতু বিকষিত হয় নি, তাই তাদের বিভ্রান্ত মানসিক অবস্থা বা সীমিত জ্ঞানের প্রেক্ষাপটে তাদের নিকট এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করাটাই বরং বোকামী হবে। ক্রমোন্নতির মাধ্যমে তাদের সেই বহু-ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকেই একক স্রষ্টার ধারণার উদ্ভব হয়েছে। আর পৃথিবীর বুকে মানুষের বৈচিত্র্যময় কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বহু ধর্মেরও আবির্ভাব হয়েছে, যার কোনটিতে হয়তো বহু ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে, আবার কোনটি হয়ত একেশ্বর কেন্দ্রীক। (various religions came into being, developing around one concept or another, worshipping one God or many)। মানুষের সমাজতাত্ত্বিক এ ব্যাখ্যাকাররা ধর্মের উদ্ভব বা বিকাশের পশ্চাতে মানুষের বহু ঈশ্বর বা একেশ্বরের উপাসনাকে তাদের অজ্ঞতা হিসাবেই তুলে ধরে, এবং বলে যে, তারা অনুমান ব্যতিরেকে আর কিছুরই উপাসনা করে নি (worshipping mere conjectures)। তাদের মতে মানুষের এই অলীক ধারণাই পরবর্তীতে ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, আর তাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোন ঈশ্বরই

মানুষকে সৃষ্টি করে নি (it were they who created gods - no God created them)। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এ ধরনের চিন্তা থেকেই পরবর্তীতে নাস্তিকতার উদ্ভব হয়েছে।

এ নাস্তিকতার ধারণা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বরং এর সাথে পরবর্তীতে আরো উপাদান যোগ করা হয়েছে। যেমন, ধর্ম-গুরুরা মিথ্যাবাদী, এবং সচেতনভাবে ঐশী বাণী বা এ জাতীয় প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এক শ্রেণীর যাজককে সৃষ্টি করেছেন। এই যাজক শ্রেণী সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও উর্ধ্বলোকের সাথে তাদের সংযোগ রয়েছে। এই বক্তব্য তুলে ধরে অন্যদের তুলনায় তারা একটি বিশেষ মর্যাদাপ্রাপ্ত শ্রেণী (Claimed for themselves a special status) বলে দাবী করেছে। কারণ, ঈশ্বর ও সাধারণ মানুষের মাঝে যোগাযোগের তারাই একচেটিয়া অধিকারভুক্ত (acquired the exclusive role of the channel of communication between god/gods and men)। এভাবেই বিভিন্ন সময়ে বহু দাবীকারকের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা ঈশ্বরের সাথে তাদের নৈকট্য ও গভীর সম্পর্কের কথা বলেছে।

এটা বুঝাতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা গ্রীক উপকথা ও আদিম ধর্মগুলোর কিছু বিশ্বাস ও আচরণকে তুলে ধরেছে। বিশেষ করে কতিপয় ধর্মগুরু (religious hierarchy) কর্তৃক সচেতনভাবে ঈশ্বরের নামে সাধারণ জনগোষ্ঠীকে প্রতারণা করার কথা উল্লেখ করেছে (deceive and defraud people in the name of god/gods)।

শুধু তাই নয়, তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী পরিমাণে এবং গুণে মানুষের ধারণারও রূপান্তর ঘটেছে, কেননা, ধীরে ধীরে মানুষের পারিপার্শ্বিকতা এবং বাহ্যিক পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু নিচয় সম্পর্কে পূর্ব-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। তাই পরিবর্তিত অবস্থায় তাদের ঈশ্বর-সম্পর্কীয় ধারণা ও সংশোধন এবং সমন্বয়ের মাঝে দিয়ে এগিয়ে চলেছে (began to exhibit revision and adjustment)। এর ফলশ্রুতিতে প্রতিমা বা মূর্তির মত জড় বস্তু যা পূর্বে ঈশ্বররূপেই পূজিত হতো, তা আজকে ঈশ্বরে পৌঁছার মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। (idols and statues, whieh were previously treated as gods themselves, now began to be conceived only as channels leading to real gods)। ঈশ্বরের ধারণা তাই পূর্বের বস্তুমূলক বাহ্যিক অস্তিত্ব থেকে অনেকটা ভাবমূলক বিমূর্ত ধারণার দিকে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে, এক এক দেবতার এক এক কাজ ও সেগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ঐশী ব্যবস্থার (divine hierarchy)। কাঠামো ও এক পরমেশ্বরের (supreme God) সৃষ্টি করা হয়েছে। এভাবেই এ সমাজ বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ছোট ছোট বহু ঈশ্বর থেকে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর সৃষ্টির ব্যাপারটি সম্পন্ন হয়েছে, যদিও এর জন্য সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী কাল বা সময় গত হয়েছে। (given of course, the vast span of time required for it)।

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 'খোদা নেই' এ অনুমান ব্যতিরেকে তাদের দাবী সত্যিকার কোন অনুসন্ধানের ভিত্তিতে করা হয় নি। অথচ তারাই আবার পূর্বাহ্নে স্থিরীকৃত এ বিবেচনাকে (prefixed judgement) নিরপেক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধান (impartial intellectual enquiry) হিসেবে দাবী করে। আর সেই বক্তব্য অনুযায়ী খোদার অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসকে বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনার পরিপন্থী বলে মনে করে। ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণ ও খুব একটা সত্যনিষ্ঠার পরিচয় তারা দিতে পারে নি। একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মানুষের একদম প্রাথমিক পর্যায়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ছিল না, আর তাই অনেকটা অস্পষ্ট ও বিদ্যমান না থাকার মতই ছিল (obscure and virtually non-existent)। স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে, আজ থেকে দুই তিন লক্ষ বছর আগে থেকেই (two hundred or more thousand years) মাত্র ইতিহাসের যাত্রা শুরু, আর সেই তুলনায় ধর্মের সত্যিকার উদ্ভব বড় জোর কয়েক হাজার বছর পূর্বের ঘটনা (began hardly some thousands of years ago)। এর পূর্বের বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত অনুমিতি- নির্ভর, আর নাস্তিক ব্যাখ্যাকারদের অনুকূলে সেগুলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে (pre-fixed in the direction of atheism)। যদিও তাদের বেশির ভাগ ব্যাখ্যা মানুষের সহজাত প্রকৃতি বা অন্তর্নিহিত বিচার-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হয় নি (their inferences are not corroborated by the evidence of human nature)।

এটা বিশ্বাস করার কি কোন সঙ্গত কারণ আছে যে, ভয়ের কোন বস্তু আমাদের কাছে উপাস্য হয়ে উঠে? অথবা কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার লোভ তাকে আমাদের উপাস্যের মর্যাদায় উন্নীত করে? ভয় ও লোভ- এ দুটোকে ভিত্তি করে তো প্রাথমিক পর্যায়ের কোন ধর্মই সৃষ্টি হতে পারে না। ভয়ের কোন বিষয় বড় জোর তাকে তার থেকে দূরে দৌড়িয়ে পালাতে বা তা সম্ভব না হ'লে তার নিকট অনুকম্পা চাওয়ার বিষয়ে বিবেচনা করতে পারে, কিন্তু কখনই তাকে উপাস্য হিসাবে সাব্যস্ত করে না। আর যখনই সে কোনভাবে তার নিকট থেকে ছাড়া পায়, তখন জঘন্য ভাষায় অকথ্য সব গালি-গালাজ উক্ত আতংক-কারীর উদ্দেশ্যে বর্ষণ করতে থাকে। তাকে উপাসনা করার দূরতম কোন ভাবনাও তার মনে উদয় হয় না (the concept of worship would not even remotely cross his mind)। এ জনই ক্রুশী ধর্মগুলোতে খোদার প্রতি যে ভয় ও শ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে, তা ওই জাতীয় আতংক বা সন্ত্রাসকে স্মরণ করায় না, বরং এটা সেরূপ বস্তু যা ভয় দেখিয়ে কাউকে পাপের কাজ থেকে রিবত রাখে (deteorent against crime), যা মূলতঃ পাপ-কাজ থেকে বিরত রেখে তাকে ঐশী নির্দেশ পালনের অবস্থানে অধিষ্ঠিত করে। (চলবে)

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মোঃ আমীর হোসেন

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার তাৎপর্য

মূল ঃ মোকার্‌রম মাশহুদ আহমদ তূর সাহেব

কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরে নিজ ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্পত্তির কোন অ-উত্তরাধিকারকে দিয়ে দেয়াকে ওসীয়্যত বলে। এ শব্দ কোন সময় তাকিদপূর্ণ উপদেশের বেলায়ও প্রয়োজ্য হয়ে থাকে। কুরআনে হাকীমের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওসীয়্যত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ তাগিদপূর্ণ আদেশ। কুরআন করীমে ওসীয়্যত অন্য আরেকটি আঙ্গিকে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ অর্থ হলো পুণ্যবান লোকদের বংশধরকে এবং উত্তরাধিকারীকে পুণ্যকর্মে ওসীয়্যত করা। এভাবে মু'মিনদের জন্যে এমন এক লাভজনক ব্যবসায়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যা আর্থিক কুরবানীর মাধ্যমে পাওয়া যায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাবের যে চিহ্নাবলী বর্ণনা করা হয়েছে সেসব চিহ্নের মাঝে পাপের আধিক্যের উল্লেখ আস্‌লে বেহেশ্‌ত নিকটবর্তী ও এটা লাভ করারও সুসংবাদও দেয়া হয়েছে। যেভাবে কুরআন করীমে বলা হয়েছে- **ওয়া ইযাল জান্নাতু উযলিফাত** অর্থাৎ যখন বেহেশ্‌তকে নিকটবর্তী করে দেয়া হবে। যারা খোদাকে ভালবাসবে ও তাঁর সন্তুষ্টি চাইবে তাদের জন্যে এসব লাভ করা সহজসাধ্য হয়ে যাবে।

যুগের ইমাম ও জান্নাতের সুসংবাদ

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের একটি মাধ্যম হলো যুগের ইমামকে গ্রহণ করা ও তাঁকে অনুসরণ করা। সেই ইমাম যিনি রসূলে করীম সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের হাদীস মুতাবেক - ইউহাদ্দাসুহুম বিদারাজা-তিহিম ফিল জান্নাহ্ (কনযুল উম্মাল ও মুসলিম)-এর সত্যায়নকারী হবেন অর্থাৎ তিনি নিজ জামাতকে জান্নাতে তাদের মর্যাদার ব্যাপারে সংবাদ দিবেন। এ ভবিষ্যদ্বাণীতে খুবই সূক্ষ্ম বিষয় এই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর যুগে সেই ওসীয়্যতের ব্যবস্থাপনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যার ওপরে সত্য ধর্ম ইসলামের দ্বিতীয় বিকাশের ভিত্তি রাখার কথা ছিলো। সুতরাং যুগের ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) খোদাতাআলার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার সাথে বেহেশ্‌তী মকবেরা প্রতিষ্ঠা করেন আর এ সুসংবাদ দেন। এর ফলে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বাণী ইউহাদ্দাসুহুম বিদারাজা-তিহিম ফিল জান্নাহ্ পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে প্রকাশিত হয়েছে।

ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনার প্রতিষ্ঠা ঃ

এটাও ঐশী দান। ১৮৯৮ সনে যথাসময়ে এ খবরের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে কাশ্‌ফ (দিব্য-দৃষ্টি)-এর জগতে একটি স্থান দেখানো হয় আর এর নাম রাখা হয় বেহেশ্‌তী মকবেরা। আর প্রকাশ করা হয় যে, এটা সেসব জামাতের মনোনীত লোকদের কবর যারা বেহেশ্‌তী (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক)।

হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে যদিও ১৮৯৮ সনে বেহেশ্‌তী মকবেরার তাহরীক করা হয়েছিলো আর এর ভিত্তি রচনার জন্যে তিনি সর্বদা উদ্যমী ছিলেন কিন্তু আল্লাহ্‌তাআলার অতি গুপ্ত উদ্দেশ্যাবলী অনুযায়ী এর প্রতিষ্ঠা ৭ বছর পরে অর্থাৎ ১৯০৫ সনের শেষের দিকে কার্যকরী হয়। বিশেষ করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে ওহীর মাধ্যমে এ ব্যবস্থাপনার সংবাদ দেয়া হয়। তিনি আপত্তিকারীদের আপত্তির জবাব খুবই কড়া ভাষায় দিয়েছেন এবং বলেছেন, ওসীয়্যত ব্যবস্থাপনা একমাত্র ঐশী ইচ্ছানুযায়ী প্রবর্তিত হয়েছে। আর এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সত্য-ধর্ম ইসলাম সমগ্র মিথ্যে ধর্মের ওপরে বিজয়ের বরমাল্য লাভ করবে, যেভাবে আল্লাহ্‌তাআলা বলেছেন ঃ

হুয়াল্লাযী আরসালা রসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হাক্কি লিইউযহিরাহু 'আলাদ্দীনি কুল্লিহী ওয়া লাও করিহাল মুশরিকীন (সূরা সাফ্‌ফ ঃ ১০) অর্থাৎ তিনিই নিজ রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন একে সমস্ত বিশ্বে বিজয় দান করা যায়, মুশরিকরা যতই অপসন্দ করুক না কেন।

হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ) আল্ ওসীয়্যত পুস্তকের ২২ ও ২৩ পৃষ্ঠা টীকায় বলেন ঃ

"কোন অজ্ঞ ব্যক্তি যেন এ কবরস্থান ও এর ব্যবস্থাপনাকে বিদাতের অন্তর্ভুক্ত মনে না করে। কারণ, খোদার ওহী অনুযায়ী এ ব্যবস্থাপনা। এতে মানুষের কোন হস্তক্ষেপ নেই। আর কেউ যেন এটা মনে না করে যে, শুধু এ কবরস্থানে প্রবেশ করলেই কোন ব্যক্তি কীরূপে বেহেশ্‌তী হতে পারে? কেননা, এর উদ্দেশ্য এই নয়, এ ভূমি কাউকেও বেহেশ্‌তী করে দেবে বরং খোদার কথার উদ্দেশ্য এই যে, কেবল বেহেশ্‌তীদেরকেই এখানে সমাহিত করা হবে।"

তিনি (আঃ) আরও লিখেন ঃ

সম্ভবতঃ কোন কোন লোক যার ওপরে কু ধারণার উপকরণ এমনভাবে ছেয়ে গেছে যে, সে আমাদের এ কার্যক্রমকে আপত্তির লক্ষস্থলে পরিণত করে আর এ ব্যবস্থাপনাকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যাবলীর ভিত্তি মনে করে বা একে বিদাত বলে সাব্যস্ত করে। কিন্তু স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, এটা খোদাতাআলার কাজ, তিনি যা চান তা-ই করেন। নিঃসন্দেহে তিনি এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কপট ও বিশ্বাসীর মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেছেন এবং আমরা স্বয়ং অনুভব করি যে, যে ব্যক্তি এ ঐশী ব্যবস্থাপনার সংবাদ পেয়ে সৌভাগ্য বলে এ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়ে যায় যে, সম্পত্তির এক দশমাংশ খোদার পথে দিয়ে দেয়, বরং এথেকে বেশি নিজের উৎসাহ দেখান ও নিজের ঈমানদারীর ওপরে মোহারঙ্কিত করেন। আল্লাহ্‌তাআলা বলেন,

আহাসিবান্নাসু আঁইউতরাকূ আঁইয়াকূলূ আম্মানা ওয়া হুম লা ইউফতানূন

অর্থ ঃ "লোকেরা কি এটা মনে করেছে যে, আমি এতেই সন্তুষ্ট হয়ে যাই যে, তারা বলে, 'আমার ঈমান এনেছি আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না?' (সূরা আল্ আনকাবূত ঃ ৩)

আর এ পরীক্ষা তো কোন কিছুই নয়। সাহাবা (রাঃ)-এর পরীক্ষা তো ছিলো প্রাণ উৎসর্গের। তাঁরা তাঁদের মস্তক খোদার রাস্তায় দিয়ে দিয়েছিলেন ... পরিশেষে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, বিপদাপদের দিন নিকটবর্তী আর একটি ভীষণ ভূমিকম্পও আসন্ন। এ পৃথিবীকে ওলট-পালট করে দিবে। অতএব যে ব্যক্তি অবশ্যম্ভাবী আমার দেখার আগেই নিজের দুনিয়া ত্যাগকে সাব্যস্ত করবে এবং এ বিষয়ও সাব্যস্ত করবে যে, কীভাবে তারা আমার আদেশ পালন করবে যে, খোদার দৃষ্টিতে সত্যিকারের মু'মিন বলে তিনিই বিবেচিত হবেন আর তাঁর খাতায় অগ্রগামী ও শীর্ষ স্থানীয়

বলে লিখিত হবেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, সেই সময় সন্নিকট, এমন একজন মুনাফিক যে সংসার প্রেমে মত্ত হয়ে এ আদেশ লঙ্ঘন করেছে, আযাবের সময় সে আক্ষেপের সাথে বলবে, হায়, যদি আমি আমার সমুদয় স্থাবর-অবস্থাবর সম্পত্তি খোদার পথে উৎসর্গ করেও এ শাস্তি থেকে নিস্তার পেতাম! স্মরণ রেখো! এ আযাব দেখার পর ঈমান আনা নিষ্ফল হবে আর সদকা-খয়রাত কেবল বৃথা যাবে। দেখ, আমি তোমাদেরকে নিকটবর্তী আযাবের সংবাদ দিচ্ছি। নিজের জন্যে সেই পাথেয় অতি শীঘ্র সঞ্চয় কর যেন কাজে লাগে। আমি এটা চাই না যে, তোমাদের কাছ থেকে কোন টাকা-পয়সা গ্রহণ করি এবং নিজের করায়ত্ত করি। বরং ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে তোমরা একটি আঞ্জুমানের কাছে তোমাদের টাকা-পয়সা সোপর্দ করবে ও বেহেশ্‌তী জীবন লাভ করবে। এমন অনেকেই আছে যারা সংসার প্রেমে নিমগ্ন হয়ে আমার আদেশ লঙ্ঘন করবে, কিন্তু অতি শীঘ্র (তাদেরকে) পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে। তখন তারা শেষ ক্ষণে বলবে ঃ

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ۝

এতো তা-ই যার প্রতিশ্রুতি রহমান আল্লাহ্ দিয়েছিলেন। আর রসূলগণও সত্য বলেছিলেন (সূরা ইয়াসীন ঃ ৫৩)।

হেদায়াতের অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (আল্ ওসীয়্যত পৃষ্ঠা ২৯-৩১)

আল্ ওসীয়্যত পুস্তকের বিষয়-বস্তু

(১) এ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) সেসব ইলহাম সংযোজন করেছেন, যাতে এটা প্রকাশিত হবে যে, তাঁর মৃত্যু অতি নিকটে। নবীর মৃত্যুতে তাঁর জামাতের মাঝে ভূমিকম্পের অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর আকদস (আঃ) তাঁর জামাতকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন, আদি কাল থেকে আল্লাহ্‌তাআলার এ সুন্নত বা রীতি যে, তিনি দু'টি কুদরত বা শক্তি ও মাহাত্ম্যের প্রকাশ দেখিয়ে থাকেন ঃ

প্রথম কুদরত হলো নবীর সত্তা। আর নবীর মৃত্যুর পরে কুদরতে সানীয়া বা দ্বিতীয় কুদরত প্রকাশিত হয়ে থাকে যেভাবে আঁ হযরত সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আবূ বকর সিদ্দীককে (রাঃ) দাঁড় করান। যিনি ইসলামকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন। হযরত আকদস (আঃ) যেখানে নিজ মৃত্যুর সংবাদ দিয়েছেন সেখানে সাথে সাথেই নিজ জামাতে খিলাফতের এক স্থায়ী শৃঙ্খল প্রবর্তিত হওয়ার সুসংবাদও দিয়েছেন। মোট কথা এ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজের মৃত্যুর খবর দিয়ে জামাতকে মন-মানসিকতার দিক থেকে প্রস্তুত করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টিতে 'লাব্বায়েক' বলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যাও। সাথে সাথে স্থায়ী খিলাফতের সংবাদও দিয়েছেন এবং এটাও বলে দিয়েছেন, আল্লাহ্‌তাআলার আকাঙ্ক্ষা এই যে, তোমরা বেহেশ্‌তী জীবন যাপন কর যেন জান্নাতের উত্তরাধিকারীতে পরিণত হয়ে যাও। আবার আর্থিক কুরবানীতে এক দশমাংশ বা এর চেয়েও বেশি দিতে উৎসাহ দিয়েছেন। এ আর্থিক কুরবানী বেহেশ্‌তী জীবনের একটি মৌখিক ভিত্তি।

(২) এ পুস্তকে আধ্যাত্মিক বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে মহান পথ-প্রদর্শন ও জামাতকে বিভিন্ন উপদেশ দিয়েছেন।

(৩) আল্লাহ্‌তাআলার একত্ববাদ অর্থাৎ সত্যিকারের তৌহীদকে মর্যাদা ও পূর্ণ আকর্ষণের সাথে বর্ণনা করেছেন আর এর প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জোর নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, 'খোদার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা তোমাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠা কর। তাঁর তৌহীদ কেবলমাত্র মুখেই স্বীকার করবে না বরং ব্যবহারিক জীবনে প্রকাশ করবে যেন খোদাও কার্যতঃ তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রতিহিংসাপরায়ণতা সুলভ ব্যবহার করবে। পুন্যের প্রত্যেকটি পন্থা অবলম্বন করবে না। বলা যায় না কোন্ পথে তোমরা তাঁর কাছে গৃহীত হবে (প্রাগুক্ত ঃ পৃষ্ঠা ৮৯)।

আরো বলেন, "হে শ্রোতাগণ! শ্রবণ কর খোদা তোমাদের নিকট কী চান? শুধু ইহাই যে, তোমরা তাঁরই হয়ে যাও, তাঁর সাথে কাকেও শরীক করো না, আকাশেও নয়, ভূ-পৃষ্ঠেও নয়। আমাদের খোদা সেই খোদা-যিনি এখনও জীবিত আছেন যেমন পূর্বে জীবিত ছিলেন, এখনও তিনি কথা বলেন যেমন পূর্বে কথা বলতেন, এবং এখনও তিনি শুনেন, যেমন পূর্বে শুনতেন। এটা অলীক ধারণা যে, এ যুগে তিনি শুনেন কিন্তু কথা বলেন না। বস্তুতঃ তিনি শুনেন এবং কথাও বলেন। তাঁর যাবতীয় গুণ অনাদি ও চিরস্থায়ী। তাঁর কোন গুণই নিষ্ক্রিয় নয় এবং এরূপ কখনও হবে না। তিনি সেই ওয়াহেদ, লা শারীক খোদা যাঁর কোন পুত্র নেই এবং যাঁর কোন স্ত্রী নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা, যাঁর সদৃশ দ্বিতীয় কেউ নেই এবং যাঁর ন্যায় কেউই কোন বিশেষ গুণে গুণান্বিত নয়। তাঁর তুল্য কেহ নেই, তাঁর সমগুণ সম্পন্ন কেউ নেই এবং তাঁর কোন শক্তি কমবার নয়। তিনি দূরে থেকেও নিকটে এবং নিকটে থেকেও দূরে।"

(আল্ ওসীয়্যত; পৃঃ ১০) (চলবে)

অনুবাদ ঃ **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

ওসীয়্যত দপ্তর থেকে

বাংলাদেশ মুসীর সংখ্যা বৃদ্ধিকরন সংক্রান্ত হুযূর আকদস খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের নিকট বিনীত আরজ এই, আপনারা হুযূর (আইঃ)-এর এ মোবারক আহ্বানে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে লাব্বায়েক বলুন এবং নেযামে ওসীয়্যতে সামেল হোন।

ইতোমধ্যে যে সকল মুখলেস ভ্রাতা ও ভগ্নী হুযূর (আইঃ)-এর আহ্বানে লাব্বায়েক বলে ওসীয়্যত ফরম পূরণ করে খাকসারের নিকট পেশ করেছেন। তাঁরা হচ্ছেন ঃ

(১) জনাব নাসের আহমদ - ঢাকা জামাত

(২) জনাব মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম - তেজগাঁও জামাত

(৩) মিসেস সাদেকা হক - ঢাকা জামাত

এছাড়াও বিভিন্ন জামাত থেকে মোট ৮৪ জন ভ্রাতা ও ভগ্নী ওসীয়্যত ফরম সংগ্রহ করেছেন এবং আশা করা যাচ্ছে যথাশীঘ্র সম্ভব তাঁরা ওসীয়্যতের আবেদন পেশ করবেন। যাঁরা ওসীয়্যত করেন তাঁর আধ্যাত্মিক মর্যাদায় পর্যায়ক্রমে উন্নতি করতে থাকেন এবং আল্লাহ্‌তাআলার নৈকট্য লাভ করেন। খলীফায়ে ওয়াক্তের আহ্বানে সাড়া দিতে যাতে বেশি বেশি সংখ্যক মুখলেছ ভ্রাতা ও ভগ্নী নেযামে ওসীয়্যতে দাখেল হন সেজন্য জামাতের সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।

- মোহাম্মদ ফজলুর রহমান
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত

মুনাজাতে রসূল (সঃ)

[রসূলে করীম (সঃ)-এর হৃদয়োত্তাপপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী দোয়া]

মূল সংকলন ঃ হাফেয মুযাফ্ফর আহমদ, রাবওয়া

(৪১তম ও শেষ কিস্তি)

(৪১) **আর্ রক্বীবু** - রক্ষক।

(৪২) **আল্ মুজীবু** - দোয়া গ্রহণকারী।

(৪৩) **আল্ ওয়াসি'উ** - প্রাচুর্যদাতা।

(৪৪) **আল্ হাকীমু** - পরম প্রজ্ঞাময়।

(৪৫) **আল্ ওয়াদূদু** - মমতাময়।

(৪৬) **আল্ মাজীদু** - মহা মর্যাদাবান।

(৪৭) **আল্ বা'ইসু** - পুনরুত্থানকারী।

(৪৮) **আশ্ শাহীদু** - সব স্থানে বিরাজমান।

(৪৯) **আল্ হাক্কু** - তাঁর সত্তা স্বয়ং তাঁর অস্তিত্বের সাক্ষ্যদানকারী আর সকল সত্যের ভিত্তি।

(৫০) **আল্ ওয়াকীলু** - প্রকৃত তত্ত্বাবধায়ক।

(৫১) **আল্ ক্বাবিয়্যু** - খুবই শক্তিশালী।

(৫২) **আল্ মাতীনু** - খুবই ক্ষমতাধর।

(৫৩) **আল্ ওয়ালিয়্যু** - অভিভাবক, বন্ধু।

(৫৪) **আল্ হামীদু** - সকল প্রশংসার অধিকারী, প্রশংসাময়।

(৫৫) **আল্ মুহসিয়্যু** - প্রত্যেক বস্তুকে গণনাকারী।

(৫৬) **আল্ মুবদিয়্যু** - সূচনাকারী।

(৫৭) **আল্ মু'ঈদু** - দ্বিতীয়বার সৃষ্টিকারী।

(৫৮) **আল্ মুহ্ঈ** - জীবনদানকারী।

(৫৯) **আল্ মুমীতু** - মৃত্যুদানকারী।

(৬০) **আল্ হাইয়্যু** - জীবিত ও জীবনদাতা।

(৬১) **আল্ ক্বাইয়্যুম** - চিরস্থায়ী ও স্থিতি দাতা।

(৬২) **আল্ ওয়া-জিদু** - প্রত্যেক বস্তুকে ধারণ ও নিয়ন্ত্রণকারী।

(৬৩) **আল্ মা-জিদু** - অতি সম্ভ্রান্ত সত্তা।

(৬৪) **আল্ ক্বাদিরু** - কুদরত ও মহিমার অধিকারী।

(৬৫) **আল্ মুক্বতাদিরু** - সব কুদরত ও মহিমা তাঁর কব্জায়।

(৬৬) **আল্ মুক্বদ্দিমু** - যিনি সামনে এগিয়ে দেন।

(৬৭) **আল্ মুয়াখ্খিরু** - যিনি পেছনে হটিয়ে দেন।

(৬৮) **আল্ আওওয়ালু** - সর্বপ্রথম, আদি।

(৬৯) **আল্ আখিরু** - সর্বশেষ, অন্ত।

(৭০) **আয্ যা-হিরু** - তিনি অতি প্রকাশ্য ও সব কিছু পরিশেষে তাঁর অস্তিত্ব প্রকাশ করে।

(৭১) **আল্ বা-ত্বিনু** - তিনি অতি গুপ্ত এবং প্রত্যেক বস্তুর গুড়-তত্ত্ব তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

(৭২) **আল্ ওয়ালী** - শাসনকর্তা।

(৭৩) **আল্ মুতা'আলী** - পবিত্রগুণের অধিকারী।

(৭৪) **আল্ বার্রু** - উচ্চস্তরের সদাচরণকারী।

(৭৫) **আত্ তাওয়াব** - সদয় তওবা গ্রহণকারী।

(৭৬) **আল্ মুন'ইম**- পুরস্কার দাতা।

(৭৭) **আল্ মুনতাক্বিম** - প্রত্যেক কর্মের যথোচিত শাস্তি দাতা।

(৭৮) **আল্ আফ্উ** - পাপ উপেক্ষাকারী, পাপ মোচনকারী, ক্ষমাকারী।

(৭৯) **আর্র'উফু** - পরম স্নেহ-মমতাশালী।

(৮০) **মা-লিকুল মূলকি** - রাজ্যের মালিক।

(৮১) **যূল জালাল ওয়াল ইকরাম** - প্রবল প্রতাপান্বিত এবং দান ও সম্মানের অধিকারী।

(৮২) **আল্ মুক্বসিত্ব** - ন্যায় বিচারক।

(৮৩) **আল্ জা-মি'উ** - সমবেতকারী।

(৮৪) **আল্ গনী'উ**- অভাবহীন, প্রাচুর্যশালী, বেপরওয়া।

(৮৫) **আল্ মুগনী**- অভাব দূর করেন যিনি, প্রাচুর্যদাতা।

(৮৬) **আল্ মা-নি'উ**- বাধাদানকারী।

(৮৭) **আয্ যার্রু** - দুষ্টকে শাস্তিদাতা।

(৮৮) **আন্ না-ফি'উ** - উপকার করেন যিনি।

(৮৯) **আন্ নূর** - জ্যোতিঃ দানকারী।

(৯০) **আল্ হা-দীউ** - হেদায়াতদাতা।

(৯১) **আল্ বাদী'উ** - নতুন সৃষ্টিকর্তা।

(৯২) **আল্ বা-ক্বীউ** - সর্বশেষে যিনি থাকেন।

(৯৩) **আল্ ওয়া-রিসু**- সবার উত্তরাধিকারী।

(৯৪) **আর্ রশীদু** - পুণ্য পথ দেখান যিনি।

(৯৫) **আস্ সবূর** - পরম ধৈর্যশীল।

(৯৬) **যূল 'আরশ** - আরশের অধিকারী।

(৯৭) **যূল ওয়া ক্বা-র** - প্রত্যেক কাজ দলীল ও প্রয়োজন অনুযায়ী করেন যিনি।

(৯৮) **আল্ মুতাকাল্লিমু** - কথা বলেন যিনি।

(৯৯) **আশ্ শা-ফী** - আরোগ্যদাতা।

(১০০) **আল্ কা-ফী** - সমস্ত প্রয়োজন পূর্ণ করেন যিনি।

*(১০১) **আর্ রফী'উ** - অতি উচ্চ।

*(১০২) **আর্ রফীকু** - অতি কোমল ও নম্র।

** হাদীসে উল্লেখিত এ গুণ দু'টিও সংযুক্ত করা হলো।*

কৃতজ্ঞতা স্বীকার -

- আল্হাজ্জ নূরুদ্দীন আমজাদ খান চৌধুরী
- আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক

অনুবাদ - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

মুসলিম মানসে 'খিলাফত' তথা 'উলীল আমর'

(৯ম কিস্তি)

আহমদীয়া খিলাফত

তাঁর আগে আমরা আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কথা কিছুটা আলোচনা করতে চাই। এ সম্প্রদায়ের বিশ্বাস হচ্ছে, -

প্রতিশ্রুত সেই ঈসা (আঃ) অর্থাৎ সেই মসীহ্ মাওউদ-এর আবির্ভাব ঘটে গেছে যথাসময়ে। তাদের বিশ্বাস হযরত ঈসা (আঃ)-কে অবিশ্বাসী ইহুদীরা ক্রুশে লটকিয়ে হত্যা করে তাঁকে অভিশপ্ত প্রমাণিত করতে চেয়েছিল ঠিকই; কিন্তু ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় তিনি (আঃ) মারা যান নি। ক্রুশের যন্ত্রণা ও কষ্ট তিনি ভোগ করেছিলেন, এটা ছিল তাঁর জন্য একটা কঠিন পরীক্ষা-ইব্তেলা। অন্যান্য নবীগণকে যেমন আল্লাহ্তাআলা নানাবিধ পরীক্ষায় দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেছিলেন এ পৃথিবীর বুকেই, কাউকেই আসমানে উঠিয়ে নেন নি, তেমনি তিনি একইভাবে ঈসা (আঃ)-কেও এ পৃথিবীর বুকেই উদ্ধার করে নিয়েছিলেন তাঁর সেই ইব্তেলার দুঃখ-কষ্ট থেকে। তিনি ক্রুশে মৃতবৎ হলেও মারা যান নি। হযরত ইউনুস (আঃ) যেমন তিন দিন মাছের পেটে থেকেও উদ্ধার পেয়েছিলেন, তেমনি ঈসা (আঃ)-ও তিন দিন মাটির গর্ভে থেকেও উদ্ধার লাভ করেছিলেন এবং এ নিদর্শনই তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন ইহুদীদেরকে (মথিঃ ১২ঃ৪০)। ক্রুশের পরীক্ষা থেকে পরিত্রাণ লাভের পর তিনি হারানো মেষের সন্ধানে বের হন এবং ফিলিস্তীন থেকে পারস্য ও আফগানিস্তান হয়ে হিন্দুস্তানে আসেন। তিনি তাঁর নবুওয়তের দায়িত্বাবলী পালন করেন। এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন শতাধিক বছর বয়সে। তাঁর মাজার আছে কাশ্মীরের শ্রীনগরে।

আহমদীদের বক্তব্য হচ্ছে ঃ উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার মাঝে যে ঈসা নবীর আগমনের কথা, তিনি সদৃশ অর্থে বা মিসালস্বরূপ ঈসা স্বয়ং বনী ইস্রাঈলী ঈসা নন, তিনি তো মারাই গেছেন। আর মৃত ব্যক্তিকে তো আল্লাহ্ পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাবেন না, এটা আল্লাহ্র একটি অমোঘ নিয়ম। অতএব এ উম্মতের ঈসাসদৃশ সেই নবী এ উম্মতের মধ্য থেকেই হবেন। অর্থাৎ তিনি হবেন একজন উম্মতী নবী। উম্মতী বিধায় তাঁর কোন শরীয়ত থাকবে না। তিনি আঁ হযরত (সঃ)-এর অধীন হবেন এবং কুরআনী শরীয়তের অধীন হবেন এবং সেই শরীয়তের পূর্ণ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবেন। এবং তিনিই হচ্ছেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, এবং তিনি যেমন এ উম্মতের মসীহ্ তেমনি ইমাম মাহ্দী (আঃ)। ১৯০৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। অতঃপর তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে 'খিলাফতে আহমদীয়া'।

কিন্তু, অদ্যাবধি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার দাবীগুলো যেমন কোন মুসলিম রাষ্ট্রই স্বীকার করে নি, তেমনি তাদের সেই খিলাফতকেও অন্য কেউ মান্য করে নি। বরং, তারা সবাই সেই ইমাম মাহ্দীর (আঃ) প্রতীক্ষায় দিন কাটাচ্ছেন, যিনি জাহির হয়ে যুদ্ধ করে সারা পৃথিবীতে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবেন। এবং সকল ধর্মের উপরে ইসলাম তখন বিজয়ী হবে। কেয়ামত তক্ এ বিজয় অক্ষুণ্ন থাকবে।

পক্ষান্তরে- আহমদীদের বক্তব্য হলো ঃ

মাহ্দী সম্পর্কে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পর বিরোধী বহু বর্ণনা আছে। এমন কি, মাহ্দীর নাম, বংশ জন্মস্থান, লক্ষণাবলী ইত্যাদি নিয়েও নানা বিভ্রান্তিকর বর্ণনা আছে। এ বর্ণনাগুলো নির্ভরযোগ্য নয়। এ কারণেই, খুব সম্ভব হাদীসের সহীহ্ গ্রন্থগুলিতে মাহ্দী সম্পর্ক কোনও হাদীস নেই মাত্র একটি হাদীস ছাড়া, এবং সেটি হলো ঃ

'লাল মাহ্দী ইল্লা ঈসা ইবনে মরিয়ম' - (ইবনে মাজা অর্থ ঃ ঈসা ইবনে মরিয়ম ছাড়া কোন মাহ্দী নেই) অর্থাৎ, আখেরী যামানায় যে ঈসা (আঃ)-এর আগমন ঘটবে, তিনিই হবেন উম্মতের জন্য ইমাম মাহ্দী। প্রকাশ্যই, বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি হবেন তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম ঃ 'ইমামাকুম মিনকুম' বা 'ফাআম্মাকুম মিন্কুম'। তাদের আরও কথা হলো ঃ ঈসা ও মাহ্দী একই ব্যক্তির দু'টি উপাধি। এবং মাহ্দী অস্ত্রবলে ইসলামের জয় সম্পন্ন করবেন না, করবেন ইসলামের শিক্ষার সৌন্দর্য এবং রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর ফয়েযান বা আত্মিক কল্যাণরাজির প্রকাশের মাধ্যমে। অতএব সেই কাজটি করে চলেছে তারা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই তাদের মিশানারীদের মাধ্যমে। অর্থাৎ, তরবারীর তারা ইসলামের সামগ্রিক বিজয়ের লক্ষ্যে তরবারীর বদলে কলম তুলে নিয়েছে হাতে এবং শনৈঃ শনৈঃ সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এবং এ সম্পর্কিত যাবতীয় কাজ তাদের সম্পাদিত হচ্ছে তাদের খিলাফতের মাধ্যমে। এবং তাদের এ অটল বিশ্বাস আছে যে, তারাই বিজয়ী হবে, এবং এ লক্ষ্যে সাধ্যমত সর্বপ্রকারের কুরবানী করে চলেছে তারা তাদের খলীফা আমীরুল মু'মিনীনের আদেশে ও আনুগত্যে।

আহমদীয়া তাদের খিলাফতের আওতায় কাজ করে যাচ্ছে প্রায় সারাটা পৃথিবী জুড়ে। তাদের সম্প্রদায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীতে আহমদীদের সংখ্যা বিশ কোটির কাছাকাছি। কিন্তু তাদের এ সাফল্যকে ইসলামের সাফল্য বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে না সাধারণ মসুলিম উম্মাহ্। তবে তাদের এ সাফল্যকে খাটো করে দেখেন নি অনেকেই, এমনকি বিশ্বখ্যাত ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক টয়েনবীও। তিনি হেলেনিক ইতিহাসে খৃষ্টধর্মের এবং চীনা ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন ঃ

"In the light of these historical parallel it would have been rash in the twentieth Century of the Christian Era to pronounce dogmatically that the Bahai and Ahmadi movements exotic and insignificant though they might appear to be at this time-were incapable of playing in a later chapter of Western history, the role of Christianity in Hellenic history and of the Mahayana in Sinic." (A Study of History, vol 70, p. 418) ।

টয়েনবী এখানে বলেছেন যে, হেলেনিক ইতিহাসে এক সময় খৃষ্টধর্ম এবং চৈনিক ইতিহাসে বৌদ্ধ (মহাযান) ধর্ম যে ভূমিকা পালন করেছিল, অনুরূপ ভূমিকা আগামী এক সময়ে পাশ্চাত্য ইতিহাসে বাহাই ও আহমদীয়া আন্দোলনের পক্ষে পালন করবার যে সম্ভাবনা রয়েছে, তাকে তড়িঘড়ি করে বাতিল করাটা ঠিক হবে না। টয়েনবী একথা বলেছেন, তাঁর ইতিহাস বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে। একথা ঠিক যে, বাহাই ও আহমদীয়া উভয় আন্দোলনের উৎপত্তি হয়েছে মুসলিম উম্মাহ্র মাঝ থেকে। কিন্তু ভবিষ্যতে ইসলামের জগৎ-জোড়া বিজয়ের জন্য যে পথ ও পদ্ধতির নির্দেশনা রয়েছে পবিত্র কুরআনে এবং হাদীসে, সেই পথ ও পদ্ধতির অনুসরণ থেকে বাহাই আন্দোলন সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার কোন প্রত্যাদেশের ভিত্তিতে না আছে প্রতিশ্রুত মসীহ্-এর দাবী না ইমাম মাহ্দীর। এবং এদের মাঝে না প্রতিষ্ঠিত হয়েছে খিলাফত। অতএব এ আন্দোলনটি তাদের নিজস্ব পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে গিয়ে ইসলাম থেকে আলাদা হয়ে পড়েছে, এবং একটা লোকালয় ধর্মমতের পরিগ্রহ করেছে এবং স্তিমিত হয়ে পড়ছে। এখন এই আন্দোলন না ইসলামের, না মুসলমানের। পক্ষান্তরে আহমদীয়া

আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার দাবীই হচ্ছে যে, তিনি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী। এবং তাঁর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় পর্যায়ে ইসলামী খিলাফত কায়েম হয়েছে। এবং এসব হয়েছে তাদের দাবী অনুসারে, ঐশী প্রত্যাদেশ-এর ভিত্তিতে। এবং ঐশী প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির মিথ্যা দাবীদার এবং তাঁর জামাত কখনই বেশি দিন টিকে থাকে না, শতবর্ষ ব্যাপী সচল ও ক্রমাগত বর্ধিষ্ণু থাকা তো দূরের কথা। অতএব আহমদীদের দাবী হচ্ছে, পবিত্র কুরআন ও হাদীসের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দ্বিতীয় পর্যায়ে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কথা ছিল, সেটাই আহমদীয়া খিলাফত। ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মসীহী আন্দোলনের রূপ হচ্ছে শান্তিবাদী, অহিংস ও সহিষ্ণু। এক্ষেত্রে ঈসা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম-এর সঙ্গে তাঁর পূর্বেকার গৌতম বুদ্ধের মিল রয়েছে। এবং আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতারও দাবী হচ্ছে, তিনি মুহাম্মদী মসীহ্ ঠিক যেমন ঈসা (আঃ) ছিলেন মূসায়ী মসীহ্। কাজেই মুসায়ী মসীহ্-এর মতই শান্তিপূর্ণ পন্থায় তাঁর যে আন্দোলন তার উপরে নির্যাতন হবে কঠোর আকারে যেমনটা হয়েছিল প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানদের ওপরে। তিন শতাব্দী কাল ধরে অকল্পনীয় বর্বর নির্যাতন চালিয়েছিল রোমান সম্রাটরা খৃষ্টানদের উপরে। পৌত্তলিক রোমান সম্রাটরা যেমন, ডেসাইয়াস (Decius), নীরো অবর্ণনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল প্রথম যুগের একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদের উপরে। এবং এ সব অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা বিভিন্ন গুহা কন্দরে, ক্যাটাকম্বে বা কাহাফ-এ গোপন অবস্থায় বসবাস করতে বাধ্য হতো। এরাই কুরআন বর্ণিত আসহাবে কাহাফ। এসব ভীষণ অত্যাচারের কবল থেকে তারা রেহাই পায় তখনই যখন সম্রাট কনস্টান্টাইন খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন ৩০৯ খৃঃ এবং ৩১২ খৃষ্টাব্দে আইন জারি করে খৃষ্টধর্মকে রাষ্ট্রধর্মরূপে ঘোষণা করেন। অন্যকথায়, বস্তুত তিনশ' বছর দুর্বিষহ নির্যাতন ভোগের পর খৃষ্টধর্মের বিজয় সূচিত হয়েছিল প্রকাশ্যে। একইভাবে, আহমদীদের কথা হলো, তাদের আন্দোলনও যেহেতু মসীহায়ি আন্দোলন, সেহেতু তাদেরকেও সুদীর্ঘকাল অনুরূপ নির্যাতন বরদাস্ত করতে হবে, এবং তারপর প্রকাশ্য এবং স্বীকৃত বিজয় সূচিত হবে। পৃথিবীর দেশগুলোতে আহমদীরা সংখ্যায় বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাবে, সরকারগুলি তারাই গঠন করবে; এবং এ সকল সরকার, এমন কি, রাজতান্ত্রিক হলেও, আহমদীয়া খিলাফতের আওতাভুক্ত হবে; এবং খিলাফত তখন একটি 'রাষ্ট্রসংঘ'এর রূপ পরিগ্রহ করবে; সমসাময়িক খলীফাই হবেন তাঁর সর্বমান্য নেতা তাঁর নিয়ন্ত্রণ থাকবে সবার উপরে, এবং তাঁর উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকবে ইসলামী শরীয়ার। তাঁর প্রার্থনা তাকে সদা সহায়ক রাখবে তাঁর খোদার সাথে। তিনি স্বয়ং কোন রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার দায়িত্ব নিজ হাতে নিবেন না; এবং তা সেই অবস্থায় সম্ভবও হবে না। কেননা, তখনও তাঁর প্রধান কাজ থাকবে কুরআনী শরীয়া-এর পূর্ব প্রতিষ্ঠা মানবহৃদয়গুলিতে এক আল্লাহ্র শিরকহীন ইবাদত প্রতিষ্ঠা করা, মানুষকে খোদা-মিলনের পথে পরিচালিত করা, খোদার সন্তোষের মাঝে প্রবিষ্ট হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করা। এবং এটাই হচ্ছে রাশেদ ইসলামী খিলাফত এ দ্বিতীয় পর্যায়ে যার নাম আহমদীয়া খিলাফত। এবং এ খিলাফতের হেড কোয়ার্টার বা সদর দফতর পাকিস্তানে।

কিন্তু একটি ঐতিহাসিক পরিহাস এই যে, খোদ ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানেই আহমদীয়া সম্প্রদায়কে শাসনতান্ত্রিকভাবে 'অমুসলিম' ঘোষণা করা হয়েছে ১৯৭৪ সালে। এদের বিরুদ্ধে নির্যাতনও কম হয় নি। এবং এ নির্যাতন দারুণভাবে বেড়ে যায় ১৯৮৪ সালে। তখন সামরিক ডিক্টেটর জিয়াউল হক যে, অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল, তাকে খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে রোমান সম্রাট ডেসাইয়াস-এর জারিকৃত আইনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কিন্তু তখন কোন মুসলিম রাষ্ট্রই আহমদীদের পক্ষে কথা বলে নি। এমনকি, মৌলিক মানবাধিকারের নামেও না। অতএব তাদের পক্ষে আহমদীদের খলীফাকে 'খলীফাতুল মুসলেমীন' বলে স্বীকার করার প্রশ্ন উঠতে পারে না; সে প্রশ্ন ওঠেও নি। বরং ১৯৭৪ সালে দেখা গেছে যে, শিয়া, সুন্নী, মাজহাবী, লা মাজহাবী, দেওবন্দী, ওয়াহাবী প্রভৃতি সকল ফের্কার মুসলমানরাই একজোট হয়ে আহমদী সম্প্রদায়কে সেই 'কাফির' ফতোয়া দিয়েছে। যদিও আহমদীরা মনে করে যে, এ ঘটনার মাঝে দিয়ে হাদীসের সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে, যাতে রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বলেছেন যে, তাঁর (সঃ) উম্মতের লোকেরা ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে, একদিকে থাকবে ১ ফের্কা, অপরদিকে ৭২ ফের্কা। কিন্তু, ১ ফের্কাই সঠিক পথে পরিচালিত থাকবে, বাকী ৭২ ফের্কা থাকবে আগুনের মাঝে।

সারাটা ইসলামী খিলাফতের ইতিহাসে আমরা দেখেছি যে, সমসাময়িক খলীফার কাছ থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তাদের শাসন কর্তৃত্বের বৈধতার স্বপক্ষে স্বীকৃতি নিয়েছে, সনদ গ্রহণ করেছে। কিন্তু বর্তমান কালে এ অবস্থা অব্যাহত নেই। কোন একটি মুসলিম রাষ্ট্রও আজকের পৃথিবীতে খলীফাতুল মুসলেমীনের স্বীকৃতি প্রাপ্ত নয়। বরং, তারা সবাই সেক্যুলার জাতিসংঘের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং এ সংঘের সদস্য। এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আজকের প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্রই সেক্যুলার, তা সে সৌদী আরব হোক, ইরান হোক আর পাকিস্তানই হোক; যদিও এরা প্রত্যেকেই দাবী করে যে, সে-ই ইসলামিক; যদিও এদের প্রত্যেকের চালুকৃত ইসলাম শরীয়ার মাঝে বিস্তর পার্থক্য; যদিও এ ভিন্নতাক্লিষ্ট শরীয়ার অথরিটি সরকারী আলেম সম্প্রদায়; যদিও এর শুভ সমাধানের জন্য তাদের মাথার উপরে কোনও উলীল আমর নেই, ইমাম নেই, খলীফা নেই।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন ছিল, সহায়তা ছিল। এদের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (স্যার) মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খানকে প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী করেছিলেন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা 'কায়েদে আযম' মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্। জাফরুল্লাহ্ খান অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন এক সময়। এরা দেশ বিভাগের পর ভারত থেকে পাকিস্তানে হিজরত করেছে। এসব কারণে বলা যায় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি স্বীকৃতি ছিল আহমদীয়া খিলাফতের, এবং এখনও আছে। কেননা তাদের বর্তমান খলীফা এখনও পাকিস্তানের নাগরিক। কিন্তু সেই দেশেই তাদেরকে ঘোষণা করা হয়েছে অমুসলিম।

সুতরাং সার্বিকভাবে মুসলিম উম্মাহ্র বর্তমান অবস্থা দাঁড়াচ্ছে এই যে, ওসমানীয়া খিলাফত পরিত্যক্ত ও বর্জিত, আহমদীয়া খিলাফত প্রত্যাখ্যাত ও বহিষ্কৃত। খিলাফত আন্দোলনের নীট রেজাল্ট '০' (শূন্য)। সৌদী বাদশাহ্কে খলীফা বানানোর চেষ্টা ব্যর্থ। অনুরূপ চেষ্টা সার্থক হলেও সেই খলীফাকে সারা মুসলিম উম্মাহ্ যে মানবে, এর কোনই নিশ্চয়তা নেই ঃ বরং বহু ফের্কা খন্ডিত উম্মাহ্র না মানার সম্ভাবনাই সমধিক।

অতএব এ সত্যটা আজ প্রকটিত যে, পৃথিবীর বুকে আজ এমন একটিও মুসলিম রাষ্ট্র নেই, যা খেলীফাতুল মুসলেমীন' কর্তৃক স্বীকৃতি প্রদত্ত, সনদ প্রদত্ত। তাই আজ মুসলিম উম্মাহ্কে এ কথাটা ভেবে দেখতে হবে যে, আজকের বিশ্বের কোন একটিও মুসলিম দেশের শাসন কর্তৃক তা সে প্রজাতান্ত্রিক, রাজতান্ত্রিক, আমীরতান্ত্রিক, যা-ই হোক না কেন - ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ কিনা যায়েজ কিনা। এরূপ শাসনকর্তৃত্বকে যদি বৈধ বলাই হয়, জায়েয বলা হয়, তাহলে কুরআন করীম কি তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না? রসূলুল্লাহ্র (সঃ) হাদীস বিরুদ্ধে দাঁড়বে না? আজকের পৃথিবীর কোন মুসলিম রাষ্ট্রকে কি প্রকৃত অর্থে দার-উল-ইসলাম বলে অভিহিত করা যাবে? আমার মনে হয়, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ্র ভালবাসার খাতিরে আজ দেরী হলেও এ প্রশ্নগুলোর সমাধান খোঁজা প্রয়োজন। (চলবে)

- শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

এসো কুরআন শিখি

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

আয়াত নং ৩৭ ঃ

শব্দার্থ ঃ ফা যাল্লাহুমাশ্ শায়ত্বানু - কিন্তু শয়তান তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো, **'আনহা** - এর দ্বারা, **ফাআখরজাহুমা** - এবং তাদের বের করে দিল, **মিম্মা কা-না ফীহি** - সে অবস্থান থেকে যাতে তারা ছিলো, **ওয়া কুলনা** - এবং আমরা বল্লাম, **ইহ্‌বিতূ** - তোমরা সকলে চলে যাও, **বা'যুকুম লিবা'যিন 'আদুব্বুন** - তোমাদের একাংশ অপরাংশের শত্রু, **ওয়া লাকুম ফিল আরযি** - এবং তোমাদের জন্যে এ পৃথিবীতে রইল, **মুসতাক্বরুরুন** - থাকা, **ওয়া মাতা'-উন** - এবং জীবনের উপকরণ, **ইলা-হীন** - এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত থাকা।

অনুবাদ ঃ কিন্তু এর দ্বারা শয়তান তাদের উভয়ের পদস্খলন ঘটালো এবং তাদেরকে সে অবস্থান থেকে বের করে দিলে যাতে তারা ছিল এবং আমরা বল্লাম, 'তোমরা সকলে (এখান থেকে) চলে যাও, তোমাদের একাংশ অপরাংশের শত্রু এবং তোমাদের জন্যে এ পৃথিবীতে এক (নির্দিষ্ট) সময় পর্যন্ত থাকার ও জীবনোপকরণ রইল।

আয়াত নং ৩৮ ঃ

শব্দার্থ ঃ ফাতালাক্বা আ-দামু - অতঃপর আদম শিখলো, **মির্‌রব্বিহী** - তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে, **কালিমা-তিন** - কিছু (দোয়ার) কথা, **ফাতা-বা 'আলায়হিম** - ফলে তিনি অনুগ্রহ করে তার তওবা গ্রহণ করলেন, **ইন্নাহূ হুয়া** - নিশ্চয় তিনিই, **আত্তাওয়াব** - সদয় তাওবাগ্রহণকারী, **আর্ রহীম** - বার বার কৃপাকারী।

অনুবাদ ঃ অতঃপর আদম তার প্রভু-প্রতিপালকের কাছ থেকে কিছু (দোয়ার) কথা শিখলো (এবং তদনুযায়ী দোয়া করলো)। ফলে তিনি অনুগ্রহ করে তার তওবা গ্রহণ করলেন। নিশ্চয় তিনিই সদয় তওবা গ্রহণকারী, বার বার কৃপাকারী।

আয়াত নং ৩৯ ঃ

শব্দার্থ ঃ কুল্‌না - আমরা বল্লাম, **ইহবিতূ মিনহা জামী'আন** - তোমরা সকলে এক সাথে এখান থেকে চলে যাও। **ফাইম্মা** - এরপর যখনই, **ইয়াতিয়ান্নাকুম** - তোমাদের কাছে আসে বা আসবে, **হুদান** - কোন হেদায়াত, **ফামান তাবি'আ** - তখন যারা অনুসরণ করবে, **হুদা-য়া** - আমার হোদায়াত, **ফালা খওফুন** - তখন নেই কোন ভয়, **'আলায়হিম** - তাদের, **ওয়া লাহুম** - আর না তারা, **ইয়াহ্‌যানূন** - মর্মাহত হবে।

অনুবাদ ঃ আমরা বল্লাম, 'তোমরা সকলে এক সাথে এখান থেকে চলে যাও। এরপর যখনই তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোন হেদায়াত আসে, তখন যারা আমার হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা মর্মাহতও হবে না।'

আয়াত নং ৪০ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়াল্লাযীনা কাফারূ - এবং যারা অস্বীকার করবে, **ওয়া কায্‌যাবু** - ও মিথ্যা আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করবে, **বি আ-য়া-তিনা** - আমাদের নিদর্শনাবলী, **উলা-ইকা** - এরাই, **আসহা-বুন্নার** - আগুনের অধিবাসী, **হুম ফীহা খা-লিদূন** - সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

অনুবাদ ঃ কিন্তু যারা অস্বীকার করবে ও আমাদের নিদর্শনাবলীকে মিথ্যা আখ্যায়িত করবে এরাই আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা দীর্ঘকাল থাকবে।

আয়াত নং ৪১ ঃ

শব্দার্থ ঃ ইয়া-বানী ইসরা-ঈলা - হে বনী ইসরাঈল, **উযকুরূ** - স্মরণ কর, **নি'মাতী** - আমার নেয়ামত (অর্থাৎ অনুগ্রহ), **আল্লাতী** - যে, **আন'আমতু** - নেয়ামত দান করেছিলাম, **আলায়কুম** - তোমাদেরকে, **ওয়া আওফূ** - এবং পূর্ণ কর, **বি'আহ্‌দী** - আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার, **উফি বি'আহ্‌দিকুম** - আমিও তোমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করবো, **ওয়া ইয়্যায়া** - আর কেবল আমাকেই, **ফারহাবূন** - তোমরা ভয় কর।

অনুবাদ ঃ হে বনী ইসরাঈল! তোমরা আমার সেই নেয়ামতকে (অর্থাৎ অনুগ্রহকে) স্মরণ কর, যে নেয়ামত আমি তোমাদেরকে দান করেছিলাম এবং তোমরা আমার (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। আমিও তোমাদের (সাথে কৃত) অঙ্গীকার পূর্ণ করবো, আর তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর।

আয়াত নং ৪২ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া আমিনূ - আর তোমরা ঈমান আন, **বিমা-আনযালতূ** - এর ওপর যা আমি অবতীর্ণ করেছি, **মুসাদ্দিক্বান** - পূর্ণতাদানকারীরূপে, সত্যায়নকারীরূপে, **লিমা মা'আকুম** - যা তোমাদের নিকট রয়েছে, **ওয়ালা তাকূনূ**- আর তোমরা হয়ো না, **আওওয়ালা কাফিরিম বিহী** - এর সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী, **ওয়া লা তাশ্‌তারূ** - এবং গ্রহণ করো না, বিক্রী করো না, **বিআ-য়াতী**- আমার আয়াতগুলো, **সামানান ক্বালীলান** - তুচ্ছমূল্যে (অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থ), **ওয়া ইয়্যায়া ফাত্তাকূন** - আর তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

অনুবাদ ঃ আর তোমাদের নিকট যা রয়েছে এরই পূর্ণতাদানকারীরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি এর প্রতি তোমরা ঈমান আন আর তোমরা এর সর্বপ্রথম অস্বীকারকারী হয়ো না, এবং আয়াতগুলোর বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য (অর্থাৎ পার্থিব স্বার্থ) গ্রহণ করো না, আর তোমরা শুধু আমারই তাকওয়া অবলম্বন কর।

আয়াত নং ৪৩ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়ালা তালবিসুল হাক্কা - এবং তোমরা সত্যের সাথে মিশিয়ে দিও না, **বিল বাত্বিলি** - মিথ্যার সাথে, **ওয়া তাকতুমুল হাক্কা** - এবং সত্যকে গোপন করো না, **ওয়া আনতুম তা'লামূন** - তোমরা জেনে-শুনে।

অনুবাদ ঃ এবং তোমরা জেনে-শুনে সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে দিও না এবং সত্যকে গোপন করো না।

আয়াত নং ৪৪ ঃ

শব্দার্থ ঃ ওয়া আক্বীমুস্ সলাহ্ - এবং তোমরা নামায কায়েম বা প্রতিষ্ঠা কর, **ওয়া আতুয্‌যাকা-হ্** - তোমরা যাকাত প্রদান কর, **ওয়ারকা'উ** - আর তোমরা খাঁটি উপাসনা কর, **মাআর্ রাকি'ঈন** - খাঁটি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে।

অনুবাদ ঃ আর তোমরা নামায কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর আর খাঁটি উপাসকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খাঁটি উপাসনা কর।

আয়াত নং ৪৫ ঃ

শব্দার্থ ঃ আতা'মুরূনান্নাসা - তোমরা কি লোকদেরকে নির্দেশ দাও, **বিল্ বিররি** - সৎকাজের, **ওয়া তানসাওনা আনফুসাহুম** - আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, **ওয়া আনতুম** - এবং তোমরা, **তাতলূনাল কিতা'ব** - কিতাব পাঠ কর, **আফালা-তা'ক্বিলূন** - তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না?

অনুবাদ ঃ তোমরা কি লোকদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দাও আর নিজেদেরকে ভুলে যাও, অথচ তোমরা কিতাবই পাঠ কর? তবু কি তোমরা বিবেক-বুদ্ধি খাটাবে না? (চলবে)

সংকলন - **মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান**

পুণ্য-গাঁথা

সত্যের তরে সইলেন যাঁরা,
অসীম দুঃখ-ব্যথা,
করছি কোশেশ তুলে ধরতে,
তাদের পুণ্য-গাঁথা।

যাদের পদ চারণে ধন্য
হলো এই পাপাচ্ছন্ন ভুবন,
পুণ্যাত্মাগণ জীবন ভরা,
করবে তাদের স্মরণ,

অন্ধ রাজ্যের বন্ধ কেওয়ার
করল যারা চূরমার,
স্বর্গ হতে বইয়ে আনল,
মুর্দা প্রাণে জোয়ার,

ফিরিশ্‌তারা যাঁদের পার্শ্বে
আসতো সংগোপনে,
তাঁদের শান অন্ধ জগৎ,
বুঝিবে কেমনে।

স্বর্গ হ'তে আলো নিয়ে,
আসলেন যাঁরা এই ভুবন,
বন্ধ কলব পীর-পুরোহিত,
করছে তাদের নির্যাতন।

ইমাম মাহ্‌দীর শীষ্য যাঁরা,
তাঁদের সাথেও এই ব্যবহার!
দেখল না তো অন্ধের দল,
রুদ্ধ তাদের স্বর্গ-দ্বার।

ভাবছে তবু শত্রু নাদান,
করবে সত্য নিধন,
আকাশের সেই অগ্নি শিখায়,
পড়বে ললাটে লিখন।

আল্লাহ্‌র সাথে করবে যুদ্ধ,
কে আছে এ ত্রিভুবনে,
নমরূদ, ফেরাউনের হাল,
জাহেল আনরে স্মরণে।

উতরিছে খোদার ফৌজ দেখ,
সারা জাহান জুড়ে,
হুকুম তবে কাতার,
সাড়ি রইছে দাঁড়িয়ে।

আকাশ ভরি, উঠছে নিনাদ,
ইমাম মাহ্‌দীর জয়,
আর কিছুকাল কর সবর,
দেখবে মহাপ্রলয়।

কোথা সেই আহমদী,
কোথা সেই মুসলমান,
মসীহ তেজোদ্দীপ্ত,
বুকে ভালবাসা অফুরান। (চলবে)

- মির্যা আলী আকন্দ

কাওসার

মরু-ধূলিসম তুমি ছিলে যবে,
রিক্ত শূন্য দিলে হারা
লোক মুখে ছিলে নিষ্ফল-তরু,
ফুল, ফল পত্র হারা।
আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব তখন,
তোমায় লয়ে করে খেলা।
সম্মুখে তোমার বিশাল জলধি,
ভাসালে কেবল জীবন ভেলা।
রটালে সবে তুমি আবতার, বংশ বৃদ্ধি হীন।
তোমার জীবন তোমাতেই শেষ
মরণে হবে সবই নাকি লীন
ঐশী বাণীতে কহিলেন খোদা,
তুমি কাওসার চিরকল্যাণ স্রোত
অনাদি কালের পথহারা জন,
তোমাতে পাইবে জীবন পথ
তার পর দেখি তোমার নহর,
চলেছে বয়ে উষর মরুবুক,
বাধাহীন গতি পৌছাল গিয়ে
আরব, ইরান, সিরিয়া, মিশর তক্।
ঘুরিয়া ফিরিয়া আঁকে বাঁকে উহা
ছড়াল বিশ্বময়।
দু'কূল উহার ভরিয়া উঠিল,
সবুজ বৃক্ষ গুল্ম পত্রময়।
কত সুধীজন করিল সাধনা,
বসিয়া ইহার তীরে,
ঝরালে ওতে হৃদয়ের ধন,
অর্ঘ্য তাদের ভিজিয়ে চোখের নীড়ে
ভাসিয়ে এতে জীবন তরী,
ভিড়িল যে যার আপন আলয়,
যেতে যেতে তারা বিলিয়ে গেল
উজার করিয়া অর্জিত সঞ্চয়।
বাংলায় তুমি পদ্মা মেঘনা
চীনেতে হোয়াংহো
কোথাও দজলা কোথাও ফোরাত,
ভারত ভূমে তুমিইতো সিন্ধু
তোমার কল্যাণ ঝর্ণা ধারা
যারা করিল বর্জ্যময়
তাদের সীমা নয় দূরে খুব
হবে তারা ধ্বংস সুনিশ্চয়।

-আবুল হাসান

দোয়া করা না করা

না-ই-বা যদি করলো দোয়া
মানুষ হয়ে দুনিয়ায়,
অশান্তিতে কাটবে জীবন, কাটবে হতাশায়
ভবিষ্যতে পড়বে কঠিন দুর্দশায়।
সত্য ছেড়ে মিথ্যার আশ্রয়
লইবে যে কেউ বারংবার
যাবে খুলে কষ্টের দুয়ার
না করিলে ইস্তিগফার।
ভুল করিয়া ভুলকে যদি
না করে স্বীকার
নিজের হাতেই খুলবে নিজেই
নিজের কারাগার।
রাব্বিজ্ আল্‌নী মোবারাকান
হায়সু মা কুন্ত
হে প্রিয় প্রভু আমার!
যখন যেথায় থাকি আমি
হয় যেন বরকত তোমার
একান্ত মোর সাথী।
এ দোয়াটি পড়বে যে কেউ
হৃদয় দিয়ে ঈমানদার
থাকবে খোলা দয়ার দুয়ার
মহান আল্লাহ্‌তাআলার।
রুদ্ধদ্বারে বসে যে কেউ
করবে দোয়া মার্জনার
অনায়াসে মিলবে ক্ষমা
গফুরুর্ রহীম খোদার।

- শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ

বিশেষ তবলীগী সার্কুলার

এতদ্দ্বারা জামাতের আনসার, খোদ্দাম ও লাজনার সদস্য-সদস্যাদের জন্য তবলীগী বিভাগ থেকে তবলীগী পত্র *[কোন অপরিচিত ব্যক্তির ঠিকানা আপনি পেয়ে থাকলে তাকে উদ্দেশ্য করে একটি তবলীগী দাওয়াতপত্র লিখতে হবে]* লিখন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। এ তবলীগী পত্র ৩০০ থেকে ৫০০ শব্দের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কাগজের এক পিঠে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখতে হবে। টাইপ বা কম্পিউটার কম্পোজ গ্রহণীয় নয়। পত্রের উপস্থাপনা ও সুন্দর হাতের লেখা ফলাফলের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে। আকর্ষণীয় বেশ কিছু পত্র পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হবে।

এছাড়া তবলীগী পত্র ও লিটারেচার ডাকযোগে বিতরণের জন্য বিভিন্ন পেশার ও গণ্যমান্য ব্যক্তির ঠিকানা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় তবলীগ বিভাগে জমা দেয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ঠিকানা সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টরীর সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

আল্লাহ্‌তাআলা আমাদিগকে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করার তৌফীক দিন, আমীন।

ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ

নসীহত

'নসীহত' শব্দের অর্থ হলো অন্যকে উপদেশ প্রদান করা বা কল্যাণের দিকে আহ্বান করা। যদি জিজ্ঞেস করি এ নসীহতকারীর সংখ্যা বা উপায় উপকরণ পূর্বাপেক্ষা বেড়েছে না কমেছে? তবে সবাই একবাক্যে বলবেন, শুধু বেড়েছে বললে ভুল হবে, বলতে হবে গাণিতিক হারে বেড়েছে। এখন যদি জিজ্ঞেস করি নসীহতকারীর সংখ্যা আর উপায় উপকরণ যদি বেড়ে থাকে তবে মানুষ কেন পূর্বাপেক্ষা বেশি পাপের পথে পা বাড়াচ্ছে? আর কেনই বা দাজ্জালের গোলা বারুদের আঘাতে হাজার হাজার নর-নারী সহ অসংখ্য অবুঝ শিশুর বুক ঝাঁঝড়া হয়ে যাচ্ছে। কেনইবা ওরা মানুষের রক্তের গন্ধে সুন্দর সুজলা-সুফলা পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এ প্রশ্নের উত্তর তালাশ করতে যেয়ে আমার দৃষ্টিতে যে বিষয়টি ধরা পড়েছে তা হলো নসীহতকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কি ইহুদী নাসারা হিন্দু আর মুসলিম সবাই স্বীয় ধর্মীয় শিক্ষাকে কেবলমাত্র জিহ্বার উচ্চারণের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছে? বাস্তব জীবনে এর প্রয়োগের চরম গাফেলতী। পশ্চিমের খৃষ্টান সম্প্রদায়, যারা বর্তমান বিশ্বের নীতি নির্ধারণের একক দাবীদার। তারা দজ্জালী সিফতের বিকাশকল্পে নিজেরাই মানুষের রুটির মালিক বনে গিয়েছে। প্রথমে তাদের ধর্ম-গুরু হযরত ঈসা মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ) নসীহতকারীদের সম্বন্ধে যে অমূল্য নসীহত করে গিয়েছেন এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি; তিনি বলেন, "তোমরা শুনেছ বলা হয়েছে, চোখের বদলে চোখ এবং দাতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলছি, তোমাদের সাথে যে খারাপ ব্যবহার করে, তার বিরুদ্ধে কিছুই করো না। বরং তোমার ডান গালেতে চড় মারে তাকে অন্য গালেও চড় মারতে দাও। যে কেউ তোমার কোর্তা নেওয়ার জন্য মামলা করতে চায় তাকে তোমার চাদরটিও দিয়ে দাও" (মথি ৫ঃ৩৮-৪৩)। শত্রুকে শাস্তির বদলে মহব্বত করা সম্বন্ধে হযরত ঈসা মসীহ্ (আঃ) বলেন' "তোমরা শুনেছ, বলা হয়েছে, "তোমরা প্রতিবেশীকে মহব্বত করবে, এবং শত্রুকে ঘৃণা করবে। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে, তোমরা তোমাদের শত্রুকেও মহব্বত করবে। যারা তোমাদের উপর অত্যাচার করে তাদের জন্য দোয়া করবে, যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গীয় পিতার ন্যায় হতে পার। তিনিও ভাল -মন্দ সবার উপরে তাঁর সূর্য উঠান এবং সৎ ও অসৎ লোকের উপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। যারা তোমাদের মহব্বত করে কেবল মাত্র তাদেরই যদি তোমরা মহব্বত করো, তবে তোমরা কী পুরস্কার পাবে? কর আদায়কারীরাও কি তাই করে না? আর যদি তোমরা কেবল তোমাদের ভাইদের সালাম জানাও, তবে অন্যদের তুলনায় ভাল আর কি করছ? ইহুদীরাও কি তাই করে না? এজন্য বলি, তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন খাঁটি, তোমরাও তেমন খাঁটি হয়ে যাও" (মথি ৫ঃ ৪৩-৪৮)।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রবক্তা হিসাবে খ্যাত খৃষ্টান সম্প্রদায় তাদের পুরানো শত্রু ইহুদীদের সাথে হাত মিলিয়ে, সন্ত্রাসবাদ নির্মূলের দোহাই দিয়ে নিজেরাই ভয়াবহ সন্ত্রাসী আক্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীর তেল সম্পদে সমৃদ্ধশালী দেশগুলোর গণতন্ত্র ধূলিসাৎ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলছে। ইহুদী আর নাসারাদের এ নগ্ন সন্ত্রাসবাদের শিকারে পরিণত হয়ে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার নিরীহ জনসাধারণকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এদের অত্যাচার আর নির্যাতনে প্রতিটি জনপদের মাতৃতুল্য নারী সমাজ আজ স্বীয় ইজ্জতের হেফাযতে শংকিত। এদের মুখের কথার সাথে কাজের সমন্বয় না থাকার কারণেই বার বার গণতন্ত্রের নসীহত ব্যাহত হচ্ছে। নলের বলে বলিয়ান হয়ে কোন ভৌগলিক সীমানা জয় করা যায়। এটা কখনোই শান্তি স্থাপনের স্থায়ী সমাধান নয়। শান্তি স্থাপন করতে হ'লে প্রয়োজন কথা আর কাজের সমন্বয়। মুসলিম মিল্লাতের নসীহতকারীদের কথা আর কাজের সমন্বয় সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন তা বল যা কর না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এ অত্যন্ত ঘৃণিত যে, তোমরা তা বল যা কর না" (সূরা আস্ সাফ্‌ফ)।

এ আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন করীমের অনুসারী মুসলিম জাতি অপরকে যা নসীহত করবে, এর উপর নিজে আমল করবে। বড় বড় বুলি আর ফাঁকা বক্তৃতা - বিবৃতি কোন কাজে আসে না। এমনতর নসীহত যার প্রতি নসীহতকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আমল করে না তা অবশ্যই পরিতাজ্য। বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে সূরা আলে ইমরানের ১০৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, এবং তোমাদের মাঝে এমন এক জামাত সর্বদা বিদ্যমান থাকা দরকার যারা লোকদিগকে কল্যাণের প্রতি এগিয়ে আসার নসীহত করবে, তারা তাদেরকে ন্যায়সঙ্গত কাজের আদেশ দিবে আর অসঙ্গত কাজ হতে বিরত রাখবে। বস্তুত এরাই সফলতা লাভ করবে। নসীহতের পদ্ধতি সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তাআলা বর্ণনা করেনঃ

"এবং সেই ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে অধিক উত্তম যে লোকদিগকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করে এবং সৎকর্ম সাধন করে, এবং বলে, আমি আত্ম-সমর্পণকারীগণের অন্তর্গত? বস্তুত ভাল এবং মন্দ সমান নয়; অতএব তুমি তদ্দ্বারা (মন্দকে) প্রতিহত কর যা সর্বোত্তম, ফলে সহসা সেই ব্যক্তি যার মাঝে এবং তোমার মাঝে শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় হয়ে যাবে" (সূরা হামীম আস্ সাজদা ঃ ৩৪-৩৫) মানুষকে নসীহত করা এমন একটি কাজ যে, এ কাজটি বাস্তবায়নের জন্য সর্বপ্রথম নিজেকে নসীহতের বিষয়-বস্তু দিয়ে অতি উত্তম সাজে সজ্জিত করা প্রয়োজন। এর পরে যখন পৃথিবীর দিক্‌ভ্রান্ত মানুষগুলোকে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের নসীহত করা হয়, তখন নসীহতকারীর প্রতি অবর্ণনীয় অত্যাচার-নির্যাতন আরম্ভ হয়ে যায়। নসীহতকারীকে এমতাবস্থায় ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও দোয়ার মাধ্যমে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে। তিক্ত হলেও সত্য যে, মুসলিম মিল্লাত স্বীয় ধর্মের এহেন সুন্দর সুমধুর দিক-নির্দেশনার পরিবর্তে ইহুদী নাসারাদের পদাঙ্ক অনুকরণে অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে।

অথচ গত শতকের মধ্যভাগে আলেম উলামা-পবিত্র কুরআন সুন্নাহ্, হাদীস ও ইতিহাসের আলোকে জীবন-ভিত্তিক বাস্তব -ধর্মী ওয়াজ-নসীহত করতেন। তাঁদের সুন্দর সুললিত কণ্ঠ আর যুক্তিতে মুগ্ধ হয়ে জনগণ স্ব-স্ব আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবারণের মানসিকতায় অধিক আগ্রহ সহকারে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। এবং সেসব নসীহতের আলোকে, 'মু'মিন আয়নায়' স্বীয় চেহারা অবলোকন করে, ঈমান ও আমলের পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে পারলোকে অনন্ত জীবনের মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করতেন।

বর্তমান যামানাতে নসীহতের কাজে নিয়োজিত আলেম-উলামার সংখ্যা অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং সেই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে জনগণের কর্ণকুহরে নসীহতের শব্দমালা পৌঁছে দেয়ার উপায়-উপকরণ। যেমন মাইক, রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিআর, ভিসিপি, টেলিফোন, ইন্টারকম, ইন্টারনেট আরো কতো কি! আনন্দের বিষয় হচ্ছে, উলামা সমাজ এককালে এগুলো ব্যবহার না করার ফতওয়ার খোলস পরিবর্তন করে আজকাল বহুলাকারে ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। যেই মাইক নামক যন্ত্রটি একদিন মসজিদের নামাযের জন্য আযানের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল, সেই মাইক দিয়ে বর্তমানে শহরের রাজপথগুলো বন্ধ করে জনগণের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে নানাভাব-ভঙ্গিতে ইসলামের দোহাই দিয়ে নসীহতের কাজ করা হচ্ছে। মুসলিম বিশ্বের বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ব্যবহার করে ইসলামের প্রতি বিশ্ববাসীকে অহরহ নসীহত ক'রে চলছে। কোন কোন দেশে আবার সাংবিধানিক ভাবে শরীয়া আইন জারী ক'রে ইসলামী নসীহতকারীগণ জনগণকে তাদের নসীহত পালন করতে বাধ্য করছে। এদের দেখাদেখি আমাদের দেশের আলেম উলামাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কব্জা করে পবিত্র কুরআনের আইন ও সৎ লোকের শাসন কায়েম করার নসীহত করতে যেয়ে প্রতিনিয়ত মিছিল, মিটিং স্লোগান আর হরতালের মাধ্যমে রাজপথগুলোকে প্রকম্পিত করে তুলছে। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের কতিপয় সংগঠনের আচার-আচরণ দেখে মনে হচ্ছে, তারাও ইসলামের নসীহতের প্রতি মানুষের প্রত্যাবর্তন বাধ্যতামূলক করতে ইহুদী নাসারাদের ন্যায় ভয়াবহ ধ্বংস সাধনকারী 'বোমা' নামক যন্ত্রটি ব্যবহার করতে শুরু করেছে। অথচ ইসলাম ধর্মের কোথাও সন্ত্রাসের মোকাবেলা সন্ত্রাসের মাধ্যমে করার অনুমতি দেয়া হয় নি। বলা হয়েছে, "তোমরা মন্দের মোকাবেলা কর উত্তম (নমুনা) দিয়ে।" তুমি তোমার ভাইকে ভাই নসীহত কর, যা তুমি তোমার নিজের জন্য পসন্দ করে থাক। তোমরা কেন তা বল যার উপর নিজে আমল করো না ইত্যাদি। কয়েক বছর পূর্বে আমার এক বন্ধু ইসলামী জলসায় নসীহতের উদ্দেশ্যে আগত একজন প্রখ্যাত মৌলানা সাহেবকে সাহস করে ওয়াজে বর্ণিত নসীহতের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আমলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা মাত্র, মৌলানা সাহেব স্বভাবসিদ্ধভাবে চিৎকার করে ধমকের স্বরে বলে উঠলেন, "এ্যায় সিয়ারা খামশ হও! এক কমবখ্ত আমার ব্যক্তিগত আমলের প্রতি আঙ্গুল উঠিয়েছে! আমি তোমাদের বলতে চাই, আমি আমার নিজের চরিত্রের অনুকরণ করার নসীহত করতে আসি নি। এসেছি আল্লাহ্‌র কুরআন আর তাঁর রসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সঃ)-এর প্রতি আকৃষ্ট করার নসীহত করতে। তাই স্পষ্টভাবে বলে যাই, আল্লাহ্‌র দীনের খেদমতে নিয়োজিত আলেমগণের চরিত্রের প্রতি 'কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের ন্যায়' আঙ্গুল না উঠিয়ে যদি জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচতে চাও, তবে আলেমদের নসীহতের উপর আমল কর। মনে রাখবে তোমাদের কেউ আমার কবরে যাবে না আর আমিও তোমাদের কবরে যাব না! উল্লেখিত নসীহতকারীর নসীহত অমান্যকারীরা জাহান্নামী হবে কি না, সে বিষয়ে নসীহতের যারা শ্রোতা তারাই বিবেচনা করবেন। আমি শুধু বলতে চাই, কোন আহমদী মুসলমান বা কাদিয়ানী ওলামার আমলের প্রতি আঙ্গুল তুলেন নি, যাদের নসীহতের সাথে আমলের মিল নেই, তাদের প্রতি চৌদ্দশ' বছর পূর্বে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, **আতামুরুন্নাসা কিল্‌বির্‌রে ওয়া তানসাওনা আনফুসাকম ওয়া আনতুম তাতুলুনাল্ কিতাবা আফালা তাক্বিলূনা** অর্থাৎ তোমরা লোকদিগকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও। অথচ তোমরা কিতাব পাঠ করে থাক, তোমরা কি তোমাদের বিবেক-বুদ্ধিকে কোনই কাজে লাগাবে না" (সূরা আল্ বাকারা ঃ ৪৫)।

হযরত হিসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি হুযূর (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এর ফলে তার নাড়ি-ভূঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটাকে নিয়ে এমনভাবে চক্কর দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চাক্কীর মাঝে ঘুরে থাকে। জাহান্নামীরা তার চার পাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার এহেন অবস্থা কেন? তুমি কি লোকদিগকে সৎ কাজের নসীহত করতে না এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতে না? সে উত্তরে বলবে, হ্যাঁ, আমি লোকদিগকে সৎ কাজের নসীহত করতাম কিন্তু নিজে উহা করতাম না; আমি অন্যদের খারাপ কাজ হতে বিরত থাকার নসীহত করতাম, কিন্তু আমি নিজেই সেই খারাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম" (বুখারী, মুসলিম)।

হাদীসে রসূল যেখানে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সমাজের মাঝে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে যারা ইসলামের নসীহতকারী তাদের কৃত নসীহতের সাথে কাজের সমন্বয় থাকতে হবে, আর মৌলভী সাহেব বলছেন, আমার খাসলত নয়, আমার নসীহত মেনে চল। নচেৎ কাদিয়ানী -স্বভাববশত জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হ'তে হবে। আল্লাহ্ এদের মাফ করুন। হুযূর (সঃ) বলেছেন ঃ মানুষের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র হরফগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো হবে বাহ্যিক

আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মাঝে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। তাদের থেকে ফেৎনা-ফাসাদ উঠবে আবার তাদের মাঝে তা ফিরে যাবে।" তিনি আরো বলেন, অতঃপর আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) আগমন করবেন। তোমরা তাঁর আগমন-বার্তা শুনা মাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়াত গ্রহণ করবে" (ইবনে মাজা, মিশকাত, বায়হাকী)। রসূলে করীম (সঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক, আলেম সমাজের আমলহীন নসীহতের অবসানকল্পে যথাসময়ে আল্লাহ্‌র খলীফা প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) আগমন করেছেন। তিনি (আঃ) মুসলিম জাহানের আলেম সমাজের প্রতি নসীহত করতে যেয়ে বলেন, "হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করতে ব্যস্ত হবেন না; কারণ এরূপ অসংখ্য নিগুঢ় রহস্য রয়েছে যা মানুষ তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারে না। কথা শুনা মাত্রই তা বাতিল করতে উদ্যত হবেন না, কারণ এটা তাক্‌ওয়া বা খোদা-ভীতির পদ্ধতি নয়। আপনাদের মাঝে যদি কোন ভ্রান্তি সৃষ্টি না হ'ত এবং আপনারা যদি কোন কোন হাদীসের বিপরীত অর্থ না করতেন, তবে হাকামান আদলান হিসাবে যে মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আগমনের কথা রয়েছে, তাঁর আগমনই বৃথা হ'ত। ... আপনাদের ধর্ম-বিশ্বাস অনুযায়ী যে কাজের উদ্দেশ্যে মসীহ্ ইবনে-মরিয়ম আসমান হ'তে অবতীর্ণ হবেন অর্থাৎ মাহ্‌দীর সঙ্গে মিলিত হয়ে মানুষকে বল প্রয়োগে মুসলমান করার জন্য যুদ্ধ করবেন, এ এরূপ এক 'বিশ্বাস' যা ইসলাম ধর্মের দুর্নামের কারণ। কুরআন শরীফে কোথায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মের জন্য বল প্রয়োগ করা সঙ্গত? পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে বর্ণনা করেছেন, **লা ইকরহা ফিদ্দীন**' ধর্মে কোন বল প্রয়োগ নেই (বাকারা ঃ ২৫৭)। অতঃপর হযরত মসীহ্ ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে বল প্রয়োগের অধিকার কেমন করে দেয়া হবে! সমস্ত কুরআন করীম বার বার বলছে, ধর্মে বল প্রয়োগ নেই এবং স্পষ্ট বলছে যে, আঁ হযরত (সঃ)-এর জামানাতে যে সকল যুদ্ধ হয়েছিল তা শক্তির বলে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে করা হয় নি বরং উহা ছিল ঃ শাস্তিস্বরূপ, আত্মরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে। এ তিনটি কারণ ব্যতীত হুযূর পাক (সঃ)-এর খলীফাগণও কোন যুদ্ধ করেন নি। বরং ইসলাম অন্যান্য জাতির অত্যাচার এত সহ্য করেছে যে, অপর কোন জাতির ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় সেই ঈসা মসীহ্ ও মাহ্‌দী কেমন হবেন যিনি এসেই লোকদেরকে হত্যা করা আরম্ভ করবেন!" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল নামক হাদীস গ্রন্থে প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আঃ)-এর কার্যাবলী সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, "তোমাদের মাঝে যারা জীবিত থাকবে তারা দেখতে পাবে ঈসা ইবনে মরিয়মকে ন্যায়-বিচারক ইমাম মাহ্‌দীরূপে। তিনি ক্রুশীয় বিশ্বাসনির্মূল করবেন এবং শূকর (বদযবান ও নির্লজ্জ ব্যক্তিদিগকে রূহানীভাবে) নিধন করবেন ও ধর্ম যুদ্ধ রহিত করবেন।" হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহের মাধ্যমে যেখানে ধর্মের নামে যুদ্ধ রহিত হবার ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেখানে আলেম সমাজ যুদ্ধবাজ মাহ্‌দীর আগমনের কথা প্রচার করে ইসলামের প্রতি অমুসলমানদের ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারছে না। আল্লাহ্‌তাআলা মাহ্‌দী মা'হূদ ও মসীহ্ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে হুযূর (সঃ)-এর হাদীস মোতাবেক তরবারীর পরিবর্তে কলম দান করেছেন। যেমনটি তাঁর প্রতি ইলহাম করা হয়েছে। "এ আলীর পুস্তকাবলী হযরত আলীর (রাঃ) তরবারী যুলফিকারের তুল্য" (তাযকিরা)। যদ্বারা ইসলামের শত্রুকে নাস্তানাবুদ করা হবে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) বলেন, "এক যামানাতে তরবারীর সাহায্যে বহু কাজ সমাধা হয়েছিল। যখন সে তরবারী হযরত আলীর (রাঃ) হ'তে ছিল। এ আখেরী যামানায় সে তরবারী আমাকে প্রদান করা হয়েছে। এভাবে যে কাজ তরবারীর মাধ্যমে ইসলামের স্বপক্ষে তখন সংঘটিত হয়েছিল। এখন সে কাজ আমার কলমের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।" তিনি আরো বলেন, অস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে ইসলামের বিজয়ে তেমন কোন সার্থকতা নেই। কুরআনের অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে রূহানী কামালত প্রদর্শনকারী মোজাহেদগণের মাধ্যমে মানব-হৃদয়ের উপর যে আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার হয় অথবা যে বিজয় সাধিত হয় তা-ই প্রকৃত বিজয় (ইযালায়ে আওহাম)। এমতাবস্থায় মুসলিম জাহানের যেসব আলেম-মাশায়েখ যারা অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করে আর বোমার আঘাতে ইসলামের বিজয়ের ব্যর্থ কসরতে রত রয়েছেন তাদের প্রতি অধমের বিনীত নিবেদন আপনারা আপনাদের এলেমকে আগুনের কুন্ডলিতে পরিণত করা হতে বিরত থাকুন। কেননা, এর ফলে ইসলামের লাভের চেয়ে ক্ষতি হচ্ছে অনেক বেশি। পবিত্র কুরআন হাদীস হতে প্রমাণিত যে, আখেরী যামানাতে ইসলাম দাজ্জাল কর্তৃক ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হবে। সেই দজ্জালের সাথে যুদ্ধ করে কারো পক্ষেই জয় লাভ করা সম্ভব নয়। ওদের ধ্বংস যজ্ঞ হতে শুধু তারাই রক্ষা পাবে যারা ইমাম মাহ্‌দীর পতাকাতলে সমবেত হয়ে তূর পর্বতে অর্থাৎ পবিত্র কুরআন করীমের শিক্ষার উপরে পরিপূর্ণ আমল, তওবা ইস্‌তিগফার ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্‌তাআলার সন্তুষ্টি লাভ করতে সক্ষম হবে। অতএব আসুন অযথা সময় ক্ষেপণ না করে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আইঃ)-এর মোবারক হাতে বয়াত গ্রহণ করে সন্ত্রাসের পথ পরিহার করে, কলমী ও আমলী জেহাদের মাধ্যমে অর্থাৎ প্রেম-প্রীতি দয়া-মায়া এবং জন সেবার দ্বারা ইসলাম প্রচারের কাজকে তরান্বিত করি। সেই সাথে খোদাতাআলার দরবারে সিজদাহ্‌তে পতিত হয়ে যুগ-ইমামের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, হে আল্লাহ্! তুমি সকলকে হেদায়াতের পথ দেখাও।

- মোহাম্মদ মজিদুল ইসলাম
মোয়াল্লেম

আমার জীবন, আমার সংগ্রাম ঃ

আমার আহমদীয়ত গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা

(৩য় ও শেষ কিস্তি)

বয়াতের পর ভাবলাম, সত্যকে গোপন রাখার পরিণাম সবসময়ই খারাপ হয়ে থাকে। আমার প্রতি জনগণের বিপুল শ্রদ্ধা ভক্তি থাকায় হঠাৎ বয়াতের কথা ফাঁস হয়ে গেলে মানুষ আমাকে বিশ্বাসঘাতক ভাববে। তাই পরবর্তী জুমুআয় বিষয়টাকে পরীক্ষামূলকভাবে হালকা করে উপস্থাপন করলাম। খুতবার বিষয়-বস্তু নির্বাচন করলাম। "মুসলমানদের সামাজিক অবনতির কারণ ও এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায়"। এক পর্যায়ে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বল্লাম ঃ যদি বর্তমান বিশ্বে কেউ সত্যিকারের মুসলিম থেকে থাকে, তাহলে সেটা আহমদীয়া সম্প্রদায়। আয়াতে ইস্তিখলাফ অনুযায়ী একমাত্র তারাই খাঁটি মুসলমান। ৭২ দল ভ্রান্ত, একথা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আপনারা ভারাটিয়া মৌলভীদের কথায় কান দিবেন না। তারা এতীম-মিসকীনের অধিকার গ্রাস করে। পরের ঘরে খেয়ে খেয়ে তারা দলাদলি, লাঠালাঠি করে। পাঁচ জন মাওলানা একত্র হলে তারা ছয়টি দল করে। আমার নবীর আদর্শ এমন ছিল না। গায়ে চর্বি জমিয়ে নয়, বরং পেটে পাথর বেঁধে ইসলামের সেবা করেছেন, ইত্যাদি।

দু'দিন পর কতিপয় মাওলানা এসে আমার আহমদীদের প্রসঙ্গে বলা কথাটির ব্যাখ্যা চান। আমি কড়া ভাষায় বল্লাম ঃ বর্তমান মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা ও আলেমদের চাল-চলন ইহুদী প্রকৃতির-এতে আমার সন্দেহ নেই। কিন্তু আহমদীদের ব্যাপারে যতদূর পড়াশুনা করেছি, সে অনুপাতে তারা খাঁটি মুসলিম বলেই মনে হয়। অবশ্য এখনও তাদের ব্যাপারে পড়া-শুনা শেষ হয় নি। আরও জেনে চূড়ান্ত মন্তব্য কর।

জন সমর্থন আমার পক্ষে থাকায় চেঁচামেচি করে তারা চলে যায়। আমার বিরুদ্ধে তেমন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করল না। বয়াতের পূর্বে এত শক্তিশালী দলীল পেশ করতে পারতাম না। বয়াতের পর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ২০/২২ জন মাওলানার সাথে প্রায়ই আমার তর্কযুদ্ধ হ'ত। পরাজিত হয়ে তারা এই বলে চলে যেত যে, এসব বাজে বিষয়ের উপর আমরা খাঁটাখাঁটি করি নি। তাই দলীল-প্রমাণও জানি না। জানতেও হবে না।

একদিন ঘটে গেল বিপরীত কান্ড। বাইশ গ্রামের তবলীগ জামাতের আমীর মোতালেব মাওলানা আমার ওফাতে ঈসা বিষয়ক দৃষ্টি ভঙ্গির কথা জানলেন। কয়েকবার আমি তাঁকে বিভিন্ন বিষয়ে তর্ক-যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলাম। এ সুযোগে তার অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা দাবানলের মত জ্বলে উঠল। দশবারজন আলেম ও সর্দার নিয়ে একদিন রাতে তিনি সে বিষয়ে কথা বলতে আমার বাসায় এলেন। মাত্র দশ মিনিট কথা বলার পরই তাঁর ইলমের গৌরব ভূলুণ্ঠিত হ'ল। তখন সেই লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন ও বল্লেন ঃ তাহলে চলুন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বড় হুযূরের ধারে। এক পর্যায়ে তারা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আমাকে নিয়ে যেতে উদ্যত হলে আমার লোকজন এসে আমাকে রক্ষা করে। রাত তখন একটা বাজে। পরদিন সকালে এলাকাবাসীর চাপে তারা আমার নিকট এসে ক্ষমা চায়।

অতঃপর তারা আমার নিকট বহসের ডেট চায়। পরিস্থিতির সার্বিক বিবেচনায় আমি বহস করতে রাজী হই। বল্লাম ঃ আগামী মঙ্গলবার আমার বাসায় এসে ডেট নিবেন। এ ফাঁকে ঢাকাতে এসে মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান ও মাওলানা সালেহ আহমদ সাহেবের নিকট থেকে পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ সংগ্রহ করে ফেলি। আমার দৃঢ়তা দেখে তারা ঘাবড়ে গেছেন এবং ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করলেন। দুর্গারামপুর ও তারুয়া জামাতে যেয়ে আমার বয়াতের বিষয়ে খোঁজ নেন। উভয় জামাতের আহমদীরা বলেছেন ঃ ৭/৮ মাস পূর্বেই আমি বয়াত করেছি। অবশ্য এর মাঝে কোন খোদায়ী পরিকল্পনা থাকতে পারে। এদিকে আলেমদের জন্যে এ সংবাদ ছিল এক মহা বিজয়। তাদের কেল্লা ফতেহ্। দীর্ঘকাল তারা আমার নিকট পরাধীন ছিল। আমার মুকুটহীন সাম্রাজ্যে তারা স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করল। স্থানীয় ইউ, পি, চেয়ারম্যানের নিকট তারা ডাক্তার শরীয়ত উল্লাহ্ সাহেবের বিরুদ্ধে নালিশ করল যে, তাঁর সংগঠনের লোক দ্বারা কেন আমাদের মসজিদে ইমামতী করালেন? বিচার না করলে স্থানীয় আহমদী বাড়ীগুলোতে অগ্নি সংযোগের হুমকি দেয় তারা চেয়ারম্যানের সামনে দাঁড়িয়ে। শরিয়ত উল্লাহ্ সাহেব এলাকার প্রভাবশালী লোক। সুতরাং সহজে তিনি সেই প্রশ্নের জবাব দিলেন।

এদিকে বহসের ডেট নিতে এসে তারা আমার নিকট প্রথমেই জানতে চাইল ঃ আমি আহমদী কি না। বল্লাম ঃ আহমদী, সুন্নী, রেজবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি শব্দ কুরআনে নেই। কুরআন সুন্নাহ্র বাইরে আমি কিছু মানি না, বুঝি না। আপনাদের সাথে আমার কথা ছিল কুরআন দ্বারা ঈসা (আঃ)-এর জীবন মৃত্যু নির্ধারণ করা। আমি খৃষ্টান হ'লে বহসের সাথে এর সম্পর্ক কী? এরপর একজন সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে আসল বিষয়টি বলার অনুরোধ করলেন। বল্লাম ঃ যদি ঈসা (আঃ) আকাশে জীবিত হন তাহলে আমি আহমদী নই। আর যদি মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তাহলে আমি আহমদী। সেই দিনগুলোতে সমস্ত এলাকায় একই বিষয় আলোচনা হ'ত। বাজারে, দোকানে, পথে-ঘাটে, লঞ্চে সর্বত্র এ আলোচনা। বিভিন্ন এলাকা থেকে দলে দলে মানুষ আমাকে এক নজর দেখতে আসত। আমার নাম পড়েছিল "ঈসা মারা মাওলানা"।

আমি প্রস্তাব করলাম, "বহসের শর্তাবলী নির্ধারিত করা হোক, তার পর ডেট নির্ধারণ করা হবে। মজলিসে পিন পতন নীরবতা। সবাই ভাবছে কী কী শর্ত হতে পারে।" কিন্তু কারও ভিতর থেকে কিছু বের হচ্ছে না দেখে বল্লাম ঃ আমি একটি ডাটা প্রস্তুত করেছি। আপনাদের কোন সংশোধনী থাকলে বলুন। সবাই আমাকে পড়তে বল্ল। উল্লেখ্য, এর আগের দিন আমি বি-বাড়ীয়া জামাতের আমীর সাহেবের সাথে কথা বলেছি। আমীর সাহেব বল্লেন ঃ জামাতের পক্ষ থেকে বহসের অনুমতি নেই। যেহেতু কথা দিয়ে ফেলেছেন, যান আপনার জন্যে আমরা দোয়া করব। শফিউল আলম বরকত সাহেব বল্লেন ঃ পুরো অনুষ্ঠানটি ভিডিও করার খরচাদি আমি বহন করব। মোয়াল্লেম মজিদুল ইসলাম সাহেব বল্লেন ঃ অন্তত দেড় শত খোদ্দামকে অপরিচিত দর্শক হিসেবে আপনার বডিগার্ড হিসেবে পাঠানার চেষ্টা করব। এছাড়া এলাকার ৮০% মানুষ তখন আমার পক্ষে ছিল। এলাকার জনসমর্থন। সর্বোপরি আল্লাহ্র উপর পূর্ণ বিশ্বাসই ছিল আমার মূল শক্তি। দেড় শ' খোদ্দামের প্রতিশ্রুতি আমার অতিরিক্ত পাওনা।

বহসের শর্তাবলী

দাবী ঃ পবিত্র কুরআন হাদীসের আলোকে ঈসা (আঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। (১) একজন বিশিষ্ট নিরপেক্ষ আলেম সভাপতি হবেন। নিরপেক্ষ বলতে বহস অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার পূর্বে সমবেত শ্রোতামন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত বাক্য পাঠ করবেন যে, "ঈসা (আঃ) জীবিত কি মৃত, এ ব্যাপারে আমার নির্দিষ্ট কোন মতামত নেই। বহসের মাধ্যমে যা সত্য বলে প্রমাণিত হবে, তা গ্রহণ করতে আমার আপত্তি নেই।

(২) ১নং শর্তটি পূরণ করা সম্ভব না হলে অন্য কোন বিশিষ্ট আলেম সভাপতি হবেন, তবে ১নং ধারা মোতাবেক তিনি নিম্নোক্ত দু'টি বাক্যের মাঝে যে কোন একটি পাঠ করবেন- (ক) "আমি মনে করি ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আকাশে উঠানো হয়েছে। বর্তমানেও তিনি সেখানে জীবিত অবস্থায় আছেন।" অথবা (খ) "আমি মনে করি ঈসা (আঃ) মৃত"।

(৩) ১নং এবং ২নং ধারার কোনটি পূরণ করা সম্ভব না হলে শীর্ষস্থানীয় সরকারী পদে নিয়োজিত কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে সভাপতি বানাতে হবে।

(৪) উপরোক্ত ধারাগুলির কোনটিই পূরণ করা সম্ভব না হলে উভয় পক্ষ থেকে তিনজন করে প্রতিনিধি প্রেরণ করে মোট ছয়জনের একটি সাব-কমিটি গঠিত হবে এবং পরামর্শ করে তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে সভাপতি মনোনীত করবেন। উল্লেখ্য, ১নং ও ২নং ধারার আলোকে অবশ্যই তাঁকে স্বীয় মতামত প্রকাশ করতে হবে।

(৫) সভাপতি কর্তৃক নিয়মাবলী যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্যে সাব - কমিটির বাকী ৫ জন সদস্য সভাপতিকে পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন।

(৬) দাবীকারক মাওলানা প্রথমে যথাবিধি ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু প্রমাণ করবেন। অতঃপর প্রতিপক্ষের মাওলানা তা যথাবিধি খন্ডন করবেন।

(৭) উভয় পক্ষের দলীলের বাংলা অনুবাদসহ স্পষ্টাক্ষরে লিখিত কপি বহস শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পূর্বে সভাপতি ও প্রতিপক্ষের নিকট জমা দিতে হবে।

(৮) মূল আলোচনা শুরুর পূর্বে উভয় পক্ষ স্বাধীনভাবে লিখিত আকারে আধা ঘন্টা করে বক্তব্য দিবেন। এ বক্তব্যের জন্যে কেউ কোন রকম কৈফিয়ত তলব করতে পারবেন না।

(৯) উভয় পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্ধারিত দু'জন আলেম আপন আপন দাবী ও জেরা উত্থাপন করবেন। অন্য কেউ তাদেরকে তখন কোন কিছু জিজ্ঞেস করতে পারবেন না।

(১০) উভয় পক্ষই দাঁড়িয়ে ৪ থেকে ৬ মিনিটের মাঝে বক্তব্য শেষ করবেন। নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হওয়া মাত্র সভাপতি চট করে মাইক বন্ধ করে দিবেন। আলোচনা সর্বাবস্থায় ঈসা (আঃ) মৃত কি জীবিত এর মাঝে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(১১) দাবীকারকের দলীলগুলোর মাঝে যেকোন একটি দলীল প্রতিপক্ষ উপযুক্ত প্রমাণসহকারে খন্ডন করতে ব্যর্থ হলে তৎক্ষণাৎ সভাপতি তাঁর রায় প্রকাশ করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

(১২) উভয় পক্ষের আলোচনার ভিত্তিতে সভাপতি চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন। নিজস্ব কোন মতামত, মন্তব্য, কিংবা দলীল কোন অবস্থাতেই তিনি পেশ করবেন না।

(১৩) পবিত্র কুরআনুল করীম, এবং সমগ্র মুসলিম জাহান কর্তৃক বিশুদ্ধ ও নির্ভুল বলে স্বীকৃত সিহাহ সিত্তার ছয় কিতাব (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ্) এর মাঝে দলীল-প্রমাণ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

(১৪) পরাজিত পক্ষকে অবশ্যই দাঁড়িয়ে ভুল স্বীকার করতে হবে।

(১৫) আলোচনাকারী উভয় পক্ষের দু'জন মাওলানাকে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আলেম হিসেবে গণ্য করতে হবে। এবং তাঁরা মর্যাদার দিক দিয়ে সমপর্যায়ের।

(১৬) উত্তেজনা, উস্কানী, অশালীন ও কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করে আলোচনা ভঙ্গ করার চেষ্টা করা যাবে না। কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সে অত্র এলাকার সাধারণ আইনের আওতায় পড়বে। (অর্থাৎ একশ' জুতার আঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা)

(১৭) সাংবাদিকদের উপর কোন রকম বিধি আরোপ করা যাবে না। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দিকে লক্ষ্য রেখে ফটো সাংবাদিকদেরকেও তাদের কর্তব্য কর্মে বাধা দেয়া যাবে না।

(১৮) বক্তাগণ সভাপতিকে সম্বোধন করে কথা বলবেন। শ্রোতাগণ একদম নীরব থাকবেন। উৎসাহব্যঞ্জক ধ্বনি, করতালি বা নারায়ে তাকবীর, আল্লাহ্ আকবার ইত্যাদি কোন কিছু বলতে পারবেন না।

(১৯) নিয়মাবলীতে উল্লেখ নেই এমন কোন সমস্যা উদ্ভুত হলে সভাপতির রুলি মেনে নিতে হবে।

(২০) বহস অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী প্রতিটি আল্লাহ্‌র বান্দাকে সর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, আমাদের সকলকেই একদিন মরতে হবে। বিবেককে ফাঁকি দিয়ে সত্যকে গোপন করা জঘন্যতম অপরাধ।

আমি শর্তগুলো পড়ে শেষ করলাম। মজলিসে আবারও পিন পতন নীরবতা। সবাই যেন ভয়ে কম্পমান। কারও মুখে কথা নেই। ভুতুরে অবস্থা যেন বিরাজ করল। হঠাৎ বাইশ গ্রামের অন্যতম সর্দার মজলিস মিয়াকে উদ্দেশ্য করে বাজার মসজিদের মুয়াজ্জিন বল্লু ঃ আচ্ছা চাচা, একটা নয় দু'টা নয় বিশটা শর্ত সে যে লিখল, আপনাকে নিয়ে লিখেছে? কার অনুমতিক্রমে লিখেছে? তিনি বল্লেন ঃ কি কমু! এ নিয়মনীতি অনুযায়ী সে-ই বিচারক, সে-ই সভাপতি, সে-ই আলোচনাকারী, সে-ই রায় ঘোষণার মালিক। আমরা কোন শর্ত মানি না। শুধু ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড় হুযূরকে মানি। সিদ্দীক মেম্বার উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে তেড়ে আসল। রাত তখন ১১টা বাজে। আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আব্দুল হাই সর্দার, সামছু মেম্বর ও ইউনুস আলী সাহেব তখন আমাকে বল্লেন ঃ হুযূর, আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি ও ইলমের আমরা যেমন প্রসংশা করি তেমনি তারাও করেন। কিন্তু কাদিয়ানীদের একটি বিষয় নিয়ে বহস করলে খুনাখুনী হবে। দয়া করে বহসের ঘোষণা প্রত্যাহার করুন। কারণ আপনি হাজার দলীল দিবেন, কিন্তু আমরা মানব না, তখন আপনার কী করার আছে? অনুরোধ করি, বিষয়টি এখানেই শেষ করুন। অনেক ভেবে চিন্তে বল্লাম ঃ যদি এমন হয় তাহলে আমি বহসের ঘোষণা প্রত্যাহার করলাম। উক্ত মুয়াজ্জিনটা তখন বল্লু ঃ উনি কি এখনও এখানে চাকরী করবে? সবাই বল্লু ঃ এটা কমিটির ব্যাপার।

সবচাইতে মজার একটি বিষয় বলা হয় নি। যখন শুনলাম, আমার বিরুদ্ধে বহস করার জন্যে কান্দিপাড়া মাদ্রাসার মুহাদ্দিস মাওলানা এমরান সাহেব ও জামেয়া ইউনুসিয়া থেকে বড় হুযূরের প্রতিনিধি হয়ে শফিউল আলম সাহেব আসবেন তখন আমি আত্ম-পরিচয়

গোপন করে তাদের নিকট গেলাম। প্রথমে এমরান সাহেবের অফিসে যেয়ে হায়াতে ঈসার দু'একটি দলীল চাইলাম। বল্লেন ঃ সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত ঈসা (আঃ) ৪র্থ আকাশে জীবিত আছেন। এটাই বড় দলীল। বল্লাম ঃ আমি কুরআন থেকে দলীল চাচ্ছি। বল্লেন ঃ বার্ রফাআহুল্লাহু ইলায়হি। বল্লাম ঃ 'রাফা' শব্দের অর্থ কী? বল্লেন ঃ কেন? আহাদীসে নুযূল? বল্লাম ঃ নুযূল শব্দের অর্থ কী? বল্লেন ঃ আপনার ফাইলে তো ওফাতে ঈসার বহু দলীল দেখতেছি। কিন্তু হায়াতে ঈসার দলীল কি আছে দেখি? বল্লাম ঃ খাঁটাঘাঁটি বহু করেছি কিন্তু একটি সংগ্রহ করতে পারি নি। বল্লেন ঃ আমার এত সময় নেই। আপনি লাইব্রেরী থেকে কিনে কিতাব পড়ুন। এক শ' বছর যাবত আমাদের উলমায়ে কেরাম ভলিউমের উপর ভলিউম লিখে গেছেন। আপনি কিনে পড়তে থাকুন। চলুন যুহরের নামাযের টাইম হয়েছে। সবকিছু বুঝেছি।

অতঃপর গেলাম বড় হুযূরের মাদ্রাসা জামেয়া ইউনুসিয়ায় শফিউল আলম সাহেবের কাছে। দেখলাম তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি বিরাট। দেশী-বিদেশী দুর্লভ কিতাবে ভরপুর। সর্ব প্রথমেই তিনি আমাকে আলেমদের ঐক মত্যের কথা জানালেন। এর সেল্‌ফ থেকে তাফসীরে জালালাইন বের করে ৫২ পৃষ্ঠার রফিউকা মিনাদ্‌দুনয়া মিন গাইরি মাওতিন (তোমাকে তুলে নেব দুনিয়া থেকে মৃত্যুহীন অবস্থায়) তাফসীরটি দেখালেন। বল্লাম ঃ এরকম তাফসীরের হাওয়ালা কী? তিনি আমাকে ১২ নং টীকাটি দেখালেন। টীকাটি পড়ে বল্লাম ঃ হাসান, কালবী ও ইবনে জুরাইজের অভিমত অনুযায়ী এ রকম তফসীর করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো কুরআন হাদীস থেকে দলীল চাই। তিনি রফা ও নুযূল এর কথা বল্লেন। কিন্তু অল্প সময়ের ভিতরেই তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমি জালালাইন এর ৫২ পৃষ্ঠার ফটোকপি চাইলে তিনি একটি ছাত্র পাঠালেন কিতাব দিয়ে ফটোস্ট্যাটের দোকানে। এ ফাঁকে রহমত উল্লাহ্ সাহেবের সাথে কথা বলার ইচ্ছে ব্যক্ত করি। বল্লেন ঃ তিনি মুজাহিদ মানুষ। ইলমী আলোচনা করেন না তেমন। হঠাৎ বল্লেন ঃ আপনাকে অসাধারণ আলেম মনে হচ্ছে, কিন্তু দাড়ি ছোট কেন? বল্লাম ঃ দাড়ির মাপকাঠি কেউ আমাকে দেখাতে পারে নি। আর যে দাড়ি পরে আপনারা ইসলামকে ৭২ ভাগ করেছেন, সে দাড়ি আমি রাখতে চাই না। আপনারা মশা বাছেন অথচ হাতি গিলে ফেলেন। খিলাফত ছাড়া ইসলাম নেই, এ হাদীস দেখেন না কেন? যেখানে ইসলামের অস্তিত্ব নেই, সেখানে দাড়ির প্রশ্ন? ইতোমধ্যে ফটো কপি নিয়ে এসেছে। ওদিকে আসরের নামাযের সময় হয়ে গেছে। আমি দোয়া চেয়ে বিদায় নিলাম। ঝুঁকিপূর্ণ ও মধুর অভিজ্ঞতা!

আবার আসি পূর্ব ধারায়। মসজিদ কমিটি পড়ল বিপাকে। একদিকে আমার প্রতি জনগণের ভালবাসা অপর দিকে আমার নিরাপত্তার দায়-দায়িত্ব কে নিবে। ১০/১২ দিন এভাবে চলে গেল। অবশেষে তারা আমাকে অনুরোধ করলেন আমি যেন স্বেচ্ছায় বিদায় প্রার্থনা করি। বিদায়ী অনুষ্ঠানে আমি মর্মস্পর্শী ভাষায় ভাষণ দেই। লোকজন অশ্রু সংবরণ করতে পারছিল না। মসজিদ কমিটির সভাপতি আব্দুস সামাদ মেম্বার সাহেব বল্লেন ঃ আপনার মত একজন গুণীজনকে আমরা ধরে রাখতে পারলাম না। এটা আমাদের জন্যে দুর্ভাগ্য। আপনার চিন্তা-চেতনা আমরা বুঝেছি, কিন্তু পার্শ্ববর্তী গ্রামের আলেমগণের উপর আমরা কত খবরদারী করতে পারি। আমাদের জন্যে দোয়া করবেন। ইত্যাদি।

দিনটি ছিল ১লা জুন, ২০০১ইং শুক্রবার। অতঃপর আমি হিসাব-নিকাশ বুঝাই। মসজিদের টাকা-পয়সার সকল দায়িত্ব আমার উপর ছিল। এরপর আমি আনুষ্ঠানিকভাবে চাবি সমর্পণ করি। এ দৃশ্যটি বড়ই হৃদয় বিদারক ছিল।

বিকেলে দুর্গারামপুর জামাতের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা লোক মারফত বার্তা পাঠান যে, আমি যেন বেডিং-পত্রসহ তাড়াতাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চলে যাই। আমীর সাহেব, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া দু'জন লোক পাঠিয়েছিলেন আমাকে নেয়ার জন্যে। কিন্তু তারা আমাকে পায় নি। ৮ জুন,২০০১ইং আমি বেডিং, পত্রসহ বরকত সাহেবের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করি। দীর্ঘ সাত বছরের আমতলী জীবনের এভাবেই অবসান হ'ল। আমার দেশের আলেমগণের পক্ষ থেকে বহুবার আমার বিরুদ্ধে এখানে কুফরী ফতোয়ার কথা প্রচার করা হয়েছে। কিন্তু তারা কর্ণপাত করে নি। আমতলীর মানুষ, গাছপালা, পথঘাট, খালবিল, পশু পাখি আমার প্রিয়। কোন দিন এদের কথা ভুলতে পারব না। আমার রক্তের সাথে মিশে আছে তারা।

জীবনের সংগ্রামমুখর আরেকটি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। এরপর শুরু হ'ল অর্থনৈতিক সংকট। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন কখন, কীভাবে এই সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটবে। তবে আল্লাহ্ বলেন ঃ যারা আল্লাহ্‌র পথে হিজরত করে, তাদেরকে অঢেল প্রাচুর্য দান করা হয়। আল্লাহ্‌র শাহী দরবারে কোন কিছুর অভাব নেই।

আরেকটি কথা বলতে হয়। বয়াতের পূর্বে ভেবেছিলাম, বয়াতের কথা ফাঁস হলে আত্মীয়-স্বজন ও গ্রামের লোকজন নতুন ইস্যু নিয়ে আন্দোলন করে পূর্ববর্তী আক্রোশ নিবারণ করবে। কিন্তু দেখলাম বাস্তবে তা হয় নি, বরং বিপরীত ক্রিয়া হয়েছে। সবাই আমাকে ভালবাসা শুরু করেছে। আমার সুখ-দুঃখের ভাগী হয়েছে। বিদেশে প্রেরণ, ঢাকাতে বড় মাদ্রাসায় চাকরী, লন্ডনী মেয়ের সাথে বিয়ে, ব্যবসার জন্যে বড় অংকের পূঁজি ইত্যাদি প্রলোভন দেখাল।

বল্লাম, বরং তোমরা তোমাদের দুনিয়া ও ধন সম্পদ নিয়ে প্রলুব্ধ থাক। আমার চোখে যা ধরা পড়েছে, তোমাদের নিকট তা ধরা পড়ে নি। দুনিয়ার সকল সমুদ্র একত্র করলেও হযরত বিলালে ঈমানের সমান ওজন হবে না। ধন্য আমার মা যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন!

আজ আমার সকল কবিত্ব শক্তি সবুজ গালিচায় অবনত মস্তকে আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছে। আমি বুঝাতে পারব না, আমার মনের অবস্থা কী। তৃষ্ণার্ত গলায় কেউ যেন ঠান্ডা পানীয় ঢেলে দিয়েছে। এ প্রশান্তিটুকুই আমার সারা জীবনের চাওয়া ছিল। মা বাবা, ভাইবোন, বাড়ীঘর, পৈত্রিক সম্পদ, চাকুরী হারালাম। তিরস্কার ও গায়ে থু থু! কি বলতে পারি এ অবস্থায়? আহমদীয়ত আমাকে যা দিয়েছে, তার তুলনায় এসব তো তুচ্ছ! জীবনের সকল দিকেই এ এক অনিন্দ্যসুন্দর, চমৎকার মায়াবী অনুভূতি! আল্লাহ্‌কে এখানে উপলব্ধি করা যায়। সাধারণ মানুষ এখানে মর্যাদাবান। নারী এখানে মহিমান্বিত ও সম্মানিত। শিশুরা নিরাপদ। দৈনিক পীড়নের শিকার নয়। আহমদীয়ত কোন দুর্বল দর্শন নয়। এ মানুষকে সরাসরি আল্লাহ্‌র সাথে যুক্ত করে দেয়।

- মাওলানা বশীর আহমদ
দাওড়ায়ে হাদীস ও বি,এ,

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিগত কয়েকদিন থেকে জনৈক মোহাম্মদ জামিলুল বাসার লিখিত এবং ইয়ং মুসলিম সোসাইটি (ভদ্র যুব সংস্থা) ৮৩-৫৩, ৫৬৬ স্ট্রীট ফোরাল পার্ক কুইনস Ny 11004 নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রকাশিত 'সংস্কার' নামক একটি বই বাজেয়াপ্ত করার দাবী উঠেছে। কোন কোন পত্রিকা এর সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে জড়ানোর অপচেষ্টা করছে।

আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছি, এ পুস্তকটি প্রকাশনার ব্যাপারে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কোনভাবেই জড়িত নয়। যারা আমাদেরকে জড়াতে চেষ্টা করছেন তারা না জেনে অথবা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এ কাজটি করছেন। আমরা তাদেরকে এ হেন অপচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।

- মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
জেনারেল সেক্রেটারী

আনসারুল্লাহ্‌র স্থানীয় ইজতেমা

২৮/৮/০৩ তারিখ বাদ মাগরিব উদ্বোধনী অধিবেশন আরম্ভ হয়। যয়ীমে আলার সভাপতিত্বে মোহতরম আমীর বি.বাড়ীয়া, মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান সাহেব কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি এবং মোহতরম শফিউল আলম বরকত রিজিওনাল নাযেম সাহেব এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, দোয়া ও আহাদ নামা পাঠের পর ধারাবাহিকভাবে অনুষ্ঠানপর্ব আরম্ভ হয়। একজন আনসার তবলীগের ময়দানে, আহমদীয়তের তা'লীম তরবিয়তে একজন আনসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, নসীহতমূলক বক্তব্য ইত্যাদি বিষয় বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে আমীর বি.বাড়ীয়া, কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, যয়ীম আলা ও রিজিওনাল নাযেম সাহেব। নিয়ম মাফিক যথারীতি যয়ীম আলা সাহেব ইজতেমার উদ্বোধন করেন এবং চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি সাহেব অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন আলহাজ্জ শেখ মোশাররফ হোসেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪৮ জন আনসারের উপর সকল বক্তব্যের প্রভাব পড়ে।

২৯/৮/০৩ইং রোজ শুক্রবার বাজামাত তাহাজ্জদ হতে ইজতেমার কাজ শুরু হয়। ফজর নামায ও দরস। এরপর ব্যায়াম প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। পরে পতাকা উত্তোলন পর্বের পরে সকাল ৮.০০ মিঃ হতে ১২.০০ মিঃ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন- কুরআন তেলাওয়াত, নযম, মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা বক্তৃতা। জুমুআর পর প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্বে কুইজ, পয়গাম রেসানী ও স্মৃতিশক্তি, বালিশ খেলা হয়।

বিকাল ৪.০০টায় সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। মোহতরম সৈয়দ আব্দুল হান্নান সাহেব এর সভাপতিত্বে। আল্লাহ্‌র ফযলে খুব সুন্দরভাবে সমাপ্তি অনুষ্ঠান করা হয়। সেক্রেটারী শুকরিয়া জ্ঞাপন, আমীর সাহেব এর নসীহতমূলক বক্তব্য এবং পুরস্কার বিতরণ পর্ব শেষ করা হয়।

ইজতেমায় মোট উপস্থিতি সংখ্যা ৬৮ জন এর মাঝে বি,বাড়ীয়া ৪৮ জন, অন্যান মেহমান ১০ জন অন্য মসলিস হতে আগত খাদেম ১০ জন। তাহাজ্জদ উপস্থিতি ৪২ জন আনসার সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

- আলহাজ্জ শেখ মোশাররফ হোসেন
মোন্তাযেম উমুমী।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ সুন্দরবন-এর ২২তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

লাজনা ইমাইল্লাহ্, সুন্দরবন এর ২২তম বার্ষিক ইজতেমা ২রা আগষ্ট ২০০৩ তারিখে রোজ শনিবার আল্লাহ্‌র ফযলে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবনের নিকটবর্তী আটটি হালকা হতে ১৬০ জন লাজনা, ১৮৫ জন নাসেরাত মোট ৩৪৫ জন ইজতেমায় যোগদান করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রীত্ব করেন মোহতারেমা বেগম হামিদা কাওসার সাহেবা, প্রেসিডেন্ট, সুন্দরবন লাজনা ইমাইল্লাহ্। প্রধান অতিথি হিসাবে স্থানীয় আমীর মোহতারম মোহাম্মদ আবু কওসার সাহেব ও বিশেষ অতিথি হিসাবে মোহতরম বেগম সফরুদ্দীন নায়েব আমীর, সুন্দরবন ছিলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাবা সুরাইয়া পারভীন (তুলি)। পর্দার আড়াল হতে নাতিদীর্ঘ নসিহতমূলক বক্তব্যের পরে দোয়া পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি স্থানীয় আমীর সাহেব। আহাদ নামা পাঠ ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট জনাবা বেগম হামিদা কাওসর। সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সংখ্যক লাজনা ও নাসেরাত যোগদান করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট সাহেবা। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন ইজতেমা কমিটির চেয়ারম্যান জনাবা আঙ্গুরা হাশেম। দোয়া ও আহাদ নামা পাঠের মাধ্যমে ২২তম বার্ষিক ইজতেমার পরিসমাপ্তি ঘটে।

-মুসলিমা পারভীন
জেনারেল সেক্রেটারী
লাজনা ইমাইল্লাহ্, সুন্দরবন

বৃক্ষ রোপণ

গত ১০/০৮/০৩ তারিখে প্রেরিত ন্যাশনাল সেক্রেটারী জায়েদাদ প্রেরিত পত্র মোতাবেক গত ০২/০৯/২০০৩ তারিখে মসজিদে ও গেট সংলগ্ন রাস্তায় ২২টি বৃক্ষ রোপণ করা হয়। এবং সেগুলো সংরক্ষণের জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এস, এম, আনসার উদ্দীন
সেক্রেটারী জায়েদাদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

ওয়াকফে নও-এর অভিভাবকগণের জন্য জ্ঞাতব্য

এতদ্দ্বারা ওয়াকফে-নও এর অভিভাবকগণকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০০৩ সনের এস.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ২০০৪ সনে এস.এস. সি পরীক্ষা ওয়াকফীনে নও (ছেলে)গণের নাম মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অফিসে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিশেষ করে তালিকাভুক্ত ছেলেদেরকে ক্যারিয়ার প্লানিং কমিটির নিকট 'তারা কি হতে চায়' তা বলতে হবে। যারা মোবাল্লেগ হতে চায় তাদেরকে আহমদীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করা হবে। আর যারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা অন্য কোন শিক্ষা অর্জন করতে চায় তাদেরকে নিজ দায়িত্বে নিজ খরচে লেখাপড়া শেষ করে জামাতের খেদমতের জন্য নিজেদেরকে পেশ করতে হবে।

উকিল ওয়াকফে নও সাহেব বলেছিলেন, ওয়াকফীনে নওদেরকে বেশি বেশি মোবাল্লেগ হওয়া আবশ্যক।

- মোহাম্মদ সাদেক দূর্গারামপুরী
ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও

❑ জনাব মাহবুবুর রহমান মোল্লা-এর কন্যা মোসাম্মাৎ লায়লা আক্তার সাং মোড়াইল, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে মরহুম নূর ইসলাম -এর পুত্র জনাব নূর আহমদ, সাং- দূর্গারামপুর ডাকঘর- বীরগাও, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া এর সাথে টাকা ৬০,০০১/= (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০৬/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ শামসুল ইসলাম। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৬৯/০৩ তারিখ ১১/০৮/০৩।

❑ জনাব আব্দুল মতিন-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মোশফেকা বেগম (সীমা), সাং শিবপুর, ডাকঘর- বদরগঞ্জ, জেলা-রংপুর-এর বিয়ে মরহুম আব্দুল লতীফ -এর পুত্র জনাব সোহেল পারভেজ (সালাহউদ্দিন), সাং- কান্দিপাড়া, ডাকঘর ও জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর সাথে টাকা ৬০,০০১/= (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২৪/০১/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত শ্যামপুরস্থ কন্যার পিতার আলয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ জাকির হোসেন, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭০/০৩ তারিখ ১১/০৮/০৩।

❑ জনাব মরহুম নাসির আহমদ ধনু-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রিনারা বেগম, সাং কান্দিপাড়া, জেলা-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিয়ে মরহুম আবুল হাসান আলী -এর পুত্র জনাব মোহাম্মদ হিরণ মিয়া, সাং- তেরগাতি, ডাকঘর -মুমুরদিয়া, জেলা- কিশোরগঞ্জ এর সাথে টাকা ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১০/০৭/০৩ তারিখ, রোজ বৃহস্পতিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঘাটুরা জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ আব্দুস সালাম, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭১/০৩ তারিখ ১১/০৮/০৩।

❑জনাব জামাত আলী ঢালী-এর কন্যা মোসাম্মাৎ রাশিদা পারভীন, সাং-যতীন্দ্রনগর, ডাকঘর- যতীন্দ্রনগর, জেলা-সাতক্ষীরা-এর বিয়ে জনাব মোঃ জাব্বার শেখ -এর পুত্র জনাব মোঃ মোস্তফা আলী শেখ, সাং- যতীন্দ্রনগর, ডাকঘর -যতীন্দ্রনগর, জেলা- সাতক্ষীরা এর সাথে টাকা ১৭,৯৯৯/= (সতের হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ২০/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন (মীরগাং) বায়তুল হামদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

শুভ বিবাহ

বিয়ের এলান করেন মৌঃ শেখ আব্দুল ওয়াদুদ, মোয়াল্লেম, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭২/০৩ তারিখ ১৭/০৮/০৩।

❑ জনাব মোঃ আব্দুল করিম-এর কন্যা মোসাম্মাৎ নার্গিস আক্তার, সাং-ভাতগাঁও, ডাকঘর- সুন্দরপুর, জেলা-দিনাজপুর-এর বিয়ে জনাব মোঃ ইসহাক মিয়া -এর পুত্র জনাব আব্দুল কাইয়ুম, সাং- মাহিগঞ্জ, দেওয়ান টুলী, জেলা- রংপুর এর সাথে টাকা ২১,১০১/= (একুশ হাজার একশ' এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১০/০১/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত ভাতগাঁও, জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মিজানুর রহমান, মোয়াল্লেম, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৩/০৩ তারিখ ১৯/০৮/০৩।

❑ জনাব মোঃ আব্দুর রহমান-এর কন্যা মোসাম্মাৎ ফারজানা রহমান (রোজী), সাং-তেবাড়ীয়া উত্তর পাড়া, জেলা-নাটোর-এর বিয়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান -এর পুত্র জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর, সাং- ধানী খোলা, ত্রিশাল, জেলা- ময়মনসিংহ এর সাথে টাকা ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ০১/০৮/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেবাড়ীয়া কন্যার পিতার আলয়ে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ মুহাম্মদ আমীর হোসেন, মোয়াল্লেম, বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৪/০৩ তারিখ ২৭/০৮/০৩।

❑ জনাব খন্দকার মোফাক্কের আলী-এর কন্যা খন্দকার আমাতুন নূর (তানিয়া), সাং-১০৩, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা-১২১৪-এর বিয়ে জনাব এডভোকেট আজিজুল হক-এর পুত্র জনাব আনিসুজ্জামান পিন্টু, সাং- মানিকখালি রোড, কটিয়াদী, জেলা- কিশোরগঞ্জ এর সাথে টাকা ১,২০,০০১/= (এক লক্ষ বিশ হাজার এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৪/০৩/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকাস্থ দারুত তবলীগ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মাওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ্। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ০৩৭৫/০৩ তারিখ ২৯/০৮/০৩।

❑ জনাব মোঃ ছানাউল্লাহ্-এর কন্যা মোসাম্মাৎ মিলিনা ইয়াসমীন (ইতি), সাং-তেবাড়ীয়া দক্ষিণ পাড়া, জেলা-নাটোর-এর বিয়ে মরহুম কাসেম আলী-এর পুত্র জনাব কাজল আহমদ, সাং-আহমদ নগর, শাল সিঁড়ি, থানা- বোদা, জেলা-পঞ্চগড়-এর সাথে টাকা ২৫,১০১/= (পঁচিশ হাজার একশ' এক) টাকা মোহরানা ধার্যে গত ১৩/০৬/০৩ তারিখ, রোজ শুক্রবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত তেবাড়ীয়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

বিয়ের এলান করেন মৌঃ নঈম আহমদ। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং০৩৭৬/০৩ তারিখ ০৪/০৯/০৩।

এসব বিয়ে সার্বিকভাবে কল্যাণমন্ডিত হওয়ার জন্য সকলের কাছে দোয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

- মোহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, রিশ্‌তানাতা
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

তা'লীমি পরীক্ষা

বর্তমান সময়ে অর্থসহ নামাযের উপর বিশেষ গুরুত্ব উপলব্ধি করে, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনার ব্যবস্থাপনার সকল সদস্য-সদস্যাদের অর্থসহ নামাযের উপর আরো একবার লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। ৬৬ জন সদস্য-সদস্যা এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। এবং ৮০ নম্বর উর্দ্ধ ৪৩ জন সদস্য-সদস্যাদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। অধিকাংশ সদস্য-সদস্যাগণ সাফল্যের সাথে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। যারা লিখতে পারে না তাদের জন্য আগামীতে মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

- শামসুর রহমান,আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানাচ্ছি আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়ার বাসিন্দা মরহুম মোতাহার মিয়ার স্ত্রী ফাতেমা বেগম গত ১৭ই আগষ্ট, ২০০৩ দিবাগত রাত ৪.২২ মিনিটে ইন্তেকাল করেন (ইন্না....লিল্লাহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বৎসর। মরহুমার মৃত্যুকালে ১ ছেলে ৫ মেয়ে এবং বহু নাতী-নাতনী রেখে গেছেন।

আল্লাহ্‌তাআলা, মরহুমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন। তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে আপনাদের সকলের নিকট দোয়ার অনুরোধ করছি।

মরহুমার একমাত্র পুত্র
তছনিম আহমদ
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ক্রোড়া

TRUST THE LOGO

CALL CONCORD

CONCORD CONDOMINIUM LTD.

CONCORD CENTRE 43, NORTH GULSHAN C/A, DHAKA-1212

Tel : 8824724, 8812220, 8824076, Email-mhk@bdmail.net Fax : 880-2-8823552

Kh. Imteeaz Uddin Nayeem ITP
Tax Consultant

Golden View Consultancy Services

(A house of Consultants on Accounts, Income Tax, VAT & Company Affairs)

Business Solution :

- Accounting Work
- Taxation
- Company Affairs
- VAT & Custom Duty
- Work Permit.

Address :

Khan Mansion (9th Floor)
107, Motijheel C/A, Dhaka
Phone : 8128812
Mobile : 019344688

স্বাচ্ছন্দ্য ও মনোরম পরিবেশে স্বাদে ভরপুর রুচিকর
খাবার পরিবেশনে অনন্য

ধানসিঁড়ি খাবার

ধানমন্ডি অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ফোন ঃ ৯১৩৬৭২২

সূচনা রেন্ট-এ-কার

যে কোন স্থানে যে কোন সময়ে ট্রিপের জন্য যোগাযোগ করুন ঃ

সালমান

৬৭৬/৩২ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১১৮৭৪৯

পাক্ষিক আহমদীর
অব্যাহত অগ্রযাত্রায়
আমাদের
অভিনন্দন

PRODUCER OF QUALITY NEON SIGN, BELL SIGN, PLASTIC SIGN, HOARDINGS, GIFT ITEMS ETC.

AIR-RAFI & CO.

120/32 Shajahanpur, Dnaka-1217
Phone : 414550, 9331306

New Vo. No. 66 ◆5th Issue Septemter 15, 2003 ◆Tk. 10.00

Fortnightly **The AHMADI** রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

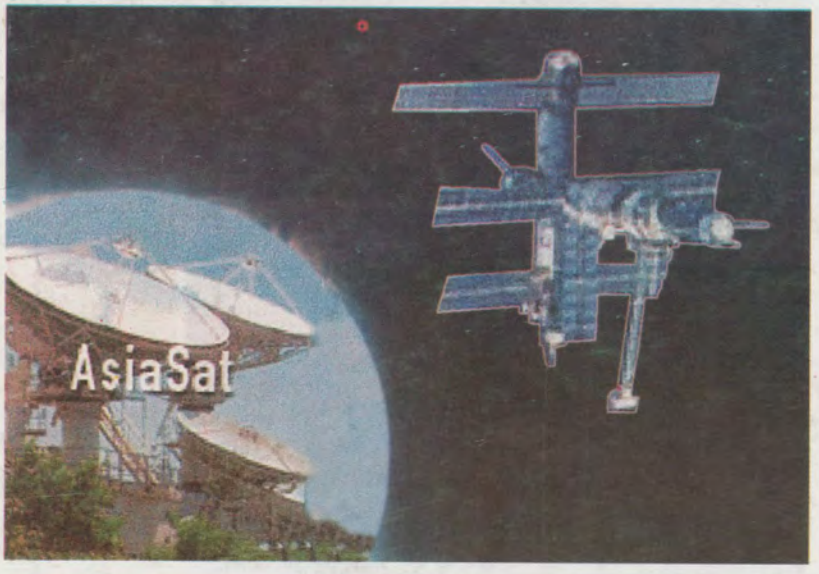

لا إله إلا الله محمد رسول الله

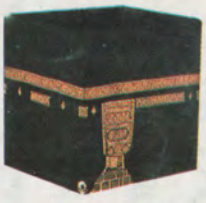

Muslim TV AHMADIYYA International

এমটিএ একটি ঐশী নিয়ামত। আপনার বাড়ীতে এমটিএ-র সংযোগ নিন, নিজের পরিবারকে অবক্ষয় মুক্ত রাখুন।

প্রত্যেক স্থানীয় জামাতের আমীর কিংবা প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব খিলাফতের সাথে নিজের সম্পর্ক আরো মজবুত করার লক্ষ্যে নিজ নিজ জামাতে বেশি বেশি **MTA**-র সংযোগ নিন।

- প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টায় হুযূর (আইঃ)-এর জুমুআর খুতবা সরাসরি সম্প্রচার
- প্রতিদিন রাত ৮টায় বাংলা সম্প্রচার

ASIASAT 2

এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় স্যাটেলাইটে **এমটিএ** দেখার সুযোগ গ্রহণ করুন।

DISH POSITION 100.5° EAST

FREQ. - 3660

S.R - 27500

POL - VERTICAL

বিস্তারিত তথ্যের জন্যে যোগাযোগ করুন ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh.
Editor in Charge : Maulana Ahmad Sadeque Mahmood, Executive Editor : Mohammad Mutiur Rahman
Phone : 7300808, 7300849 Fax : 880-2-7300925 E-mail : amgb@bol-online.com